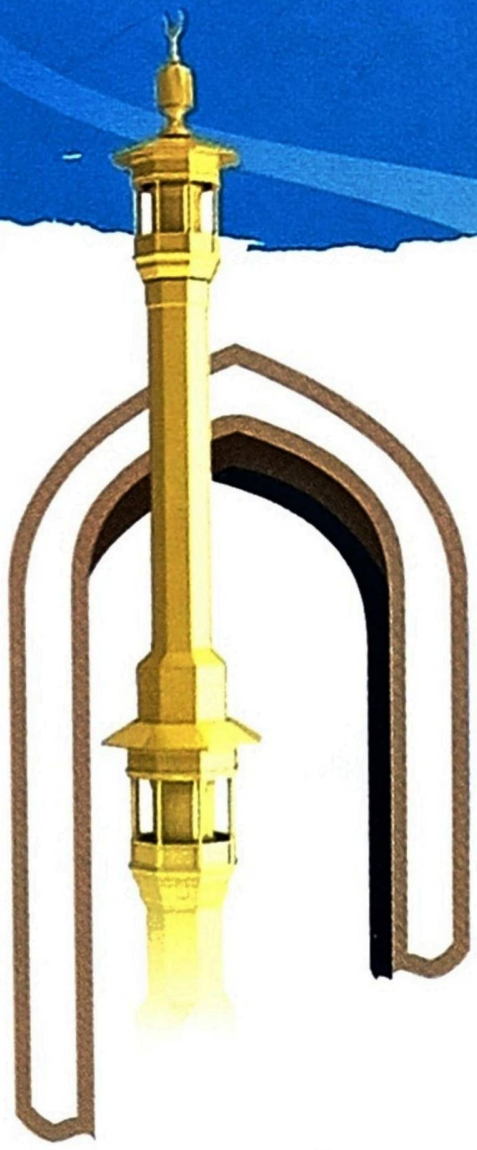
কোরআন-হাদিসের দর্পণে

# তাবলিগ জামাত

## পথ ও পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ, পর্যালোচনা এবং দায়ির জন্য অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়



মাওলানা তানভীর মুশাররফ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক




কুরআন ও হাদিসের আলোকে

# তাবলিগ জামাত : পথ ও পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ, পর্যালোচনা এবং দায়ির জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি

এই গ্রন্থের স্বত্ব প্রকাশকের নিকট সংরক্ষিত। অনুমতি ব্যতীত এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো উপায়ে ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকেও এ কাজ নাজায়েজ।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে

# তাবলিগ জামাত : পথ ও পদ্ধতি

প্রশিক্ষণ, পর্যালোচনা এবং দায়ির জন্য জ্ঞাতব্য বিষয়াদি


**নিরীক্ষণ**

**মাওলানা মুজাম্মিল আলী হাফিজাহুল্লাহ**

সাবেক উস্তাদ, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস

জামিয়াতুশ শায়েখ হুসাইন আহমদ মাদানী, খানকাহ, দেওবন্দ

**সংকলন**

**মাওলানা তানভীর মুশাররফ**

ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত



ইত্তিহাদ

পাবলিকেশন

# তাবলিগ জামাত : পথ ও পদ্ধতি

সংকলন : মাওলানা তানভীর মুশাররফ
সম্পাদনা : মুফতি নোমান মারুফ
নিরীক্ষণ : মাওলানা মুজাম্মিল আলী হাফিজাহুল্লাহ
ভাষা-নিরীক্ষণ : আবদুল্লাহ আল মুনীর
বানান : রাশেদ মুহাম্মাদ

প্রকাশক : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক
প্রকাশকাল : মে ২০১৮ (দিল্লি থেকে)
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ২০২৩
তৃতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৪
সর্বস্বত্ব : সংরক্ষিত

অঙ্গসজ্জা : শামীম আল হুসাইন

**মূল্য :** ৩০০ (তিনশত) টাকা মাত্র

**ইত্তিহাদ পাবলিকেশন**
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬, ০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
Email : ettihadpub@gmail.com
www.facebook.com/ettihadpublication

**অনলাইন পরিবেশক :** রকমারি, ওয়াফিলাইফ, সহিফাহ

# দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক উস্তাদ, জামিয়াতুশ শায়েখ হুসাইন আহমদ মাদানী, খানকাহ দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও শাইখুল হাদিস

## মাওলানা মুজাম্মিল আলী দা.বা.-এর দোয়া ও বাণী


Ph: 01336-220789

جامعۃ الشیخ حسین احمد المدنی خانقاہ، دیوبند سہارنپور یوپی، انڈیا

JAMIATUSH-SHAIKH HUSAIN AHMAD AL-MADANI Khanqah, Deoband, Saharanpur

U.P. INDIA - PIN : 247554


Ref. _____ Date 15/03/2018

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم امابعد! "تبلیغ" باب مفاعلت کا مصدر ہے جس کے معنی ہیں پہونچانا۔ اور اصطلاح میں تبلیغ "دین اور شریعت کی باتوں کو دوسروں تک پہونچانے کا نام ہے اور حدیث شریف میں رسول قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "بلغوا عني ولو آية" میری باتوں کو پہونچاؤ اگرچہ ایک ہی ہو۔ اسی لیے تبلیغ کے اکابرین نے جیسے ہمیشہ مختلف طریقوں سے دین کی خدمت کی ہے ویسے ہی دور حاضر میں بھی دین کی خدمت کا یہ طریقہ اختیار کیا، تو دیکھا کہ دین کا حقہ اچھی خاصی تعداد کے اندر موجود ہے، باقی عوام مسلمان ہیں، دین کی حقیقت سے ناآشنا ہیں، حتی کہ نماز، روزہ اور کلمے سے بھی ناواقف ہیں، اسی لیے اکابرین کو لوگوں تک دین کی باتیں پہونچانے کی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ جماعتیں بنا کر قریہ قریہ بستی بستی بھیجا، تاکہ ناواقف عوام بھی کچھ سیکھ کر دیندار مسلمان بن جائیں۔

الحمد للہ اس کا بڑا فائدہ ہوا، آج عام طور سے نمازیوں سے کہیں زیادہ بے نمازی نظر آتے ہیں، وہ تبلیغ جماعت میں کی برکت سے ہے، اسی کے بعد کام بڑھنے پر مدارس کا قیام عمل میں آیا تو وہاں بھی خاص طبقہ کو دیندار بنانے کو ناواقف، اسی لیے انھوں نے بھی جماعت میں ہی جو وستان کی طرح تبلیغ شروع کی، تو اس کا بھی اچھا نتیجہ برآمد ہوا، لوگوں کو خود دین کی محبت پیدا ہوئی جس سے آباد ہوئیں، آج کی تاریخ میں ملک اور بیرون ملک میں لاکھوں دینی مدارس دین کا جذبہ لے کر قائم ہیں اور دین سے نابلد لوگوں کو دین کی آغوش میں لا رہے ہیں۔

اسی جماعت تبلیغ کے کاموں اور کامیابیوں سے سرشار ہو کر عزیزم مولوی قمر سلمہ، فاضل دارالعلوم نے تبلیغی جماعت کے اصول و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک کتابچہ مرتب کی جس کا عنوان دعوت دین و تبلیغ کے مروجہ طریقہ کار کا جائزہ لیا ہے جس سے انھوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دعوت کا یہ کام قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے اور ایک انسان دن رات کس طرح اپنے اوقات کو گزارے، فیلڈ پر عمل کیا جائے، یہ سب لکھا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ موصوف مولف اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔

دعا ہے کہ اللہ رب العزت تبلیغ کی محنتوں کو سب اہل عالم میں قبول فرمائے اور موصوف مولف کی اس محنت و کاوش کو بھی قبولیت سے نوازے اور ہر ایک کو اصول و ضوابط کی رعایت میں تبلیغی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

خادم العلم والعلماء
قمر الدین غفرلہ
ابن العلامہ الشیخ حسین احمد المدنی رحمہ اللہ
مدرس دارالعلوم دیوبند

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد

তাবলিগ শব্দটি বাবে তাফয়িলের মাসদার, যার অর্থ পৌঁছানো। আর পরিভাষায় তাবলিগ হচ্ছে– দীন ও শরিয়তের বাণী অন্যের নিকট পৌঁছানো। হাদিস শরিফে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

আমার বাণী (অন্যের নিকট) পৌঁছে দাও, যদিও তা একটি হয়। ফলে তাবলিগের আকাবিরগণ প্রথমে নিজ দেশের মানুষদের (ঈমান ও আমলের) খোঁজখবর নিলেন। তারা দেখতে পেলেন, দীন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের আছে, বাকিরা নামেমাত্র মুসলমান ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত দীন সম্পর্কে তারা পূর্ণ অজ্ঞ। এমনকি নামাজ-রোজা ও কালেমা সম্পর্কেও ভালো করে জানে না। তাই আকাবিরগণ লোকদের নিকট দীনের কথা, হাদিসের বাণী পৌঁছানোর চিন্তা করতে লাগলেন। ফলে লোকদের দলবদ্ধভাবে শহরে-শহরে গ্রামে-গ্রামে পাঠান, যেন দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও পাক্কা ও সাচ্চা দীনদার মুসলমান হয়ে যায়।

আলহামদুলিল্লাহ, এতে বড় ফায়দা হয়েছে। আজ মসজিদগুলো নামাজি দ্বারা পূর্ণ দেখা যায়, তাবলিগ জামাতেরই বরকতে। এরপর আকাবিরগণ বিদেশে (জনসাধারণের ঈমানের অবস্থা সম্পর্কে) খোঁজখবর নেন, সেখানেও দেখতে পেলেন, বিশেষ একটি শ্রেণি ছাড়া সবাই দীন সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই অন্যান্য দেশেও হিন্দুস্তানের ন্যায় মেহনত শুরু করেন। সেখানেও ভালো ফলাফল আসে। লোকদের মাঝে দীনের মহব্বত তৈরি হয়, মসজিদ আবাদ হয়। এমনকি আজকের দিনেও দেশ-বিদেশ থেকে হাজারো তাবলিগি ভাই সাগ্রহে জামাতে বের হচ্ছেন, আর দীন সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরাও দীনকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিয়েছেন।

এই তাবলিগ জামাতের কাজ-কর্ম ও সফলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে সুহৃদ মৌলবি তানভীর মুশাররাফ, ফাযেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, তাবলিগ

জামাতের মূলনীতি ও কায়দা-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটি গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যাতে দীনের দাওয়াত ও তাবলিগ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিস একত্রিত করেছেন এবং এর মাধ্যমে তিনি এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, দাওয়াতের কাজ কুরআন-হাদিসের আলোকে হওয়া চাই। একজন মানুষ (তাবলিগে থাকাকালীন) তার চব্বিশ ঘণ্টা সময় কীভাবে কাটাবে, আর কোন আমলের জন্য কোন দোয়া করতে হয়– এই গ্রন্থে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। আমার ধারণা লেখক তার নিজ উদ্দেশ্যে সফল হয়েছেন।

দোয়া করি, রাব্বুল আলামিন তাবলিগের মহান আকাবিরদের মেহনত কবুল করুন এবং লেখকের এই কষ্ট-শ্রমকেও কবুল করে প্রতিদান দিন। সাথে সাথে প্রত্যেক ব্যক্তিকে মূলনীতি ও কায়দা-কানুনের আলোকেই তাবলিগের কাজ করার তাওফিক দিন।

মুজাম্মিল আলী (গুফিরা লাহু)
খাদেমুল হাদিস
জামিয়াতুশ শায়েখ হুসাইন আহমদ মাদানী, খানকাহ, দেওবন্দ।
২৬ জমাদিউস সানি ১৪৩৯ হিঃ

جامعہ محمود للبحوث والدراسات الاسلامیہ دیوبند کے محترم مہتمم مفتی محمود حسن تاؤلوی صاحب کی

دعا و تقریظ

دین اسلام دین فطرت اور ہر قسم کے افراط و تفریط سے پاک وصاف، اللہ تعالی کی طرف سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی صلاح وفلاح کا ضامن ہے، جس میں کسی کمی وبیشی کی گنجائش ہے اور نہ افرط وتفریط کی۔

دین میں کی جانے والی افراط و تفریط کو غلوفی الدین سے تعبیر کیا جاتاہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اور اسکے محبوب رحمتہ للعالمین، حضرت محمد ﷺ نے اس قیامت تک کیلئے دین کی حفاظت کی خاطر غلوجیسے مہلک امراض کی نہ صرف نشان وہی کی ہے، بلکہ اہل اسلام کوان سے احتراز کرنے کی خصوصی تاکید بھی فرمائی ہے۔

مگر افسوس! کہ امت کاایک بڑاطبقہ مختلف بلکہ تمام شعبوں میں غلوفی الدین کا شکار ہے، جس کی وجہ سے دین کی اصل صورت مسخ ہو کر رہ گئی ہے۔

غلوفی الدین کی شکار ان مختلف جماعتوں میں سے ایک جماعت "تبلیغی جماعت" بھی ہے جس کے فوائدسے اگرچہ انکار نہیں کیا جا سکتا، اس جماعت کا مبارک کام اگرچہ الحمد للہ پورے زور وشور اور اخلاص کے ساتھ جاری ہے، اور آئے دن اس میں ترقی ہورہی ہے، جو بہت خوش آئند بات ہے، اور اس پر جتنا شکر اداکیا جائے کم ہے۔

لیکن اسکے بے شمار اور ناقبل انکار فوائد کے باوجود، بے اعتدالیوں (مثلاً قرآنی آیات کی تاویل کرنا، اور انکے معانی مرادِ الٰہی سے ہٹ کر بیان کرنا، وغیرہ وغیرہ) کی وجہ سے اسکے نقصانات انتہائی سنگین اور ناقابل برداشت ہیں۔ اثمھما أکبر من نفعھما.

ان کی باتیں سننے اور ان کی تحریرات پڑھنے سے ایسا لگتاہے کہ یہ لوگ

"تبلیغ دین" کے بجائے " دین تبلیغ" اختیار کر چکے ھیں یہ لوگ " دین تبلیغ" میں لوگوں کو جوڑنے کی فکر کرتے ھیں، چاھے اللہ تعالی کی شان میں گستاخی ھوتی ھو، یا قرآن پر زد آتی ھو، یا اسلام یاصحابہ پر۔

تبلیغی جماعت کے فوائد ونقصانت، افراط وتفریط کو بیان کرنے، اور تبلیغ کی صورت پیش کرنے کیلئے عزیزم مولوی " تنویر مشرف" سلمہ (اللہ ان کو دین کی خدمت کیلئے قبول فرمائے) نے یہ کتاب مرتب کی ھے اور تبلیغی جماعت کے مختلف پھلوؤں کو قرآن وحدیث کی روشنی میں مدلل ذکر کرتے ھوئے، مناسب وضاحت کی ھے۔

بنگلہ زبان نہ جاننے کی وجہ سے بندہ اس کتاب کو از خودپڑھ تو نھیں پایا، مگر عزیزم "مفتی نور الدین صاحب" سلمہ نے بعض مقامات سے یہ کتاب پڑھ کر احقر کو سنائی ھے ۔

یہ کتاب بھی اس موضوع پر لکھی گئیں دیگر کتابوں کی طرح، ان شاء اللہ دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ ثابت ھوگی۔

اللہ تعالی مؤلف کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور امت مسلمہ کی ھدایت کاذریعہ بنائے



أخوکم فی الدین : أحقر العباد محمود حسن التاؤلوی

خادم جامعہ محمود للبحوث والدراسات الاسلامیہ دیوبند

জামিয়া মাহমুদ লিল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া দেওবন্দের
পরিচালক **মুফতি মাহমুদ হাসান তালবী সাহেবের**

## দোয়া ও বাণী

ইসলাম মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। এ ধর্ম বাড়াবাড়ি ও শিথিলতামুক্ত। কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের সফলতা ও মুক্তির নিশ্চয়তাদাতা। যেখানে কম-বেশি, বাড়াবাড়ি বা শিথিলতার কোনো সুযোগ নেই। ধর্মের ভেতর সৃষ্ট বাড়াবাড়ি ও শিথিলতাকে 'গুলু ফিদদীন' বলে ব্যক্ত করা হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তার রাসুল হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামকে কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষণ করার স্বার্থে 'গুলুর' মতো ধ্বংসাত্মক রোগকে কেবল পরিপূর্ণভাবে চিহ্নিত করেই যাননি; বরং মুসলমানদের তা থেকে বিরত থাকতে বিশেষ নির্দেশও দিয়েছেন। কিন্তু আফসোস! উম্মতের বড় একটি অংশ; বরং সমস্ত অংশই আজ 'গুলু'র শিকার। ঐ সমস্ত দলের মধ্যে একটি হচ্ছে তাবলিগ জামাত। যার উপকারিতা যদিও অনস্বীকার্য এবং এই দলের কর্মতৎপরতা যদিও ব্যাপকভাবে চলছে, আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে তা দিন দিন বেড়েই চলছে, যা অনেক আনন্দদায়ক এবং এর বিপরীতে যতই শুকরিয়া আদায় করা হোক তা কম; কিন্তু এর অগণিত ও অনস্বীকার্য উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও কিছু সীমালঙ্ঘন রয়েছে। যেমন, কুরআনের আয়াতের অপব্যাখ্যা করা এবং সঠিক উদ্দেশ্য ছেড়ে ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনা করা। এই সীমালঙ্ঘনগুলোর কারণে ত্রুটিগুলো অনেক জঘন্য এবং অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়। 'আর তার ক্ষতি উপকারের তুলনায় বড়'।

তাদের আলোচনা ও বক্তব্য শুনে মনে হয়, তারা 'তাবলিগে দীন'-এর পরিবর্তে 'দীনে তাবলিগ' গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এরা মানুষদের 'দীনে তাবলিগ'-এর সাথে সম্পৃক্ত করতে চায়। এক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে বেয়াদবি, কুরআন, সুন্নাহ বা সাহাবাদের উপর আঘাত আসা-না আসার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। তাবলিগ জামাতের উপকারিতা ও ত্রুটি, বারাবাড়ি ও শিথিলতা বর্ণনা করার জন্য মৌলভী তানভীর মুশাররফ এ বইটি রচনা করেছেন এবং

এই জামাতের বিভিন্ন দিক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রমাণসহ যথাযথ আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। বাংলা ভাষা না জানার ফলে আমি যদিও এ বইটি পড়তে পারিনি, তবে স্বনামধন্য মুফতি নুরুদ্দীন সাহেব বইটির বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাকে পড়ে শুনিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, এই বইটিও এ বিষয়ে লিখিত অন্যান্য বইয়ের ন্যায় দীন হেফাজতের মাধ্যম হবে। আল্লাহ তায়ালা লেখকের এ প্রয়াস কবুল করুন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য হেদায়েতের উপকরণ বানিয়ে দিন। আমিন!!

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ এর শাইখে সানি, বিশিষ্ট মুহাদ্দিস

**হযরত মাওলানা জাফর আহমদ দা.বা.-এর**

## দোয়া ও বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد

আল্লাহ তায়ালা আমাদের আখেরি নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করে সৌভাগ্যবান করেছেন। আমাদের দায়িত্ব দাসত্ব করা। আর এ দাসত্বের পয়গাম সমস্ত মানুষের নিকট পৌঁছানো। যুগ যুগ ধরে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, উলামায়ে কেরাম, বুযুর্গ-মুবাল্লিগগণ এই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তাই তো বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১৬০ কোটি মুসলমান রয়েছে। মাওলানা তানভীর সাহেব কষ্ট করে 'তাবলিগ জামাত, পথ ও পদ্ধতি' নামক গ্রন্থে এ বিষয়াদি সংকলন করছেন। আমার তাঁর সাথে পূর্ব পরিচিতি নেই। তিনি আমাকে দারুল উলুম দেওবন্দে বইটি দেখান ও পড়তে দেন। আর কিছু লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেন। আমি বইটি স্বাভাবিক দৃষ্টিতে পাঠ করেছি, মনে হচ্ছে মুবাল্লিগ ভাইদের জন্য অনেক অনেক উপকারী হবে। দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটি কবুল করেন।

সালামান্তে

জাফর আহমাদ

জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা।

৩ রা জুমাদাল উখরা, ১৪৩৯ হিঃ

২০/২/২০১৮ খ্রিঃ

ঐতিহ্যবাহী দীনী বিদ্যাপীঠ, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি-বাড়িয়ার
সম্মানিত মুহতামিম, মুহাদ্দিস ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা
**আল্লামা মুফতি মুবারকুল্লাহ সাহেব দা.বা.** এর

## দোয়া ও বাণী

نحمده ونصل على رسوله الكريم

স্নেহের মাওলানা তানভীর মুশাররফ (সাল্লামাহুল্লাহ) রচিত 'কুরআন ও হাদিসের আলোকে তাবলিগ জামাত, পথ ও পদ্ধতি' বইটি দেখেছি। অত্যন্ত সুন্দর উপস্থাপনায় তিনি কুরআন-হাদিসের আলোকে তাবলিগের গুরুত্ব, ফজিলত এবং পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে কতিপয় মুবাল্লিগদের মাঝে বিদ্যমান ভ্রান্তি, সীমাতিরিক্ততা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন, যা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল বলে আমি মনে করি।

আল্লাহ তায়ালা লেখকের এই শ্রম কবুল করুন ও তাকে আমৃত্যু দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। আল্লাহ তায়ালার দরবারে এই আমার একান্ত কামনা। আমিন।

بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم

মুবারকুল্লাহ

মুবারকুল্লাহ
খাদেম, জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া
বি-বাড়িয়া, বাংলাদেশ।
২৩/৩/২০১৮

# ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি উভয় জাহানের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, আর তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তার অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে আশরাফুল মাখলুকাত, তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব হিসাবে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। আর তাদের জীবন-পরিচালনার জন্য ইসলামকে একমাত্র দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। এর যাবতীয় বিধি-বিধান ওহি-মারফত জানিয়ে দিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়ন করতে যুগে যুগে নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। আর নবী-রাসুলগণের প্রত্যেকেই দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় বিধানকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ

এমন কোনো জিনিস নেই, যা আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন আর আমি তোমাদের আদেশ করিনি। আর এমন কোনো জিনিসও নেই, যা আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেছেন, অথচ আমি তোমাদের নিষেধ করিনি।[২]

আল্লাহ পাক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নবুওয়তের দরজা বন্ধ করেছেন এবং দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব এই উম্মতকে প্রদান করেছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

---

১. সুরা হামিম সাজদাহ, আয়াত : ৩৩।

২. সুনানুল কুবরা বায়হাকি, ৭/৭৬।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ .

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।[১]

এই আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে সর্বোত্তম উম্মত বলা হয়েছে এবং সাথে সাথে তার কারণও বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো 'সৎকাজের দিকে আহ্বান ও অসৎকাজের প্রত্যাখ্যান করা। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

তোমরা আমার কথা পৌঁছিয়ে দাও, যদি তা এক আয়াতও হয়।[২]

এ সমস্ত আয়াত ও হাদিসে বর্ণিত দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েই প্রতিটি যুগের উলামায়ে কেরাম স্বীয় দায়িত্ব পালনে সজাগ ছিলেন। তারা এ দায়িত্বের যথাযথ আঞ্জাম দিয়েছেন কখনো মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, কখনো ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে, কখনো লেখনী-বক্তৃতার মাধ্যমে, কখনো হাদিস সংকলন ও প্রচারের মাধ্যমে, কখনো খানকাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দীনের প্রচার-প্রসারে এ সব পন্থাই কুরআন-হাদিস সমর্থিত।

দীন প্রচারের ক্ষেত্রে 'দাওয়াত ও তাবলিগ' নামক পদ্ধতিটি এ ধারারই একটি কাজ। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার-প্রসারে এ কাজের অবদান এখন সর্বস্বীকৃত। দারুল উলুম দেওবন্দের সন্তান, মাওলানা ইলিয়াস রহ. এ মেহনতের প্রবর্তক। রাতদিন মেহনত করে এই কাজকে জনসাধারণ পর্যন্ত তিনি পৌঁছে দিয়েছেন। যার ফলে মানুষ দীন বুঝতে শুরু করে, আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে এবং উলামায়ে কেরামের সংস্পর্শে আসতে থাকে। মানুষের ভেতর থেকে দূর হতে থাকে অজ্ঞতা ও মূর্খতা। ডাকাতি ছেড়ে আল্লাহকে পাওয়ার পথে ছুটে ডাকাত, চুরি ছেড়ে হালাল রিজিক অন্বেষণ করে চোর। বিশ্বব্যাপী এক দীনী জাগরণ শুরু হয়। কিন্তু সম্প্রতি তাবলিগ নিয়ে অনেক ফিতনা শুরু হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উলামায়ে কেরাম ও তালিবে ইলমদের এই তাবলিগ জামাতে সময় দেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদিও

---

১. সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১১০।

২. সহিহ বুখারি, ৪/২০৭।

উলামায়ে কেরাম ইসলামের দাওয়াতের কাজ সর্বদা করেই যাচ্ছেন। তবুও এই পদ্ধতির লাগাম উলামায়ে কেরামের হাতেই থাকা উচিত। সাধারণ লোকজন এসে নিজের ইসলাহের জন্য এই কাজে সময় দিচ্ছেন ঠিকই, তবে নিজেদের অজান্তে তারা এর তাহরিফ (পরিবর্তন) করে বসছেন। এমনকি অনেকে তো উলামাবিদ্বেষীও হয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে ইসলামের শত্রুরা এর সুযোগ লুফে নিচ্ছে। তাই আমাদের এখন সজাগ হতে হবে। কিছু সময়ের জন্য মাদরাসার গণ্ডি থেকে বের হয়ে তাবলিগের এই বরকতময় কাজকে এগিয়ে নিতে হবে।

এই বইটি ২০০৮ সালে আমার প্রথম চিল্লার আমির মাওলানা ফজলুল করিম (আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ. এর জামাতা) সাহেবের কাছ থেকে শেখা দাওয়াত ও তাবলিগের উসুল সম্পর্কিত একটি নোট মাত্র। দশ বছর আগের সবকিছু ঠিকঠাক মনে আছে বলে দাবি করতে পারছি না। তাই অন্যান্য বইয়ের সহায়তা নিয়েছি।

বইটিতে দাওয়াত ও তাবলিগের প্রচলিত পদ্ধতির সব দিক নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি এর গঠনমূলক সমালোচনা করার চেষ্টা করেছি। যাতে যে কেউ এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে দীনের খেদমতের জন্য কবুল করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাদের আদর্শের উপর সর্বদা দৃঢ় রাখুন! এবং তাদের সঙ্গে আমাদের হাশর করুন। আমিন।

## কৃতজ্ঞতা স্বীকার

হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

> যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহরও শুকরিয়া আদায় করে না।[১]

এখানে তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাচ্ছি, যারা এই বইটির রচনা থেকে প্রকাশনা পর্যন্ত বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। বিশেষভাবে যাদের নাম উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন, মুফতি নোমান মারুফ, মুফতি নুরুদ্দীন কাসিমী, মাওলানা আবদুল্লাহ আদিল কাসিমী, মাওলানা

---

১. আবু দাউদ, ৫/১০২; তিরমিজি, ৩/৫০৫।

রিদওয়ানুল হক কাসিমী, মাওলানা শাকের ইহতেশাম কাসিমী, মাওলানা আবদুল্লাহ ফারুক কাসিমী ও সিরাজুস সালেকীন।

শত ব্যস্ততা থাকার পরও দীর্ঘদিন ধরে এই বইয়ের নীরিক্ষণ ও শরয়ি সম্পাদনা করেছেন উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দের সাবেক উস্তাদ, জামিয়াতুশ শায়েখ হুসাইন আহমদ মাদানী, খানকাহ, দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস মাওলানা মুজাম্মিল আলী দা.বা.।

দারুল উলুম দেওবন্দসহ দেশের বিভিন্ন মাদরাসার যেসব উলামায়ে কেরাম বইটি দেখে তাদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে এর মান বৃদ্ধি করেছেন, যারা আমাকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন, আল্লাহ সবাইকে বরকতময় নেক হায়াত দান করুন ও আরও উত্তম প্রতিদান দিন।

**তানভীর মুশাররফ**

রুওয়াকে খালিদ, দারুল উলুম দেওবন্দ,
ভারত

২৫-১২-২০১৭ ঈসায়ী

# সূচিপত্র


কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে তাবলিগ ..... ২৯
কুরআনে দাওয়াত ইলাল্লাহ ..... ৩৩
আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতের শর্ত ..... ৩৭
**নতুন ছয় নাম্বার** ..... ৪২
ভূমিকা ..... ৪২
**ঈমান** ..... ৪২
ঈমানের উদ্দেশ্য ..... ৪২
ঈমানের ফজিলত ..... ৪২
হাসিল করার তরিকা ..... ৪৩
দাওয়াত ..... ৪৩
মশক ..... ৪৩
দোয়া ..... ৪৩
**নামাজ** ..... ৪৩
উদ্দেশ্য ..... ৪৩
ফজিলত ..... ৪৩
হাসিল করার তরিকা ..... ৪৪
দাওয়াত ..... ৪৪
মশক ..... ৪৪
দোয়া ..... ৪৫
**ইলম ও জিকির** ..... ৪৫
উদ্দেশ্য ..... ৪৫
ফজিলত ..... ৪৫
হাসিল করার তরিকা ..... ৪৫
দাওয়াত ..... ৪৫
মশক ..... ৪৫
দোয়া ..... ৪৬
**জিকির** ..... ৪৬
উদ্দেশ্য ..... ৪৬
ফাজায়েল ..... ৪৬

হাসিল করার তরিকা ৪৬
দাওয়াত ৪৬
মশক ৪৬
দোয়া ৪৭
**একরাম** ৪৭
উদ্দেশ্য ৪৭
ফজিলত ৪৭
হাসিল করার তরিকা ৪৭
দাওয়াত ৪৭
মশক ৪৭
দোয়া ৪৮
**ইখলাস (সহিহ নিয়ত)** ৪৮
উদ্দেশ্য ৪৮
ফজিলত ৪৮
হাসিল করার তরিকা ৪৮
দাওয়াত ৪৮
মশক ৪৮
দোয়া ৪৮
**দাওয়াত ও তাবলিগ** ৪৯
উদ্দেশ্য ৪৯
ফজিলত ৪৯
হাসিল করার তরিকা ৪৯
দাওয়াত ৪৯
মশক ৪৯
দোয়া ৪৯
**ছয় নম্বর (পুরাতন)** ৫০
কালেমা ৫০
কালেমার উদ্দেশ্য ৫০
নামাজ ৫০
ইলম ৫১
জিকির ৫২
একরামুল মুসলিমিন ৫২
তাসহিহে নিয়ত ৫২

দাওয়াত ও তাবলিগ ৫৩
৪৯ কোটি সুবহানাল্লাহ ৫৪
**চল্লিশ হাদিস** ৫৬
ঈমান ৫৬
নামাজ ৫৮
ইলম ও জিকির ৬০
জিকির ৬২
একরামুল মুসলিমিন ৬৩
ইখলাস ৬৫
দাওয়াত ৬৭
**তিন দিনের জামাত** ৬৯
কিছু বিভ্রান্তিকর কথার প্রতি সতর্কতা ৭০
উলামা-তলাবাদের প্রতি অনুযোগ ৭২
প্রচলিত তাবলিগ, কিছু আপত্তি ও নিরসন ৭২
**ইজতেমায়ি ও ইনফিরাদি মোট ১৬টি আমল** ৭৪
ইনফিরাদি আমল ৮টি ৭৪
ইজতেমায়ি আমল ৮টি ৭৪
ইজতেমায়ি কাজের গুরুত্ব ৭৪
**সফর (মনজিল)** ৭৬
চলার সুন্নাত ও আদব ৭৬
আরও কিছু আদব ৭৬
মনজিল কী? ৭৮
মনজিলের উদ্দেশ্য ৭৮
আলোচ্য বিষয় ৭৮
উদাহরণ ৭৯
**মাশওয়ারা বা পরামর্শ** ৮০
মাশওয়ারা কী? ৮১
মাশওয়ারার হুকুম ৮১
মাশওয়ারার উদ্দেশ্য ৮১
মাশওয়ারার বিষয়বস্তু ৮১
মাশওয়ারার লাভ ৮১
মাশওয়ারার আদব ৮২
**আমির বানানোর শর্ত** ৮৩

আমিরের আনুগত্য ৮৩
**কিতাবি তালিম** ৮৪
তালিম কী? ৮৪
তালিমের বিষয়বস্তু ৮৪
তালিমের লাভ ৮৪
তালিমের প্রকার ৮৫
তালিমের আদব ৮৬
তালিমে বসার আদব ৮৬
তালিম শোনার আদব ৮৬
সারা বছরে মোট ১০ টি কিতাবের তালিম করা হয় ৮৬
**পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজ** ৮৭
নামাজের ফরজ ৮৭
নামাজের বাহিরে ৭ ফরজ ৮৭
নামাজের ভিতরে ৬ ফরজ ৮৭
নামাজের ওয়াজিব ১৪টি ৮৭
নামাজের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ১২টি ৮৮
নামাজ ভঙ্গের কারণ ১৯টি ৮৮
**তাশাহহুদ** ৮৯
**দরুদ শরিফ** ৮৯
সালামের আগে দোয়ায়ে মাসুরা ৮৯
মহিলাদের নামাজের পার্থক্য ৯০
**ছবিতে মহিলাদের নামাজ** ৯১
ইশরাক ও তার ফজিলত ৯৫
ইশরাক নামাজের ফজিলত ৯৫
ইশরাকের নামাজ পড়ার নিয়মাবলি ৯৫
চাশতের নামাজ ও তার ফজিলত ৯৬
আওয়াবিনের নামাজ ও তার ফজিলত ৯৬
তাহাজ্জুদের সময় ও তার ফজিলত ৯৬
তাহাজ্জুদের ফজিলত ৯৭
যাওয়ালের নামাজ ৯৭
সালাতুস তাসবিহ নামাজের গুরুত্ব ও পড়ার নিয়মাবলি ৯৮
সালাতুত তাসবিহ পড়ার পদ্ধতি ৯৯
সালাতুত তাসবিহ নামাজে যে তাসবিহ পড়তে হবে ৯৯

বিস্তারিত নিয়ম ৯৯
ইস্তেখারার নামাজ ১০০
**পানাহার** ১০২
খাবারের সুন্নাত ১০২
আরও কিছু আদব ১০৪
পানি পান করার ৬টি সুন্নাত ১০৫
খাবার সামনে আসলে এই দোয়া পড়া ১০৫
খাবার শুরুর দোয়া ১০৫
দোয়া ভুলে গেলে এই দোয়া পড়া ১০৬
দাওয়াত খাওয়ার দোয়া ১০৬
**ঘুম** ১০৬
ঘুমানোর সুন্নাত ১০৬
ঘুমানোর আগে গুরুত্বপূর্ণ ৭টি সুন্নাতি আমল ১০৭
শয়তানের গিঁট বাঁধা ১১১
**উমুমি গাশত** ১১২
গাশতের অর্থ ১১২
গাশতের উদ্দেশ্য ১১২
গাশতের প্রকার ১১২
উমুমি গাশত ১১২
খুসুসি গাশত ১১২
তালিমি গাশত ১১২
তাশকিলি গাশত ১১২
উসুলি গাশত ১১৩
**এলানের প্রকারভেদ** ১১৩
আসর বাদ এলান ১১৩
মাগরিব বাদ এলান ১১৩
তারুফি এলান ১১৩
**গাশতের আদব** ১১৩
গাশতের আদব উদাহরণ: ১ ১১৩
আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ১১৩
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১১৪
দীনের গুরুত্ব ১১৪
নবী রাসুল পাঠানোর উদ্দেশ্য ১১৪

নবী-রাসুলের দাওয়াত ১১৪
নবী-রাসুলের অনুপস্থিতে মানুষের অবস্থা ১১৪
নবী-রাসুলগণ ও আমাদের প্রিয় নবীর মুজাহাদা ১১৪
৫০০ বছর দাওয়াত না থাকায় মানুষের দুর্দশা ১১৫
উম্মতকে এই দাওয়াতের দায়িত্ব প্রদান ১১৫
দাওয়াতের ফজিলত ১১৫
**তাশকিল** ১১৫
গাশতের আদব উদাহরণ: ২ ১১৬
গাশতের আদব উদাহরণ: ৩ (সংক্ষেপ) ১১৭
ফজিলত ১১৮
রাহবার ভাইয়ের দায়িত্ব ১১৯
মুতাকাল্লিমের দায়িত্ব ১২০
মামুর ভাইদের দায়িত্ব ১২০
জিম্মাদার ভাইয়ের দায়িত্ব ১২০
**উমুমি গাশতের দাওয়াত** ১২১
দাওয়াত-১ ১২১
দাওয়াত-২ ১২২
দাওয়াত-৩ ১২৩
দাওয়াত-৪ ১২৪
দাওয়াত-৫ ১২৪
দাওয়াত-৬ ১২৫
**খুসুসি গাশতের দাওয়াত** ১২৫
দীনের বড়কে দাওয়াত (উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ) ১২৬
দাওয়াতের উদাহরণ ১২৬
কাজের বড়কে দাওয়াত (পুরাতন সাথিকে দাওয়াত) ১২৬
দুনিয়ার বড়কে দাওয়াত (মেম্বার/চেয়ারম্যানকে দাওয়াত) ১২৬
**তালিমি গাশতের দাওয়াত** ১২৭
ঈমান-একিনের কথা ১২৭
উদাহরণ-১ ১২৭
উদাহরণ-২ ১২৮
তারুফি কথা ১৩০
**ঈমানে মুফাসসালের ব্যাখ্যা** ১৩২
ব্যাখ্যা ১৩২

হাউজে কাউছারঃ ১৩৮
জাহান্নামঃ ১৩৯
জান্নাতঃ ১৩৯
জান্নাত ১৪২
জান্নাতে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না ১৪৩
জান্নাতিদের মৃত্যু হবে না, অসুস্থও হবে না ১৪৪
জান্নাতিদের চেহারা হবে ধবধবে সাদা এবং লম্বা হবে ৬০ হাত ১৪৪
জান্নাতিদের দৈহিক গঠন ১৪৫
জান্নাতের নেয়ামত ১৪৫
জান্নাতে থাকবে প্রবহমান নদ-নদী ১৪৭
জান্নাতের বৃক্ষ ও বিহঙ্গকুল ১৪৭
জান্নাতের পাখি ১৪৮
জান্নাতিদের প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না ১৪৮
জান্নাতিদের পোশাক-পরিচ্ছদ ১৪৯
জান্নাতিদের আল্লাহ পূত-পবিত্র স্ত্রী ও হুরদের সাথে বিয়ে দেবেন ১৪৯
জান্নাতি হুরেরা হবে কুমারী ১৫০
হুররা দেখতে যেমন হবে ১৫০
হুরদের মন মাতানো সঙ্গীত ১৫১
জাহান্নাম ১৫২
জাহান্নামের শ্রেণীবিন্যাস ১৫৩
জাহান্নামের ইন্ধন ১৫৫
জাহান্নাম কেমন ভয়ঙ্কর হবে? ১৫৬
জাহান্নামের চাহিদা ১৫৬
জাহান্নামিদের ভয়াবহ আজাব ১৫৭
জাহান্নামিদের থাকবে অন্তহীন আফসোস ১৫৮
জাহান্নামীদের অধিকাংশই নারী ১৫৯
শয়তান নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করবে ১৫৯
**মুজাকারা/মাগরিব বাদ বয়ান** ১৬১
**মাগরিব বাদ বয়ান** ১৬১
মাগরিব বাদ বয়ান নিয়ে কিছু কথা ১৬২
আয়নায়ে হুরের বয়ান ১৬৫
**হেদায়েতি কথা** ১৬৮
নুরানি আমল ১৬৮

দুই শত্রু ১৬৯
এসব শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার উপায় ১৬৯
আসল কাজ হলো চারটি ১৭১
**ফজর বাদ বয়ান** ১৭৫
**মুজাকারা** ১৭৭
মুজাকারা কী? ১৭৭
ইনশাআল্লাহ এর ব্যবহার ১৭৭
আলহামদুলিল্লাহ ১৭৭
মাশাআল্লাহ ১৭৭
যখন যা বলব ১৭৮
মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত ৫টি ১৭৯
মসজিদ হতে বের হবার সুন্নাত ৫টি ১৭৯
**ইস্তেঞ্জার আদব ও সুন্নাত** ১৭৯
যে স্থানে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ ১৮১
যে জিনিস নিয়ে ইস্তেঞ্জায় যাওয়া নিষেধ ১৮২
যে জিনিস দিয়ে ঢিলা কুলুখ করা নিষেধ ১৮২
ইস্তেঞ্জায় ৮ কাজ করা সুন্নাত ১৮২
**তাহারাত/পবিত্রতা** ১৮৩
ওজুর ফরজ ১৮৩
ওজুর সুন্নাত ১৮৩
ওজু ভঙ্গের কারণ ১৮৩
তায়াম্মুমের ফরজ ১৮৪
গোসলের ফরজ ১৮৪
গোসল ফরজ হওয়ার কারণ ১৮৪
গোসলের সুন্নাত ১৮৪
গোসলের মুস্তাহাব ১৮৪
ফরজ গোসলের মাসনুন পদ্ধতি ১৮৫
মোজার ওপর মাসেহ করার নিয়ম ১৮৫
ওজু থাকা অবস্থায় যদি মোজা খুলে যায় তার হুকুম ১৮৫
মসজিদওয়ারি ৫ কাজ ১৮৫
**জরুরি বারো কাজ** ১৮৬
খেদমত ৪ প্রকার ১৮৬
পুরুষের দায়েমি ফরজ ৩টি ১৮৬

মহিলাদের দায়েমি ফরজ ৫টি ..... ১৮৬
পুরুষের দায়েমি সুন্নাত ..... ১৮৬
মেয়েদের দায়েমি সুন্নাত ..... ১৮৭
চার কাজ করলে তাবলিগের কাজ যথার্থভাবে করতে পারবে ..... ১৮৭
সবার জন্য ৪ কাজ ..... ১৮৭
সাথিদের ৪ কাজ ..... ১৮৭
জিম্মাদারের ৪ কাজ ..... ১৮৮
দায়ির সিফাত ১১টি ..... ১৮৮
দায়ির গুণাবলি ৯টি ..... ১৮৮
সাথিদের ২টি সিফাত থাকা উচিত ..... ১৮৯
**আখলাক ও ইখলাস** ..... ১৮৯
প্রতি সাথির অঙ্গীকার হওয়া উচিত ..... ১৮৯
রিয়া থেকে বাঁচার ৩টি আমল ..... ১৮৯
চারটি পাপ থেকে বাঁচা দরকার ..... ১৮৯
তিনটি ব্যাধি মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক ..... ১৮৯
দোয়া কবুলের শর্ত ৫টি ..... ১৯০
পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় ..... ১৯০
আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন ৩টি জিনিস ..... ১৯০
মৃত্যুর পর ৩টি আমল চালু থাকে ..... ১৯০
দুই প্রকারের চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না ..... ১৯০
দুই প্রকারের ফোঁটা আল্লাহ তায়ালার কাছে মূল্যবান ..... ১৯০
চারটি বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণ আমল করতে হবে ..... ১৯০
আল্লাহ তায়ালার কাছে কান্নাকাটি করে রাতের দোয়ায় যা চাইতে হয় ..... ১৯১
কুরআন তেলাওয়াতের ফায়দা ..... ১৯১
নামাজ কোথায় পড়লে কত সওয়াব? ..... ১৯১
চার জায়গায় চার জিনিসের হেফাজত করা ..... ১৯১
তাবলিগি ভাইদের ১২ কাজ ..... ১৯১
মানুষের হক ১০টি ..... ১৯২
অন্তরের রোগ ১০ টি ..... ১৯২
হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালা ৪ ধরনের লোককে নুরের মিম্বারে বসাবেন ..... ১৯২
জিকিরের জন্য ৪টি বিষয় দরকার ..... ১৯৩
নামাজের জন্য ৫টি বিষয় দরকার ..... ১৯৩
পাঁচ অন্ধকার ও পাঁচ আলো ..... ১৯৩

পাঁচটি জিনিসের সমন্বয়ে দীন অর্জন হয়----১৯৩
নিজের কলবকে পরিষ্কার করতে হলে ১০টি অভ্যাস দূর করতে হবে----১৯৩
আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য পেতে ৯টি অভ্যাস প্রয়োজন----১৯৪
কলবে যা হয়----১৯৪
মূর্তিপূজা না করলেও শয়তান খুশি হয়, যদি মানুষ ৩টি কাজ করে----১৯৪
৩টি ব্যাধি মানুষকে বিনাশ করে দেয়----১৯৫
এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ৬টি হক----১৯৫
পাঁচ জিনিসের কদর----১৯৫
মুনাফিকের ৪টি স্বভাব----১৯৫
জোড় মিল মহব্বতের জন্য ৫টি ফিকির----১৯৫
আলেমদের নিকট যাওয়া----১৯৫
সাহাবিদের সাহায্য ছিল দুই ধরনের----১৯৬
মানুষের ৪টি দুশমন----১৯৬
মুসলমানের সিফাত ৫টি----১৯৬
কীসে কী সৃষ্টি হবে?----১৯৬
৫টি কাজ করা যাবে না----১৯৭
নিজের ইসলাহের জন্য ৮টি জিনিসের ওপর মেহনত করতে হবে----১৯৭
দাওয়াতের কাজ করলে ৫টি উপকার হবে----১৯৭
**মাসনুন দোয়া**----১৯৭
আয়াতুল কুরসি ও তার ফাজায়েল----১৯৭
আয়াতুল কুরসি :----১৯৮
আজান শুনে পাঠ করার দোয়া----১৯৮
ফজিলত----১৯৮
পায়খানায় প্রবেশকালীন দোয়া----১৯৮
পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দোয়া----১৯৯
ওজুর শুরুতে দোয়া----১৯৯
ওজুর শেষে পাঠ করার দোয়া----১৯৯
ফজিলত----১৯৯
বাড়িতে প্রবেশের দোয়া----২০০
বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া----২০০
ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার আদব----২০০
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া----২০১
মসজিদে প্রবেশের আদব----২০১

বাজারে প্রবেশের দোয়া :----২০১
ফজিলত ----২০১
বাজারের আদব ----২০২
নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া ----২০২
স্থলপথে বাহনে আরোহণকালে পাঠ করার দোয়া ----২০২
জলপথে বাহনে আরোহণকালে দোয়া ----২০২
দোয়া ইউনুস এবং এর ফজিলত ----২০৩
মজলিস শেষে পাঠ করার দোয়া ----২০৩
দীনের ওপর অবিচল থাকার দোয়া ----২০৩
তওবা ও ইস্তিগফারের দোয়া ----২০৪
**ইসমে আজম** ----২০৪
হিদায়াত কামনা করে দোয়া ----২০৫

# কুরআন-হাদিসের দৃষ্টিতে তাবলিগ

মুসলিম উম্মাহর নিকট তাবলিগ একটি পরিচিত শব্দ। যার অর্থ প্রচার-প্রসার। কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার যে গুরুদায়িত্ব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মুসলিম উম্মাহর ওপর অর্পিত হয়েছে, সেটাকেই তাবলিগ বলে। মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানো ও প্রচার-প্রসারের মহান দায়িত্ব নিয়েই পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। যেমন আগমন করেছিলেন পূর্ববর্তী অগণিত নবী ও রাসুল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাবলিগের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে রাসুল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন, তাহলে আপনি আল্লাহ তায়ালার বার্তা প্রচার করলেন না।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবেন না। তাই বিদায় হজের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন,

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

উপস্থিত লোকেরা যেন দীনের এ দাওয়াত অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়।[২]

এই ঘোষণার মাধ্যমে সমস্ত উম্মাতে মুহাম্মদী তাবলিগ, তথা দীন প্রচারের ব্যাপারে দায়িত্বশীল হয়ে যায়। যে দীন সম্পর্কে যতটুকু জানে, তাই অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বশীল করে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও (মানুষের কাছে) পৌঁছে দাও।'[৩]

১. সুরা মায়েদা, আয়াত : ৬৭।

২. সহিহ বুখারি, ২/২১৬।

৩. তাহাবী শরিফ, হাদিস : ৫৫৭০; বুখারি, হাদিস : ৩২৭৪; ইবনে হিব্বান, হাদিস :

সাহাবায়ে কেরাম যথাযথভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। পরবর্তীতে সর্বযুগে উলামায়ে কেরামই হাদিসের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করেছেন। উল্লিখিত আয়াত-হাদিস ছাড়াও অসংখ্য আয়াত ও হাদিসে তাবলিগ তথা দীন প্রচার-প্রসারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও সদুপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করো এবং সুন্দরতম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করো।[১]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।[২]

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

৬২৫৬; সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২৬৬৯।

১. সুরা নাহল, আয়াত : ১২৫।

২. সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১০৪।

৩. সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১১০।

আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১]

সুরা তাওবার ১১২ নং আয়াত, সুরা হজের ৪১ নং আয়াত, সুরা লোকমানের ১৭ নং আয়াতসহ অন্যান্য স্থানেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত মুমিন বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। এ দায়িত্ব পালনকারী মুমিনকেই সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তারচেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

দীন হলো নসিহত। আল্লাহ তায়ালার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য, মুসলিমগণের নেতৃবর্গের জন্য এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নসিহতের জন্য সাহাবিগণের নিকট থেকে বাইয়াত তথা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন হাদিসে জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. মুগিরা ইবনে শুবা রাযি. প্রমুখ সাহাবি বলেন:

بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى إِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইয়াত বা প্রতিজ্ঞা করেছি– সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান ও প্রত্যেক মুসলিমের নসিহত (কল্যাণ কামনা) করার উপর।[৪]

---

১. সুরা তাওবা, আয়াত : ৭১।

২. সুরা হামিম সাজদাহ, আয়াত : ৩৩।

৩. সহিহ মুসলিম।

৪. সহিহ বুখারি, ১/৪১।

এ অর্থে তিনি সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করতেন। উবাদাহ ইবনে সামিত ও অন্যান্য সাহাবি রাযি. বলেন,

إِنَّا بَايَعْنَاهُ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ. وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ فِي اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلاَ نَخَافَ لَوْمَةَ لاَئِمٍ فِيهِ .

আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি আনুগত্যের এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধের ওপর। আর এ কথার ওপর যে, আমরা মহিমাময় আল্লাহ তায়ালার জন্য কথা বলব এবং সে বিষয়ে কোনো নিন্দুকের নিন্দা বা গালিগালাজের তোয়াক্কা করব না।[১]

এ সমস্ত আয়াত ও হাদিসের দ্বারা তাবলিগ প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে তাবলিগের গুরুত্ব বোঝার তাওফিক দিন।

---

১. মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩২৫।

# কুরআনে দাওয়াত ইলাল্লাহ

দাওয়াত একটি আরবি শব্দ। যার অর্থ ডাকা, আহ্বান করা। ইসলামের দাওয়াতের সারকথা হচ্ছে, মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তির দিকে আহ্বান করা। ইসলামের আবির্ভাব শুধু ব্যক্তি-কল্যাণের জন্য নয়; সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য ইসলাম। আর ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সৌভাগ্য দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল: সালাহ ও ইসলাহ। অর্থাৎ নিজে সংশোধন হওয়া ও অন্যকে সংশোধন করা। দাওয়াতের কাজ ছাড়া যা মোটেও সম্ভব নয়। দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব ও ফজিলত এত অধিক, যা কারও পক্ষে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াত যার উজ্জ্বল সাক্ষী। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

তার অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

মহাকালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।[২]

অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন :

ক. আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাদের হিদায়াত ও প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক কিংবা আখেরাত সম্পর্কিত।

---

১. সুরা হামিম সাজদাহ, আয়াত : ৩৩।

২. সুরা আসর।

খ. সেই ঈমান ও বিশ্বাসের প্রভাব কেবল মন-মানস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা; বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা প্রকাশ করা এবং বাস্তব জীবনেও আন্তরিকভাবে তার প্রতিফলন ঘটানো।

গ. কেবল নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার ও কল্যাণ নিয়েই তুষ্ট না থাকা; বরং দেশ ও জাতির সামষ্টিক স্বার্থকে সামনে রাখা। দুজন মুসলিম একত্র হলে নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা একে অপরকে সত্য দীন মেনে চলার এবং প্রতিটি কাজে সত্য ও সততা অবলম্বনের তাকিদ করা।

ঘ. প্রত্যেকে একে অপরকে এই নসিহত করা যে, সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে যত বাধা-বিপত্তি, যত অসুবিধা ও বিপদাপদ আসবে, এমনকি যদি মন-মানসবিরোধী কাজও সহ্য করতে হয়, তবুও ধৈর্যের সাথে তা সহ্য করতে হবে। পুণ্য ও কল্যাণের পথ থেকে পা যেন কখনো পিছলে না যায়। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে এবং নিজে এ সকল গুণে গুণাবলী হয়ে অন্যদের এ গুণসমূহ অর্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে, কালের পাতায় সে অমর হয়ে থাকবে। আর এ ধরনের ব্যক্তি যে নিদর্শন রেখে ইহকাল ত্যাগ করবে, তা বাকিয়াতুস সালিহাত তথা অবশিষ্ট নেককর্ম হিসেবে সর্বদা তার নেকির খাতায় সংযোজিত হতে থাকবে। বস্তুত এই ছোট সুরাটি সমস্ত দীন ও হিকমতের সার-সংক্ষেপ। ইমাম শাফেয়ি রহ. যথার্থই বলেছেন, কুরআন মাজিদে কেবল যদি এই সুরাটিই নাজিল করা হতো, তাহলে (প্রজ্ঞাবান) বান্দাদের হেদায়েতের জন্য এটিই যথেষ্ট ছিল। পূর্বকালের মনীষীদের মধ্যে দুজন একত্র হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তারা একে অপরকে সুরাটি পাঠ করে শোনাতেন।[১]

আল্লাহ তায়ালা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ হতে নিষেধ প্রদানের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকতেই হবে, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। আর তারাই সফলকাম।[২]

---

১. তাফসিরে উসমানি, ৪/৭৪৫।

২. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১০৪।

সুরা যারিয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

আর তুমি উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মুমিনের উপকারে আসে।[১]

অর্থাৎ যেহেতু দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব আপনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন, এবার আপনার দুঃখিত ও অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সত্য প্রত্যাখ্যানের দোষ অবিশ্বাসীদের ওপরই বর্তাবে। তবে বোঝানো আপনার দায়িত্ব। তাই দাওয়াত ও তাবলিগের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখুন। যার ভাগ্যে ঈমান আছে, আপনার উপদেশে সে উপকৃত হবে, ঈমান আনবে। আর যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছে, তারা আরও বর্ধিতহারে উপকৃত হবে। আর অস্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রমাণ পূর্ণ হবে।[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

হে বস্ত্রাবৃত! উঠো, সতর্কবাণী প্রচার করো এবং তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করো।[৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য এত ভাবতেন এবং উদ্বিগ্ন থাকতেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا .

তারা যদি এ বিষয়ে বিশ্বাস না করে, তবে তাদের পেছনে অনুতাপ করতে করতে হয়তো তুমি প্রাণপাত করবে।[৪]

অর্থাৎ এই কাফিররা যদি কুরআনের কথা না মানে, আপনি তাদের দুঃখে মোটেও হতাশ হবেন না। আপনি দাওয়াত ও তাবলিগের দায়িত্ব আদায় করেছেন ও করে যাচ্ছেন, কেউ গ্রহণ না করলে মর্মাহত ও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই ভেবে অনুতাপ করাও সমীচীন নয় যে, আমি এমন মেহনত কেন করলাম যা সফল হলো না? আপনি সর্বাবস্থায় সফল। দাওয়াত

---

১. সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৫।

২. তাফসিরে উসমানি, ৪/৩২১।

৩. সুরা মুদ্দাসসির, আয়াত : ১-৩।

৪. সুরা কাহফ, আয়াত : ৬।

ও তাবলিগ এবং মানবতার প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার যে কাজ আপনি করছেন, তা আপনার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। হতভাগার দল আপনার আহ্বান গ্রহণ না করলে ক্ষতি তাদেরই।[১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হওয়ার কারণে আমাদের ওপরও দাওয়াতের কাজ আবশ্যক। যেমন: সুরা ইউসুফে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

বলো, এই আমার পথ। আমি জেনে-বুঝে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিই এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ পবিত্র মহান এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[২]

অর্থাৎ এই খাঁটি তাওহিদের পথই আমার পথ। আমি বিশ্ব মানবতাকে আহ্বান করি, সমস্ত ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ছেড়ে এক আল্লাহ তায়ালার অভিমুখী হও এবং তাঁর তাওহিদ, তাঁর গুণাবলি ও বিধি-বিধানের বিশুদ্ধ জ্ঞান বিশুদ্ধ-পন্থায় অর্জন করো। আমি ও আমার সঙ্গীগণ অকাট্য দলিল-প্রমাণ এবং বিশুদ্ধ উপলব্ধি ও ব্যুৎপত্তির আলোকে এই সত্য সরল পথে প্রতিষ্ঠিত আছি। আল্লাহ তায়ালা আমাকে এক আলো দান করেছেন, যার ফলে সব সঙ্গীর হৃদয়-মস্তিস্ক সমুজ্জ্বল হয়ে গেছে। কারও অন্ধ অনুকরণ নয়, বিশুদ্ধ তাওহিদের পথচারী প্রতিটি কদমে তার মন-মানসে আল্লাহ তায়ালার মারেফত ও অন্তর্দৃষ্টির বিশেষ জ্যোতি ও পরম দাসত্বের স্বাদ উপলব্ধি করে অবচেতন মনে বলে ওঠে- আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[৩]

আল্লাহ তায়ালা আমাদের দাওয়াত ইলাল্লাহর গুরুত্ব বোঝা এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

---

১. তাফসিরে উসমানি, ২/৭০১।
২. সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮।
৩. তাফসিরে উসমানি, ২/৪৫৯।

# আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতের শর্ত

মানুষ তার সার্বিক জীবনে ইসলামের বিধান পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখানো পদ্ধতির অনুসরণ করবে। তিনি যে পদ্ধতিতে মানুষকে দাওয়াত দিয়েছেন, মানুষ ঠিক সে পদ্ধতিতে দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করবে। আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াতের কিছু নিয়ম আছে, যে নিয়মানুযায়ী দায়ি মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াত দিবে। নিম্নে দাওয়াতের শর্তসমূহ আলোচনা করা হল-

১. ইখলাস তথা বিশুদ্ধ নিয়তে দাওয়াত দেওয়া : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا ، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

নিশ্চয়ই প্রত্যেক কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভ বা কোনো মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সেদিকেই গণ্য হবে যেজন্য সে হিজরত করেছে।[১]

অতএব একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াত দিতে হবে। পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে দাওয়াত দিলে সেই দাওয়াতে সফলতা পাওয়া যাবে না এবং পরকালে তার জন্য নেকির কোনো অংশ থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

যে ব্যক্তি পরকালীন ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি উদ্দিষ্ট ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে এরই কিছু অংশ দিই, পরকালে তার জন্য কিছুই থাকবে না।[২]

---

১. সহিহ বুখারি, ১/২।

২. সুরা শুরা, আয়াত : ২০।

২. ইলম তথা জ্ঞানের সাথে দাওয়াত দেওয়া: আল্লাহ তায়ালার পথে মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। যেমন,

ক. যে বিষয়ে দাওয়াত দিবে সে সম্পর্কে ইসলামি শরিয়তের বিধান জানতে হবে। কেননা এ বিষয়ের জ্ঞান না থাকলে সে হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল, ওয়াজিবকে সুন্নাত ও সুন্নাতকে ওয়াজিব মনে করবে এবং সেদিকেই মানুষকে আহ্বান করবে। ফলে সে নিজে পথভ্রষ্ট হবে ও অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। অনেক সময় দেখা যায়, ইস্তেঞ্জার সুন্নাতের নামে এমন কথা বলা হয়, যা আদৌ সুন্নাত নয়। তাই ইলম অর্জনের পর দাওয়াত দিতে হবে।

খ. যাদেরকে দাওয়াত দিবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন: তাদের দীন, আকিদা, আমল ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দাওয়াতি কার্যক্রম চালাতে হবে তাদের সার্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। যেমন, খুসুসি গাশতের রাহবার যার কাছে যাচ্ছে, তার অবস্থা জানতে হবে।

গ. দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলুন, এটা আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ জেনে-শুনে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করি। আল্লাহ মহিমান্বিত এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।[১]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা عَلَى بَصِيرَةٍ তথা 'জেনেশুনে' বলতে উল্লিখিত বিষয়গুলোর জ্ঞান অর্জনকেই বুঝিয়েছেন।

৩. নম্রতার সাথে দাওয়াত দেওয়া: মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার সময় নম্রতা বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

আল্লাহ তায়ালার রহমতে তুমি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলে; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোরপ্রাণ হতে, তবে তারা তোমার থেকে সরে

[১] সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১০৮।

পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।[১]

অতএব অবশ্যই নম্রতার সাথে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে দাওয়াত দিতে হবে। এমনকি ইতিহাসের সবচেয়ে অত্যাচারী শাসক, খোদার দাবিদার ফেরাউনকেও নম্রতার সাথে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى . فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্রভাষায় কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।[২]

৪. হিকমত তথা দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা ব্যবহার করা: আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তুমি মানুষকে তোমার রবের দিকে আহ্বান করো হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করো সুন্দরতম পন্থায়।[৩]

অতএব দাওয়াতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নম্রতা, ভদ্রতা, সহনশীলতা ও সৎকাজের আদেশের মধ্যেই হিকমত সীমাবদ্ধ নয়; বরং কথা-কর্মে সত্যের ওপর অটলতা ও সত্যকে স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রয়োগ করার নাম হচ্ছে হিকমত।

৫. একমাত্র কুরআন-হাদিসের মানদণ্ডে দাওয়াত দেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

সকল মানুষ ছিল একই উম্মত। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন। মানুষরা যে বিষয়ে মতভেদ করতো, তাদের মধ্যে সে বিষয়ে মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেন।[৪]

---

১. সুরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯।

২. সুরা ত্বহা, আয়াত : ৪৩-৪৪।

৩. সুরা নাহল, আয়াত : ১২৫।

৪. সুরা বাকারা, আয়াত : ২১৩।

তিনি অন্যত্র বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব (কুরআন) ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।[১]

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

অবশ্যই আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করো, আর বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ক কোরো না।[২]

তিনি আরও বলেন,

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আমি তো তোমার প্রতি কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এজন্য– যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, তা তাদের সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবে এবং এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[৩]

তিনি অন্যত্র বলেন,

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট (নিদর্শন) নয় যে, আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়। এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে সেই কওমের জন্য, যারা ঈমান আনে।[৪]

---

১. সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৫।
২. সুরা নিসা, আয়াত : ১০৫।
৩. সুরা নাহল, আয়াত : ৬৪।
৪. সুরা আনকাবুত, আয়াত : ৫১।

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যতা সহকারে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করো।[১]

তিনি অন্যত্র বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ

আমি তোমার প্রতি সত্যতা সহকারে কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য; সুতরাং যে ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা করে নিজেরই কল্যাণে, আর যে বিপথগামী হয়, সে নিজেরই ধ্বংসের জন্য হয়, আর তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সে দুটি বস্তুকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো, আল্লাহ তায়ালার কিতাব (কুরআন) ও তাঁর রাসুলের সুন্নাত।[৩]

উল্লিখিত দলিল থেকে প্রতীয়মান হয়, একমাত্র অহির বিধানমতে তথা কুরআন-হাদিসের আলোকে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে আহ্বান করতে হবে। অন্যথায় আহ্বানকারী নিজে পথভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে দাওয়াত দেওয়ার তাওফিক দান করুন।

---

১. সুরা যুমার, আয়াত : ২।

২. সুরা যুমার, আয়াত : ৪১।

৩. মুয়াত্তা মালেক, ৫/১৩২৩।

# নতুন ছয় নাম্বার

## ভূমিকা

মানুষ যদি আল্লাহ পাকের নিকট কবুল হতে চায়, আল্লাহ পাক তার অর্থ-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক অবস্থান দেখেন না, দেখেন তার সিফাত।[১] আর সিফাতের মাঝে প্রথম সিফাত হলো ঈমানি সিফাত।

## ঈমান

ঈমান হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তিনি যে সকল বিধিবিধান নিয়ে এসেছেন, তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়া।

### ঈমানের উদ্দেশ্য

ক. দিলের একিন সহিহ করা; মাখলুক থেকে হওয়ার একিন দিল থেকে বের করে খালেক থেকে হওয়ার একিন দিলে পয়দা করা।

খ. তরিকার একিন সহিহ করা; কোনো তরিকায় শান্তি ও কামিয়াবি নেই, একমাত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চলার মধ্যেই শান্তি ও কামিয়াবি।

গ. জযবার একিন সহিহ করা; সম্পদমুখী থেকে আমলমুখী হওয়া, দুনিয়া থেকে আখেরাতমুখী হওয়া।

### ঈমানের ফজিলত

জাররা পরিমাণ ঈমান নিয়ে যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে যাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দশ দুনিয়ার সমান জান্নাত দিবেন।[২]

একজন ঈমানওয়ালা মানুষ যতদিন দুনিয়াতে থাকবে, আল্লাহ পাক তার উসিলায় সমস্ত সৃষ্টিকুলকে ঠিক রাখবেন।[৩]

---

[১] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. صحيح مسلم - (٢١ / ٧٢٤)

[২] فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا صحيح البخاري - (٨/ ٦٤١)

[৩] لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ اللهُ اللهُ صحيح مسلم. - (١ / ١٩)

### হাসিল করার তরিকা

তিন লাইনে মেহনত করা। দাওয়াত, মশক, দোয়া।

### দাওয়াত

যেখানে আসবাব থেকে হওয়ার কথা আলোচনা হয়, সেখানে গিয়ে আল্লাহ থেকে হওয়ার দাওয়াত দেওয়া। যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা ব্যতীত অন্য তরিকার কথা আলোচনা হয়, সেখানে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় শতভাগ কামিয়াবি আছে– এর দাওয়াত দেওয়া। যেখানে মানুষের আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি তৈরি হয়, সেখানে গিয়ে চিরস্থায়ী আখেরাতের দাওয়াত দেওয়া।

### মশক

ঘরে ও মসজিদে ঈমানি হালকা কায়েম করে ৪ বিষয়ে আলোচনা করা।

ক. আল্লাহ পাকের কুদরতের কথা আলোচনা করা।

খ. আল্লাহ পাক নবীদের যেসব গায়েবী সাহায্য আর মদদ দান করছেন, তা বেশি বেশি আলোচনা করা।

গ. আল্লাহ পাক সাহাবিদের যেসব গায়েবী সাহায্য আর মদদ দান করেছেন, তা আলোচনা করা।

ঘ. ঈমানের লক্ষণগুলোর ব্যাপারে কুরআন ও হাদিসে যেসব আয়াত ও হাদিস আছে, তার সাথে নিজের ঈমানকে মিলিয়ে যাচাই করা।

### দোয়া

আল্লাহ পাক আমাকে ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদিকে যেন পূর্ণ ঈমান দান করেন– এই দোয়া করা।

## নামাজ

আল্লাহ তায়ালার খাজানা থেকে নেওয়ার মাধ্যম হলো আমল। আমলের মধ্যে সর্বোত্তম আমল হলো নামাজ।

### উদ্দেশ্য

আল্লাহ পাকের গায়েবী খাজানা থেকে সরাসরি নেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা।

### ফজিলত

হজরত হানযালা উসাইদি রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এমন

পাবন্দীর সাথে আদায় করে যে-ওজু ও সময়ের এহতেমাম করে, রুকু সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে এবং এভাবে নামাজ আদায় করাকে নিজের ওপর আল্লাহ তায়ালার হক মনে করে, তবে জাহান্নামের আগুনকে তার জন্য হারাম করে দেওয়া হবে।[১]

**হাসিল করার তরিকা**

৩ লাইনে মেহনত করা। দাওয়াত, মশক, দোয়া।

**দাওয়াত**

১. নিজের জীবনে কামেল নামাজ আনার জন্য উম্মতের মাঝে কামেল নামাজের দাওয়াত দেওয়া ।

২. নামাজের ফাজায়েল জেনে তার দাওয়াত দেওয়া ।

৩. ওজু থেকে নামাজের শেষ পর্যন্ত সকল ফরজ, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদির দাওয়াত দেওয়া ।

৪. আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে নামাজ পড়ার দাওয়াত দেওয়া ।

৫. কেরাত, রুকু, সেজদা, জলসা, কওমা ইত্যাদি শান্তভাবে আদায় করার দাওয়াত দেওয়া।

**মশক**

দুইভাবে নামাজের মশক করতে হবে।

**১. জাহেরিভাবেঃ**

ক. ওজুর শুরু থেকে নিয়ে নামাজের শেষ পর্যন্ত সকল ফরজ, সুন্নাত, মুস্তাহাবের প্রতি খেয়াল রাখা।

খ. কেয়াম, রুকু, সেজদা, জলসা, কওমা ইত্যাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার যথাযথভাবে আদায় করার মশক করা।

**২. বাতেনিভাবেঃ**

ক. আল্লাহ তায়ালার ধ্যানে নামাজ পড়া।

খ. খুশু-খুজুর সাথে নামাজ পড়া।

গ. মুআমালাতের মধ্যে তাকওয়া আনা। নিজের উপার্জন হালাল করা।

---

[১] عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؛ عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ مسند أحمد- ٦٤٣٨١

ঘ. প্রতি রুকনে কমপক্ষে ৩ বার এই ধ্যান করা যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন।

**দোয়া**

আমাকে ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদিকে যেন আল্লাহ প্রকৃত নামাজ পড়ার তাওফিক দেন, সে দোয়া করা।

## ইলম ও জিকির

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা আমার কাছ থেকে কী চান, তা জানার নাম হলো ইলম।

**উদ্দেশ্য**

ইলমে এলাহির মধ্যে কামিয়াবির একিন দিলে পয়দা করা।

**ফজিলত**

১. যে ব্যক্তি ইলম শেখার জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।[১]

২. যে ব্যক্তি ইলমে এলাহি শিখতে বের হয়, ফেরেশতারা তার চলার পথে পাখা বিছিয়ে দেয়।[২]

৩. ইলমের একটা অধ্যায় শিক্ষা করা ১০০০ রাকাত নফল নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম।[৩]

**হাসিল করার তরিকা**

৩ লাইনে মেহনত করা। দাওয়াত, মশক, দোয়া।

**দাওয়াত**

ইলমের উদ্দেশ্য ও লাভ বলে মানুষের মাঝে দাওয়াত দিতে হবে।

**মশক**

চারভাবে ইলম হাসিলের মশক করতে হবে।

১. ফাজায়েলওয়ালা ইলম, ঘরে ও মসজিদে তালিমের হালকায় বসে।

২. মাসায়েলওয়ালা ইলম, উলামায়ে কেরাম থেকে।

---

[১] مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا فِيهِ يَلْتَمِسُ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ . المستدرك ٥٠٤ - (١ / ٩٨)

[২] إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ . السنن الكبرى للبيهقي - (١ / ٦٧٢)

[৩] فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ ، عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ. سنن ابن ماجة.- (١ / ٨٤١)

৩. সিফাতওয়ালা ইলম, মুন্তাখাব হাদিস পড়ে।

৪. তরবিয়তওয়ালা ইলম, হায়াতুস সাহাবাহ পড়ে।

**দোয়া**

ইলমে এলাহি হাসিলের তাওফিক চেয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করতে হবে।

বি:দ্রঃ ফাজায়েলে ইলম তো তালিমে শোনা হয়, কিন্তু মাসায়েলের জন্য উলামায়ে কেরামের নিকট যাওয়া হয় না, এটা কেবল মুখের বুলি হিসেবেই থেকে যায়। সুতরাং উলামায়ে কেরামের নিকট যাওয়া উচিত।

## জিকির

**উদ্দেশ্য**

আমাদের জীবনে এহসানের সিফাত পয়দা করা। (আল্লাহ আমাকে সর্বদা দেখেন, আমার দিলের জল্পনা-কল্পনাও তিনি জানেন, শুনেন, এ কথা সর্বদা দিলে থাকাকে এহসান বলে।)

**ফাজায়েল**

জিকিরের দ্বারা আল্লাহ পাকের মহব্বত পয়দা হয়, নৈকট্য হাসিল হয়, দিল জিন্দা হয় এবং গাফলত দূর হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জিকির করে এবং যে জিকির করে না– তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।[১]

**হাসিল করার তরিকা**

৩ লাইনে মেহনত করা। দাওয়াত, মশক, দোয়া।

**দাওয়াত**

জিকিরের উদ্দেশ্য ও লাভ বলে মানুষের মাঝে দাওয়াত দিতে হবে।

**মশক**

১. তাসবিহাত: আল্লাহ তায়ালার ধ্যানের সাথে তাসবিহাত আদায় করা। ধ্যান ছাড়া তাসবিহাত আদায় করলে গাফলত পয়দা হয়। তাই সকাল-সন্ধ্যা ধ্যানের সাথে তিন তাসবিহ আদায় করা।

---

[১] عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. صحيح البخاري - (٨ / ٧٠١)

২. কুরআন তিলাওয়াত: ধ্যানের সাথে দৈনিক ১ পারা কুরআন পাকের তিলাওয়াত করা।

৩. মাসনুন দোয়া: মাসনুন দোয়া নিজ নিজ জায়গায় আদায় করা।

**দোয়া**

আমাকে ও পুরো উম্মতে মুহাম্মাদিকে যেন আল্লাহ ধ্যানের সাথে জিকির করার তাওফিক দেন, সে জন্য দোয়া করা।

## একরাম

**উদ্দেশ্য**

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুসনে আখলাক নিজের মাঝে আনা।

**ফজিলত**

১. কোনো মুসলমানের উপকার করার চেষ্টা করা ১০ বছর এতেকাফ করার চেয়ে উত্তম।[১]

২. যে মুসলমানের দোষত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন।[২]

**হাসিল করার তরিকা**

৩ লাইনে মেহনত করা। দাওয়াত, মশক, দোয়া।

**দাওয়াত**

সমস্ত মাখলুকের হক আদায় করার দাওয়াত দেওয়া।

**মশক**

১. নিজের ভালো কাজের মধ্যে দোষ তালাশ করা এবং অপর মুসলমান ভাইয়ের মধ্যে গুণ তালাশ করা।

২. প্রকৃত মুমিন ঐ ব্যক্তি, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যও তা পছন্দ করে।

---

[১] عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًالَهُ مِن اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ. شعب الإيمان - (٥ / ٦٣٤) المعجم الأوسط - (٧ / ٢٢٠)

[২] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. المنتقى - (١ / ٢٢٣)

**দোয়া**

আল্লাহ পাক যেন আমার ও উম্মতে মুহাম্মাদির জিন্দেগিতে হুসনে আখলাক নসিব করেন এই দোয়া করা।

## ইখলাস (সহিহ নিয়ত)

**উদ্দেশ্য**

আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ পাকের আহকামগুলো সুন্নাত তরিকায় কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়তে করা।

**ফজিলত**

ইখলাসের সাথে সামান্য আমলই নাজাতের জন্য যথেষ্ট।[১] আল্লাহ পাক ঐ আমলই কবুল করেন, যা কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।[২]

**হাসিল করার তরিকা**

৩ লাইনে মেহনত করা। দাওয়াত, মশক, দোয়া।

**দাওয়াত**

ইখলাসের উদ্দেশ্য ও ফজিলত বলে বলে দাওয়াত দিতে হবে।

**মশক**

১. প্রতিটি আমলের শুরুতে, মাঝে এবং শেষে নিয়তকে যাচাই করা যে, আমলটি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হচ্ছে কি না।

২. দৈনিক অন্তত একটা আমল এমনভাবে করা, যা আল্লাহ এবং তাঁর ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ না জানে।

৩. নিজের সমস্ত ভালো আমলের মধ্যে খুঁত তালাশ করা।

**দোয়া**

আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও সকল উম্মতে মুহাম্মাদিকে যেন ইখলাস দান করেন এই দোয়া করা।

---

[১] أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلُ. المستدرك ٥٠٤ - (٤/ ٦٠٣)

[২] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ. سنن النسائي ٤١٣ .

## দাওয়াত ও তাবলিগ

### উদ্দেশ্য

নিজের ঈমান, একিন ও আমল সহিহ হয়ে যায় এবং সকল উম্মতের ঈমান, একিন ও আমল সহিহ হয়ে যায়, এই উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহনতের তরিকাকে জিন্দা করা।

### ফজিলত

১. আল্লাহ রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।[১]

২. আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধুলো এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না।[২]

### হাসিল করার তরিকা

৩ লাইনে মেহনত করা। দাওয়াত, মশক, দোয়া।

### দাওয়াত

দাওয়াত ও তাবলিগের উদ্দেশ্য এবং ফজিলত বলে দাওয়াত দেওয়া।

### মশক

নিজের জান-মাল ও সময় নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে এই সিফাতের মশক করা।

### দোয়া

আল্লাহ তায়ালা যেন আমার নিজের এবং পুরো উম্মতের জান-মাল ও সময় আল্লাহ রাস্তায় কবুল করেন এই দোয়া করা।

---

[১]. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. صحيح البخاري - (٤ / ٠٢)

[২]. لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ الجهاد لابن أبي عاصم.(١ / ٩٣٣)

# ছয় নম্বর (পুরাতন)

সাহাবিগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থেকে অনেক গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তন্মধ্যে মোটামুটি কয়েকটি গুণের উপর মেহনত করে আমল করতে পারলে দীনের উপর চলা অতি সহজ।

গুণগুলো হচ্ছে : ১. কালেমা , ২. নামাজ, ৩. ইলম ও জিকির, ৪. একরামুল মুসলিমিন, ৫. তাসহিহে নিয়ত ৬. দাওয়াত ও তাবলিগ।

## কালেমা

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রাসুল।

### কালেমার উদ্দেশ্য

আমরা দুই চোখে যা কিছু দেখি বা না দেখি, আল্লাহ ছাড়া সব মাখলুক, আর মাখলুক কিছুই করতে পারে না আল্লাহ তায়ালার হুকুম ছাড়া আর আল্লাহ তায়ালা সব কিছুই করতে পারেন মাখলুক ছাড়া। একমাত্র রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও কামিয়াবি-এর একিন দিলে পয়দা করা। যদি কোনো ব্যক্তি একিন ও এখলাসের সাথে একবার এই কালেমা পাঠ করে, তবে তার পিছনের জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যদি কেউ জাররা পরিমাণ ঈমান নিয়ে এই দুনিয়া ত্যাগ করে, তবে তাকে আল্লাহ তায়ালা এই দুনিয়ার দশ দুনিয়ার সমান জান্নাত দান করবেন।[১] এই কালিমা বেশি বেশি পাঠ করা আর এই কালিমার লাভ জেনে অপর ভাইকে দাওয়াত দেওয়া।

## নামাজ

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে নামাজ পড়েছেন আর সাহাবিদের যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, সেভাবে নামাজ পড়ার চেষ্টা করা। নবী সাল্লাল্লাহু

---

[১] فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا ، أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَشَرَةِ أَمْثَالِ الدُّنْيَا. صحيح البخاري – (٨ / ٦٤١)

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে এভাবে নামাজ পড়ে যে– তার তাকবিরে উলা না ছুটে, তবে সে দুটি পরওয়ানা লাভ করবে। একটি জাহান্নাম হতে মুক্তির, অন্যটি মুনাফেকি থেকে মুক্ত হওয়ার।[১] যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে সময়মতো আদায় করার ইহতেমাম করে আমার নিকট আসবে, আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি নামাজের এহতেমাম করেনি, তার জন্য আমার কোনো দায়িত্ব নেই। (ইচ্ছা হলে মাফ করব, আর নাহয় শাস্তি দিব।)[২]

হজরত ওবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি নামাজের জন্য উত্তমরূপে ওজু করে, এবং মুস্তাহাব ওয়াক্তে নামাজ আদায় করে, রুকু (সেজদা) ইতমিনানের সাথে করে এবং পরিপূর্ণ খুশুর সাথে পড়ে, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার জন্য এই ওয়াদা যে, তাকে অবশ্যই মাফ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো আদায় করে না, এবং খুশুর সাথেও পড়ে না, তার জন্য মাগফিরাতের কোনো ওয়াদা নেই। ইচ্ছা হলে মাফ করবেন, আর না হলে শাস্তি দিবেন।[৩]

ফরজ নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা। ওয়াজিব ও সুন্নতের পাবন্দি করা, আর নফল নামাজ বেশি করে পড়া।

## ইলম

আল্লাহ তায়ালার কখন কী আদেশ ও নিষেধ তা জেনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী আমল করা।

যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা করার জন্য ঘর থেকে বের হয়, গর্তের পিপিলিকা থেকে সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে।[৪]

---

[১] مَنْ صَلَّى لِلهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ. سنن الترمذى - (١ / ١٢٤)

[২] قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنِّى فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِى عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِى. سنن ابي داود - (١ / ١٠)

[৩] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال " خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ "سنن أبي داود –(٥٢٤)

[৪] وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ. مسند الدارمي - (١ / ٢٦٣)

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ঐ পরিমাণ ইলম হাসিল করা ফরজ, যে পরিমাণ ইলম দীনের উপর চলার জন্য জানা আবশ্যক।[১]

## জিকির

সবসময় আল্লাহ তায়ালার ধ্যান ও খেয়াল অন্তরে পয়দা করা।

যে ব্যক্তি জিকির করতে করতে তার জিহ্বাকে তরতাজা রাখবে কাল কেয়ামতের দিন সে হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[২]

সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো কালেমা পাঠ করা। আফজাল জিকির হলো, কুরআন তিলাওয়াত করা। কাজের শুরুতে মাসনুন দোয়া পড়া। সকাল-বিকাল তিন তাসবিহ আদায় করা ১০০ বার سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، সুবহানাল্লাহি আলহামদুলিল্লাহ ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পাঠ করা, ১০০ বার যে কোনো দরুদ পাঠ করা। আর ১০০ বার ইস্তেগফার পড়া।

## একরামুল মুসলিমিন

সকল মুসলমানের মূল্য বুঝে কদর করা। যদি কেউ কোনো ভাইয়ের উপকার করার চেষ্টা করে, তবে তা মসজিদে বসে ১০ বছর এতেকাফ করার চেয়ে উত্তম।[৩] (তাবরানি)

আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করবে।[৪] (মুসলিম, আবু দাউদ)

## তাসহিহে নিয়ত

আমরা যখন কোনো নেক আমল করব, আল্লাহ তায়ালার রাজি খুশির জন্য করব। আল্লাহ তায়ালার রাজি খুশির জন্য যদি কেউ খুরমা খেজুরও দান করে, তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তা বাড়িয়ে পাহাড় পরিমাণ নেকি দান করবেন।

---

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. المعجم الصغير ٠٦٣ - (١ / ٨٥)

[২] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ، قَالَ : « إِنَّ الَّذِينَ أَلْسِنَتُهُمْ رَطْبَةٌ بِذِكْرِ اللهِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَضْحَكُ » حلية الأولياء - (١ / ٩١٢) و (٥ / ٣٣١) . الزهد لأحمد بن حنبل - ١ / ٦٣١)١٢٧)

[৩] عَنْ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: . مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًالَهُ مِن اعْتِكَافِ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ.شعب الإيمان - (٥ / ٦٣٤) المعجم الأوسط - (٧ / ٠٢٢)

[৪] وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. صحيح مسلم (٨ / ١٧)

## দাওয়াত ও তাবলিগ

আল্লাহ তায়ালার দেওয়া জান মাল ও সময় নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে জান ও মালের সহিহ ব্যবহার শিক্ষা করা।

১. আল্লাহ রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।[১]

২. আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ধুলো এবং জাহান্নামের ধোঁয়া একত্র হবে না।[২]

৩. পবিত্র কুরআনে আছে, 'তার অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার, যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি তো মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।'[৩]

৪. আরও আছে, তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি মানুষের মঙ্গলের জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে, তোমরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করো, অসৎ কাজে বাধা প্রদান করো, আর আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনয়ন করো।[৪]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত আসা সকল মানুষের নবী। তাই তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য সকল উম্মতের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন। তো ভাই, এই কাজ সবাই করার জন্য তৈরি আছি কি না? মুরুব্বিগণ বলেন, জীবনের প্রথম সুযোগে ১২০ দিন সময় দিয়ে এই কাজ শিখতে হয়, আর করতে হয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। কোন কোন ভাই তৈরি আছেন?

বি:দ্রঃ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ– এ দুই কাজের কারণে আমরা সর্বোত্তম জাতি। শুধুই সৎকাজের আদেশের জন্য নয়। আমরা তো কেবল একটা নিয়ে আছি। তাই অসৎকাজের নিষেধ আমাদের অধীনস্থ সবাইকে করতে হবে। আমাদের পরিবার, আমাদের ছেলে-মেয়ে, আমাদের অধীনস্থ কর্মচারী সকলকেই করতে হবে। আল্লাহ সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

---

[১] لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. السنن الكبرى للبيهقي - (٣ / ٧٨١)

[২] لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ- صحيح ابن حبان (٨ / ٣٤) مسند احمد بن حنبل (٢ / ٦٥٢)

[৩] وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت: ٣٣]

[৪] كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ [آل عمران: ١١٠]

# ৪৯ কোটি সুবহানাল্লাহ

যদি কেউ আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে নিজের প্রয়োজনে ১ টাকা খরচ করে, তবে তা ৭ লক্ষ টাকা সদকা করার চেয়ে উত্তম। আর যদি কেউ একবার সুবহানাল্লাহ বলে, তবে তা ঘরে বসে ৪৯ কোটি বার সুবহানাল্লাহ বলার চেয়ে উত্তম।

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহ রাস্তায় নিজ সম্পদ খরচ করে তাদের উপমা সেই বীজের মতো, যা থেকে ৭টি শীষ জন্মায় ও প্রত্যেকটি শীষে ১০০ করে দানা থাকে। আল্লাহ তায়ালা যাকে চান বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ দানশীল, সর্বজ্ঞ।[১]

লক্ষ্য করুন! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ تُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ.

আল্লাহ রাস্তায় খরচের তুলনায় আল্লাহ রাস্তায় নামাজ, রোজা ও জিকিরের সাওয়াব ৭০০ (সাতশত) গুণ বেশি।[২]

এবার জানা উচিত, আল্লাহ রাস্তায় খরচের সাওয়াব কত?

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ: مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَأَقَامَ فِيْ بِيْتِهِ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَنْفَقَ فِيْ وَجْهِ ذٰلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِئَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ: وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ.

---

১. সুরা বাকারা, আয়াত : ২৬১।

২. সুনানে বায়হাকি, ৯/১৭২; সুনানে আবু দাউদ, ৩/৮।

যে ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় খরচ পাঠিয়ে দেয় অথচ নিজে ঘরে অবস্থান করে, তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে ৭০০ (সাতশত) গুণ সাওয়াব লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি নিজেই জিহাদে শরিক হয় এবং নিজ প্রয়োজনে খরচ করে, তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে ৭,০০,০০০ (সাত লক্ষ) গুণ বেশি সাওয়াব লাভ হয়। অতঃপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন– আল্লাহ যাকে চান তাকে বর্ধিতহারে দিয়ে থাকেন।[১]

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأَسَدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِئَةِ ضِعْفٍ.

হজরত খুরাইম বিন ফাতেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় কোনো কিছু খরচ করে, তা তার আমলনামায় সাতশোগুণ বৃদ্ধি করে লেখা হয়।[২]

এবার কী বোঝা যাচ্ছে?

দানের সাওয়াব যদি হয় ৭,০০,০০০ আর ইবাদতের সাওয়াব যদি হয় দানের ৭০০ গুণ তাহলে ফলাফল কী দাঁড়ায়? ৭,০০,০০০ x ৭০০ = ৪৯,০০,০০,০০০

১. ইবনে মাজাহ, ৪/৫৬।

২. সুনানে নাসাঈ, ৪/৩০৮; মুসনাদে আহমাদ, ৪/৩৪৫।

# চল্লিশ হাদিস

## ঈমান

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ .

১. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঐ ব্যক্তি আমার শাফায়াত দ্বারা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে, যে খাঁটি অন্তরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।[১]

عَن عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، قَالَ : غَدَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَنْ يُوَافِيَ عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ .

২. হজরত ইতবান ইবনে মালেক আনসারী রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে– সে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলেছে, আল্লাহ তায়ালা তার ওপর জাহান্নামের আগুনকে অবশ্যই হারাম করে দিবেন।[২]

عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَيَدْخُلَ النَّارَ، أَوْ تَطْعَمَهُ -

৩. হজরত ইতবান ইবনে মালেক রাযি. হতে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন হতে পারে না যে, কোনো ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিবে– 'আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তায়ালার রাসুল' আর সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে বা জাহান্নামের আগুন তাকে ভক্ষণ করবে।[৩]

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৫৭০।

২. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪২৩।

৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৩৩।

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ مَاتَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৪. হজরত ওসমান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির এমন অবস্থায় মৃত্যু আসে যে, সে একিনের সাথে জানে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে।[১]

عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شُفِّعْتُ فَقُلْتُ : يَا رَبِّ، أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ خَرْدَلَةٌ. فَيَدْخُلُونَ، ثُمَّ أَقُولُ : أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى شَيْءٍ .

৫. হজরত আনাস রাযি. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, কেয়ামতের দিন আমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেওয়া হবে। আমি আরজ করব, হে আমার রব! এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন, যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও (ঈমান) রয়েছে। (আল্লাহ তায়ালা আমার এই সুপারিশ কবুল করবেন) আর ঐ সমস্ত লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে। পুনরায় আমি আরজ করব, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন, যাদের অন্তরে সামান্য পরিমাণও (ঈমান) রয়েছে।[২]

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ شَعِيرَةً، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّةً ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِنُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّةً-

৬. হজরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এমন প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং যাদের অন্তরে যবের দানার ওজন পরিমাণও কল্যাণ নিহিত আছে, অর্থাৎ ঈমান আছে। এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি জাহান্নাম হতে বের হবে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং যাদের অন্তরে গমের দানা পরিমাণও কল্যাণ নিহিত আছে, অর্থাৎ ঈমান আছে। এরপর এরূপ ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং যাদের অন্তরে অণু পরিমাণও কল্যাণ নিহিত আছে।[৩]

---

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৬২৬।

২. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৫০৯।

৩. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪১০।

## নামাজ

إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا ؛ أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِي.

৭. হজরত আবু কাতাদাহ ইবনে রিবঈ রাযি. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলছেন, আমি তোমার উম্মতের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছি এবং আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে সময়মতো আদায় করার প্রতি গুরুত্বারোপ করে আমার নিকট আসবে, আমি তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি নামাজের গুরুত্ব দেয়নি, তার জন্য আমার কোনো দায়িত্ব নেই। (ইচ্ছা হলে মাফ করব, আর নাহয় শাস্তি দিব।)[১]

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ؛ عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ-

৮. হজরত হানযালা উসাইদী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজকে এমন পাবন্দীর সাথে আদায় করে যে–ওজু ও সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়, রুকু সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে এবং এভাবে নামাজ আদায় করাকে নিজের ওপর আল্লাহ তায়ালার হক মনে করে, তবে জাহান্নামের আগুনের জন্য তাকে হারাম করে দেওয়া হবে।[২]

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللهُ تَعَالَى، مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ .

৯. হজরত ওবাদাহ ইবনে সামেত রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করতে শুনেছি যে, আল্লাহ তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি নামাজের জন্য উত্তমরূপে ওজু করে, মুস্তাহাব ওয়াক্তে আদায় করে, রুকু (সেজদা) ইতমিনানের সাথে

---

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৩০।

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৮৩৪৬।

করে এবং পরিপূর্ণ খুশুর সাথে পড়ে; আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার জন্য এই ওয়াদা, তাকে অবশ্যই মাফ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি সময়মতো নামাজ আদায় করে না এবং খুশুর সাথেও পড়ে না, তার মাগফিরাতের কোনো ওয়াদা নেই। ইচ্ছা হলে মাফ করবেন, আর না হলে শাস্তি দিবেন।[১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، فَقَالَ : مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

১০. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করলেন, যে ব্যক্তি নামাজের গুরুত্বারোপ করবে, এই নামাজ কেয়ামতের দিন তার জন্য নুর হবে, তার (কামেল ঈমানদার হওয়ার) দলিল হবে এবং কেয়ামতের দিন আজাব থেকে বাঁচার উপায় হবে। যে ব্যক্তি নামাজের ইহতেমাম করে না, তার জন্য কেয়ামতের দিন না নুর হবে, না তার (ঈমানদার হওয়ার) কোনো দলিল হবে, আর না আজাব থেকে বাঁচার কোনো উপায় হবে। সে কেয়ামতের দিন ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে।[২]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرَ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

১১. হজরত আবু উমামা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন সময় দোয়া বেশি কবুল হয়? তিনি বললেন, রাত্রির শেষ অংশে এবং ফরজ নামাজের পর।[৩]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ .

১২. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমুআর নামাজ বিগত জুমুআর নামাজ পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা বিগত রমযানের

---

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪২৫।

২. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৬৫৭৬; তাবারানি, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ।

৩. সুনানে তিরমিযি, হাদিস :৩৪৯৯ ।

রোযা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হবে– যদি এই আমলসমূহ পালনকারী কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।[১]

## ইলম ও জিকির

عَنْ مُعَاوِيَةَ - يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي،

১৩. হজরত মুয়াবিয়া রাযি. বলেন, আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দীনের বুঝ দান করেন। আমি তো শুধু বণ্টনকারী, আল্লাহ তায়ালাই দান করার মালিক।[২]

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا ذَرٍّ، لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ.

১৪. হজরত আবু যর রাযি. বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইরশাদ করেছেন, হে আবু যর! তুমি যদি সকালবেলা গিয়ে কালামুল্লাহ শরিফের একটি আয়াত শিখে নাও, তবে তা একশত রাকাত নফল নামাজ থেকে উত্তম। আর যদি ইলমের একটি অধ্যায় শিখে নাও, তা আমল করা হোক বা না হোক, (যেমন তায়াম্মুমের মাসায়েল) তবে হাজার রাকাত নফল পড়া অপেক্ষা উত্তম।[৩]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

১৫. হজরত আবু দারদা রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলমে দীন হাসিল করার উদ্দেশ্যে কোনো রাস্তায় চলে, আল্লাহ তায়ালা এই কারণেই তাকে জান্নাতের রাস্তাসমূহ থেকে একটি রাস্তায় চালিয়ে দেন। অর্থাৎ ইলম হাসিল করা তার

---

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৩৩।

২. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১।

৩. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২১৯।

জন্য জান্নাতে প্রবেশের কারণ হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের সন্তুষ্টির জন্য পাখা বিছিয়ে দেন। আলেমের জন্য আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক ও মাছ যা মাগফিরাতের দোয়া করে। নিঃসন্দেহে আবেদের ওপর আলেমের ফজিলত এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের ফজিলত সমস্ত তারকারাজির ওপর। নিঃসন্দেহে উলামায়ে কেরাম আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের উত্তরাধিকারী। আর আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম দিনার ও দিরহাম (মাল-দৌলত) এর উত্তরাধিকারী বানান না। তারা তো ইলমের উত্তরাধিকারী বানান। অতএব, যে ব্যক্তি ইলমে দীন অর্জন করল, সে (সেই সম্পত্তি থেকে) পরিপূর্ণ অংশ লাভ করল।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ،مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ-

১৬. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো! দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে দূরে। অবশ্য আল্লাহ তায়ালার জিকির এবং ঐ সমস্ত জিনিস, যা আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে (অর্থাৎ নেক আমল) এবং আলেম ও তালিবে ইলম। এসব জিনিস আল্লাহ তায়ালার রহমত থেকে দূরে নয়।[২]

عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

১৭. হজরত ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ইরশাদ করতে শুনেছি যে, দুই ব্যক্তি ব্যতীত কারও সাথে হিংসা করা জায়েজ নেই। অর্থাৎ হিংসা করা যদি জায়েজ হতো তবে এই দুই ব্যক্তি এমন ছিল যে, তাদের সাথে জায়েজ হত। এক ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা ধনসম্পদ দিয়েছেন, আর সে তা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কাজে খরচ করে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা ইলম দান করেছেন, আর সে সেই ইলম অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং অন্যকে তা শিক্ষা দেয়।[৩]

---

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৬৪১।

২. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২৩২২।

৩. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৩।

## জিকির

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ ؟ قَالَ : غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ.

১৮. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! জিকিরের মজলিসের পুরস্কার কী? তিনি বললেন জিকিরের মজলিসের পুরস্কার হলো জান্নাত! জান্নাত।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ .

১৯. হজরত আবু হুরায়রা ও হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. উভয়ে এই কথার সাক্ষ্য দেন যে–রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে জামাত আল্লাহ তায়ালার জিকিরে মগ্ন হয়, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে নেন, রহমত তাদের বেষ্টন করে, তাদের উপর সাকিনা অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন।[২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ اللهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

২০. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমি বান্দার সাথে তেমন ব্যবহার করি, যেমন সে আমার প্রতি ধারণা পোষণ করে। যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। যদি সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর সে যদি আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, তবে আমি সেই মজলিস-অপেক্ষা উত্তম, অর্থাৎ ফেরেশতাদের মজলিসে তার আলোচনা করি। যদি বান্দা আমার প্রতি এক বিঘত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার প্রতি এক হাত অগ্রসর হই। যদি বান্দা আমার প্রতি এক হাত অগ্রসর হয়, তবে আমি তার প্রতি দুই হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে দৌড়ে যাই।[৩]

---

১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৬৬৫১।

২. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭০০।

৩. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭৪০৫।

ফায়দা: বান্দা নেক আমল দ্বারা আমার যত বেশি নৈকট্য হাসিল করে, আমি তার চেয়ে বেশি আপন রহমত ও সাহায্যসহ তার দিকে অগ্রসর হই।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ : تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

২১. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কুরআনুল কারিমে ত্রিশ আয়াতের এমন একটি সুরা আছে, যা পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তা সুরা তাবারাকাল্লাজি।[১]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي، أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللهِ عَلَى خَلْقِهِ.

২২. হজরত আবু সাঈদ রাযি. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদিসে কুদসি বর্ণনা করেন যে–আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কুরআনুল কারিমে মশগুল থাকার কারণে জিকির-আজকার, দোয়া করতে সুযোগ পায় না, আমি তাদেরকে দোয়া প্রার্থনাকারীদের চেয়ে বেশি দান করি। আল্লাহ তায়ালার কালামের সম্মান সমস্ত কালামের ওপর এমন, যেমন আল্লাহ তায়ালার সম্মান সমস্ত মাখলুকের ওপর।[২]

## একরামুল মুসলিমিন

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ، نَشَرَ اللهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَأَدْخَلَهُ جَنَّتَهُ : رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ.

২৩. হজরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তিনটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে (কেয়ামতের দিন) আপন রহমতের নিচে স্থান দিবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (সেই তিনটি গুণ হলো) দুর্বলের সাথে নরম ব্যবহার করা, পিতা মাতার সাথে সদয় আচরণ করা ও গোলামের সাথে ভালো ব্যবহার করা।[৩]

---

১. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২৮৯১।

২. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২৯২৬।

৩. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২৪৯৪।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ .

২৪. হজরত আয়েশা রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কোনো মুসলমান কাঁটাবিদ্ধ হয় অথবা তার চেয়ে কম কষ্ট পায়, সেটার কারণে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তার জন্য একটি মর্যাদা লিখে দেওয়া হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ شَجَرَةً كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ .

২৫. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একটা গাছের কারণে মুসলমানরা কষ্ট পেত, এক ব্যক্তি এসে তা কেটে ফেললো। অতঃপর (এই আমলের উসিলায়) সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।[২]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

২৬. হজরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, (কেয়ামতের দিন) মুমিনের পাল্লায় সৎচরিত্রের থেকে অধিক ভারী আর কোনো বস্তু থাকবে না।[৩]

قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ فِي جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً.

২৭. হজরত আবু দারদা রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যদি (অন্য কারও দ্বারা) শারীরিক কষ্ট পায়, এরপর তাকে মাফ করে দেয়, তাহলে আল্লাহ তায়ালা এর বিনিময়ে তার একটা মর্যাদা বুলন্দ করে দেন এবং তার একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন।[৪]

---

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৭২।

২. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৯১৪।

৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৭৯৯।

৪. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ১৩৯৩।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ أَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَقَالَ : كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

২৮. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলো এবং বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি (আমার) খাদেমের ভুল ত্রুটি কতবার ক্ষমা করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন, সে আবার বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি (আমার) খাদেমের ভুল ত্রুটি কতবার ক্ষমা করব? এরপর তিনি বললেন, দৈনিক সত্তরবার।[১]

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ .

২৯.হজরত আবু কাতাদা রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে চায় আল্লাহ তায়ালা তাকে কেয়ামতের দিনের কষ্ট থেকে রক্ষা করুন, তার উচিত সে যেন গরিবকে (যার উপর তার কর্জ ইত্যাদি আছে) সময়-সুযোগ দিয়ে দেয়, অথবা (নিজের সম্পূর্ণ পাওনা বা কিছু অংশ) ক্ষমা করে দেয়।[২]

## ইখলাস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

৩০. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক অবয়ব ও ধন-সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।[৩]

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى،

---

১. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ১৯৪৯।
২. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫৬৩।
৩. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৫৬৪।

৩১. হজরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, সমস্ত আমলের ভিত্তি নিয়তের ওপর। প্রত্যেকে যেমন নিয়ত করবে, তেমনই পাবে।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

৩২. হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (কেয়ামতের দিন) মানুষকে নিজেদের নিয়ত অনুযায়ী উত্থিত করা হবে।[২]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

হজরত আবু উমামা বাহেলী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু .৩৩ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের মধ্যে কেবল সেই আমলই কবুল করেন, যা খালেসভাবে আল্লাহ তায়ালার জন্যই করা হয় এবং তার দ্বারা কেবল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়।[৩]

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৩৪. হজরত আবু দারদা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর জন্য বিছানায় আসে এবং তার নিয়ত এই হয় যে, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে; কিন্তু ঘুম প্রবল হওয়ার দরুন সকালেই চোখ খোলে, তার জন্য তাহাজ্জুদের সাওয়াব লিখে দেওয়া হয় এবং তার ঘুম হয় তার রবের পক্ষ থেকে দানস্বরূপ।[৪]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيهِ. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস : ১।

২. সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৪২২৯।

৩. সুনানে নাসাঈ, হাদিস : ৩১৪০।

৪. সুনানে নাসাঈ, হাদিস : ১৭৮৭।

৩৫. হজরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মদিনায় এমন কিছু লোকদের রেখে এসেছ, তোমরা যে পথেই চলেছ, যে সম্পদই তোমরা খরচ করেছ, যে পাহাড়ি উপত্যকায়ই তোমরা অতিক্রম করেছ, তারা ঐ আমলে (বিনিময় ও সাওয়াবে) তোমাদের সাথে শরিক রয়েছে। (সাহাবিগণ) জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ, তারা মদিনায় থেকে আমাদের সাথে কীভাবে শরিক হলো? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, (তোমাদের সাথে বের হওয়ার নিয়ত তাদের ছিল) কিন্তু ওজর-অপারগতা তাদের বাধা দিয়েছে।[১]

ফায়দা: এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায়, মানুষ যদি কোনো আমলের নিয়ত করে ও পরবর্তী সময়ে অপারগতাবশত ঐ আমল করতে না পারে, তবুও সে সাওয়াব পাবে।[২]

## দাওয়াত

أَنَّ أَبَا عَبْسٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ حَرَّمَهُمَا اللهُ عَلَى النَّارِ.

৩৬. হজরত আবু আবস বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির উভয় পা আল্লাহ রাস্তায় ধুলিময় হবে, আল্লাহ তায়ালা তা জাহান্নামের আগুনের ওপর হারাম করে দিবেন।[৩]

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

৩৭. হজরত আবু মাসউদ আনসারী রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কোনো ভালো কাজের পথ প্রদর্শন করবে, সে সৎকর্মকারীর ন্যায় সাওয়াব লাভ করবে।[৪]

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُنْعِشُ لِسَانَهُ حَقًّا، يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَهُ، إِلَّا جَرَى عَلَيْهِ أَجْرُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ وَفَّاهُ اللهُ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

---

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ২৫০৮।

২. বজলুল মাজহুদ।

৩. মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৫৯৩৫।

৪. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৫১২৯।

৩৮. হজরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় মুখ দ্বারা কোনো হক কথা বলে, যার ওপর পরবর্তীতে আমল থেকে থাকে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত তার সাওয়াব জারি করে দেন। আবার আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তার পূর্ণ সাওয়াবও দান করবেন।[১]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.

৩৯. হজরত হুযাইফাতুল ইয়ামান রাযি. বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করতে থাকো, নয়তো আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন আজাব পাঠিয়ে দিবেন, তখন তোমরা দোয়া করলেও আল্লাহ তা কবুল করবেন না।[২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً،

৪০. হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও, যদিও তা একটি বাণী হয়।[৩]

---

১. মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৩৮০৩।

২. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২১৬৯।

৩. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ২৬৬৯।

# তিন দিনের জামাত

প্রথম কথা হচ্ছে, তিনদিনের জামাত-প্রথা কোত্থেকে এলো, তা নিয়ে প্রশ্ন করা মূর্খতা। কারণ এটা একটা নিসাব, যা মুরুব্বিগণ নির্ধারণ করেছেন। এতে কুরআন হাদিসের অকাট্য প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। যেমন, মাদরাসার পড়াশোনার জন্য নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ বছর। একইভাবে মেডিকেল কোর্সের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ বছর। এখানে তো ১২ বছর বা ৪ বছর নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয় না। একইভাবে তাবলিগের তিন দিন, চল্লিশ দিন বা একশত বিশ দিন নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হওয়া অনুচিত। দ্বিতীয় কথা হলো, মুরুব্বিগণ যে তিন দিন বা চিল্লা-তিন চিল্লার সময় নির্ধারণ করেছেন, এর কারণ কী? তিন দিন নির্ধারণের কারণ হলো, আল্লাহ পাক কুরআন কারিমে ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন এবং মানবজাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।[১]

এখন কথা হচ্ছে, আল্লাহ যদি কেবল ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করে থাকেন, তবে মানুষ তাদের প্রয়োজন পূরণ করবে কখন? আল্লাহ তায়ালা অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন,

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

যে ব্যক্তি নেক কাজ করে, তার জন্য রয়েছে দশ গুণ প্রতিদান। আর যে খারাপ কাজ করে, সে কেবল তার সমান প্রতিফল পাবে। আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[২]

অর্থাৎ নেক কাজের প্রতিদান আল্লাহ পাক দশ গুণ বৃদ্ধি করে দেন।

---

১. সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬।

২. সুরা আনআম, আয়াত : ১৬০।

এবার আসুন, মাসে যদি কেউ তিনদিন আল্লাহর জন্য ব্যয় করে, তবে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী তা বৃদ্ধি করে দশগুণ তথা ত্রিশ দিন আল্লাহর জন্য ব্যয় করার নেকি দিবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই মুরুব্বিগণ মাসে তিন দিনের নিসাব প্রণয়ন করেছেন।

## কিছু বিভ্রান্তিকর কথার প্রতি সতর্কতা

প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলিগে এ কাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কখনো এমন সব কথাবার্তা বলা হয়, যার ফলে সাথিদের মাঝে বেশকিছু ভুল ধারণা জন্ম নেয়। বয়ানে-মুজাকারায় ব্যাপকভাবে চর্চার ফলে ভুল ধারণা একসময় পরিণত হয় ভুল বিশ্বাসে। এতে করে একদিকে সাথিদের স্বচ্ছ ইসলামি আকিদা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি সাধারণ মানুষের কাছে এ মোবারক মেহনতকে প্রশ্নবিদ্ধ করে উপস্থাপন করার সুযোগ পেয়ে যায় বিরুদ্ধাচরণকারীরা। সুতরাং ইসলামি সহিহ আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক কথাবার্তা সম্পূর্ণ পরিহার করতে হবে। এর কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হল।

এক. কেবল তাবলিগের মেহনতকেই দীন মনে করা : ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। তাবলিগের প্রচলিত এ মেহনত ইসলামের প্রধান শো'বা বা বিভাগগুলোর একটি এবং দাওয়াতের অন্যতম পদ্ধতিমাত্র। এটিই দাওয়াতের একমাত্র পদ্ধতি নয় এবং এ কাজ করা মানেই পূর্ণ দীন পালন করা নয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সাথিদের মাঝে অনেক সময় বিষয়টা এভাবেই চর্চা হয় যে– এটিই একমাত্র কাজ। সবকিছু ছেড়ে কেবল এটিই করতে হবে। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তারা তাবলিগের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে একচেটিয়া জিহাদের হাদিস দাওয়াতের জন্য ব্যবহার করেন, যেটি মারাত্মক ভুল। অনেকে তো দাওয়াতের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নবীদের ইসমতের উপর কথা বলে বসেন (মাআজাল্লাহ)। এ ধারণা বা বিশ্বাসের সবচে বড় ক্ষতিকর দিক হল, দীনের অন্যান্য শাখা বা বিভাগের প্রতি অনিহা বা গুরুত্বহীনতা চলে আসে। ফলে মাদরাসায় পড়া-পড়ানো, মসজিদে খেতাবত, ওয়াজ-নসিহত, ইসলাহি মজলিস ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দীনী কাজকে দীনী কাজ বলে মানতেই নারাজ হয়ে যান বহু সাথি।

দুই. নবীওয়ালা কাজের পরিধিকে সংকুচিত করে ফেলা : অনেক সময় এভাবে বলা হয়, এই কাজ নবীওয়ালা কাজ, নবীওয়ালা কাজ শ্রেষ্ঠ

কাজ। কথা তো সত্য, দাওয়াত নবীওয়ালা কাজ, এবং নবীওয়ালা কাজ শ্রেষ্ঠ কাজ। তবে পবিত্র কুরআনের ভাষায় তিলাওয়াত, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের তালিম, তাযকিয়া–সবই নবীওয়ালা কাজ। কিন্তু প্রচলিত তাবলিগে দেখা যায় এগুলোর কথা উল্লেখ করা হয় না; বরং শুধু বলেই যায় 'এই কাজ নবীওয়ালা কাজ'। ফলে মানুষ বুঝে, তাবলিগের এই প্রচলিত পদ্ধতিই নবীওয়ালা কাজ, তাযকিয়ার কাজ নবীওয়ালা কাজ নয়, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা-চর্চা নবীওয়ালা কাজ নয়।

তিন. সাবিলুল্লাহর প্রধান মিসদাক (উদ্দেশ্য) থেকে দূরে সরে যাওয়া : অনেক সময় তাবিলিগি ভাইয়েরা বলে থাকেন, 'অমুক আলেম (মাদরাসার শিক্ষক) কত ভালো মানুষ, উনি যদি আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগাতেন!' এই ভাইয়ের চিন্তায় ঢুকে গেছে যে, আল্লাহর রাস্তা মানে হলো মাল-সামানা নিয়ে প্রচলিত তাবলিগে যাওয়া। অথচ সকল উলামায়ে কেরাম একমত, কুরআন কারিমে যত জায়গায় 'ফি সাবিলিল্লাহ' তথা আল্লাহর রাস্তা কথাটি এসেছে, এর অধিকাংশ দ্বারা আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ করাকেই বোঝানো হয়েছে। পরবর্তী কথা হলো, 'আল্লাহর রাস্তা' কথাটি ব্যাপক। এখানে জিহাদের পরে দীনের অন্যান্য খেদমতকেও আল্লাহর রাস্তা বলা যেতে পারে। তাবলিগের মেহনতকে ইলায়ে কালিমাতুল্লাহর সহায়ক হিসেবে রূপকার্থে আল্লাহর রাস্তা বলা হয়। কিন্তু মাদরাসায় পড়ানো এবং হজের সফর হাদিসের ভাষ্যমতে সরাসরিই সাবিলুল্লাহর মিসদাক। সুতরাং রূপকার্থের তাবলিগকেই কেবল আল্লাহর রাস্তা মনে করা কিংবা সরাসরি অর্থে এটাকে আল্লাহর রাস্তা জানা ভুল; অথচ এমনই হচ্ছে। মাদরাসায় পড়া-পড়ানোর পথও যে আল্লাহর রাস্তা, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই– এমনও বহু সাথি রয়েছেন।

চার. জিহাদের গুরুত্বকে হালকাভাবে নেওয়া : দাওয়াতের ফাজায়েল বর্ণনা করতে গিয়ে জিহাদের আয়াত ও হাদিসসমূহ একচেটিয়াভাবে উপস্থাপিত হওয়ার একটা গুরুতর ব্যাপার হলো, ময়দানের জিহাদের গুরুত্ব হালকা হয়ে যাওয়া। অথচ সে সমস্ত আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছিল জিহাদকে কেন্দ্র করে, অনেক সময় তা নিয়ে এমনভাবে আলোচনা করা হয়, যেন আয়াত বা হাদিসটি তাবলিগের মেহনতকে কেন্দ্র করেই বর্ণিত। সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত যে, দীনের কোনো বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে যেন দীনের অন্য কোনো বিষয় গুরুত্বহীন না হয়ে পড়ে।

## উলামা-তলাবাদের প্রতি অনুযোগ

এতক্ষণ যে চারটি পয়েন্টে তাবলিগের কিছু ভ্রান্তিকর কথা-বার্তা ও ভুল ধারণা নিয়ে আলোচনা করা হলো, তা একদিনে তৈরি হয়নি। এ ধরনের ভুলত্রুটি হওয়াটাও স্বাভাবিক। কারণ, এ মেহনতের বেশির ভাগই সাধারণ মানুষ। কিন্তু ভুলত্রুটিগুলো ধীরে ধীরে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হতে থাকলে এ মোবারক মেহনত ফিতনায় পরিণত হবে। যার দায়ভার বর্তাবে অবধারিতভাবে উলামায়ে কেরামের ওপরই। এ কথা দাবি করলে অযৌক্তিক হবে না যে, এ মেহনতের শুরুলগ্ন থেকে যতটা ব্যাপকভাবে উলামা-তলাবার সম্পৃক্ততা প্রয়োজন ছিল, ততটা সম্পৃক্ত তারা হননি। মূলত এ না হওয়াটাই ভুল বা বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশের মূল কারণ। সুতরাং উলামা-তলাবার নিজেদের ইলমচর্চার ফাঁকে সময় বের করে ব্যাপকহারে তাবলিগের মেহনতে সময় দেওয়া একান্ত অপরিহার্য। তা ছাড়া উল্লিখিত এ দায়ের কথা বাদ দিয়ে একটু চিন্তা করে বলি তো, আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে গড়ে কতজন মাদরাসায় আসে? একটা পরিবার থেকে কয়জন ছেলে মাদরাসায় আসে? একশোতে আসে একজন, আরও অনেক কম, আর দশ/বারোটি পরিবার থেকে একজন। মাদরাসায় পড়ার জন্য যারা আসে, আমরা কেবল তাদের নিয়েই মেহনত করি। আর যারা আসেনি, তারা কি নবীর উম্মত নয়? তারা কি দীনের ইলম পাওয়ার অধিকার রাখে না? আমরা কি কখনো যারা আসেনি তাদের কাছে গিয়ে দীনের দাওয়াত দিচ্ছি? দিচ্ছি না। এখন বলুন, এই না আসা মানুষদের জন্যও কি আমাদের তাবলিগ করা দরকার নয়? এদিকে লক্ষ করলে তো তাবলিগে সময় দেওয়া আরও বেশি জরুরি।

## প্রচলিত তাবলিগ, কিছু আপত্তি ও নিরসন

তাবলিগ জামাত বিশ্বে ইসলামপ্রচারের ক্ষেত্রে যে অবদান রেখেছে তা অতুলনীয়। তাবলিগি ভাইয়েরা ইখলাসের সাথে এই মহান কাজ আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। এই জামাতে সব ধরনের মানুষ যেতে পারে। আলেম-আওয়াম সবাই। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ একত্রিত হওয়ার ফলে আপত্তিকর অনেক কাজ ঘটে যায়। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাবলিগি ভাইয়েরাও মানুষ। ভুল হওয়া দোষ নয়, দোষ হলো ভুল সংশোধন না করা। আমি এখানে কয়েকটা আপত্তিকর কাজ তুলে ধরছি।

১. আমাদের তাবলিগি ভাইদের সবচেয়ে বড় ভুল হলো, আমরা শরয়ী জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দিই না। তালিমে আমরা বলি মাসায়েলে ইলম

উলামায়ে কেরামের নিকট গিয়ে শেখার কথা, তবে আমল করি না। সমাধান হলো, নিজের কথার ওপর আমল শুরু করে দেওয়া, অর্থাৎ ফরজ পরিমাণ শরয়ী ইলম অর্জন করা।

২. আন্দাজে কথাবার্তা বলা, জয়িফ (দুর্বল) ও মাওযু (জাল) হাদিস প্রচার করার মতো বদভ্যাস রয়েছে আমাদের মাঝে। এটাও ইলমশূন্যতার কারণে। তাই এখন থেকে যে কথা বলব, তা আগে যাচাই করে নিব। আমার একজনের আন্দাজে কথা বলার দ্বারা পুরো দলকে প্রশ্নের সম্মুখীন করব না।

৩. আমরা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের আয়াত দিয়েই নিজেদের পক্ষে দলিল পেশ করি, কিন্তু আদতে অসৎকাজের নিষেধ করি না। প্রকৃতপক্ষে অসৎকাজ থেকে (আপাতত) নিষেধ না করা যদিও তাবলিগের উসুলের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি হেকমতের সাথে এই কাজও করতে হবে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা নাহি আনিল মুনকার না করলে সেটা নিশ্চয় নিন্দনীয়। এক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি হলো, সরাসরি কোনো ভাইকে নিষেধ না করে পরামর্শের ভঙ্গিতে বলা। যেমন, ভাই লাইট জ্বালিয়ে না রাখলে কেমন হয়? তালিমের সময় কথা না বললে কেমন হয়? ক্ষেত্রবিশেষ হেকমতের ধরন বদলাবে। পরীক্ষার দিনে নিজ সন্তান গেইম খেলছে, তখন তাকে নাহি আনিল মুনকার করার ধরন হবে এমন– বাবা তুমি কি পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট চাও না? তুমি কি চাও না তোমার রেজাল্ট নিয়ে আমি আর তোমার আম্মু গর্ববোধ করি? ইত্যাদি।

৪. আমরা অনেকে ফাতাওয়া দিতে কার্পণ্য করি না। ফাতাওয়া দেওয়া মুফতি সাহেবের কাজ, আমি কেন অযথা নাক গলাতে যাব? এই অভ্যাস পরিত্যাগ করা চাই।

৫. আমাদের আরেকটা ভুল ধারণা হলো, আমরা মনে করি হিজরত ছাড়া ঈমান পূর্ণ হয় না, একিন তৈরি হয় না। এটি ভুল ধারণা।

## ইজতেমায়ি ও ইনফিরাদি মোট ১৬টি আমল

আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার পর কেউ যদি নিজেকে ইজতেমায়ি (সম্মিলিত) ও ইনফিরাদি (ব্যক্তিগত) মোট ১৬টি আমলে পুরোপুরি গুরুত্বের সাথে জুড়ে রাখে, তাহলে তার পুরো সময়টাই কাজে লাগবে এবং লাভজনক হবে। এখানে ইজতেমায়ি ও ইনফিরাদি মোট ১৬টি আমল তুলে ধরা হলো।

## ইনফিরাদি আমল ৮টি

১. প্রতিদিন কমপক্ষে এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করা ২. প্রতিদিন একটি হাদিস মুখস্থ করা এবং তার অর্থ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা ৩. প্রতিদিন একটি করে মাসনুন দোয়া মুখস্থ করা ৪. তাহাজ্জুদ, ইশরাকসহ বেশি বেশি নফল নামাজ পড়ার চেষ্টা করা ৫. প্রতিদিন কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ তায়ালার কাছে দীর্ঘসময় দোয়া করা ৬. সাথি-ভাইদের খেদমত করা ৭. সকাল-বিকাল তিন তাসবিহ আদায় করা ৮. দৈনন্দিন অন্তত ২৫ বার দাওয়াত দেওয়া ।

## ইজতেমায়ি আমল ৮টি

১. সফর ২. মাশওয়ারা বা পরামর্শ ৩. কিতাবের তালিম ৪. পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজ ৫. পানাহার ৬. ঘুম ৭. উমুমি গাশত ৮. মুজাকারা/মাগরিব বাদ বয়ান।

## ইজতেমায়ি কাজের গুরুত্ব

ইজতেমায়ি কাজ সমুদ্রের মতো, আর ইনফিরাদি কাজ সেই সমুদ্রে ভেজানো সুঁইয়ের সামান্য পানির মতো।

ইজতেমায়ি কাজ চলাকালীন ইনফিরাদি কাজ না করা; বরং ইজতেমায়ি কাজে ইস্তেকামাতের সাথে জমে বসা। ইজতেমায়ি কাজে সবাই একসাথে ইহতেমামের সাথে আমল করা, এক দুইজন এতে অবহেলা করলে সবাইকে তার ফল ভোগ করতে হয়। আমার উস্তাজে মুহতারাম মুফতি আব্দুস সালাম সাহেব (প্রধান মুফতি, ফরিদাবাদ মাদরাসা) প্রায় সময় বলেন, ইজতেমায়ি আমলে সবাই এক থাকা লাগে, এক দুই জন বে-উসুলি করলে এর প্রভাব সবার ওপর পড়ে, যেমন উহুদ যুদ্ধ। উহুদ যুদ্ধে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. এর নেতৃত্বে ৫০ জন দক্ষ তিরন্দাজের একটি দলকে কানাত উপত্যকার দক্ষিণে মুসলিম শিবিরের

পূর্বদক্ষিণে ১৫০ মিটার দূরে জাবালে রুমাত নামক একটি ছোট পাহাড়ে অবস্থানের নির্দেশ দেন। যেহেতু পেছন দিক থেকে শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরন্দাজদের নির্দেশ দেন, যাতে তিনি পরবর্তী নির্দেশ দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিরন্দাজরা কোনো অবস্থায় তাদের স্থান থেকে সরে না আসে। তিনি নির্দেশনা হিসেবে বলেন, 'তোমরা আমাদের পেছন দিকটা রক্ষা করবে। যদি তোমরা দেখ আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছি, তবুও তোমরা আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে না। আর যদি দেখতে পাও, আমরা গনিমতের মাল একত্র করছি, তবে তখনও তোমরা আমাদের সাথে যোগ দেবে না।' যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলমানদের বিজয় হলে সাহাবিগণ গনিমতের মাল সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এদিকে পাহাড়ের ওপরে থাকা তিরন্দাজ বাহিনী গনিমতের মাল নিতে তাদের জায়গা ছেড়ে দেন, তাদের আমির আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি. তাদেরকে বারণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা মনে করিয়ে দেন। তারা বলেন, হুজুরের আদেশ ছিল যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায়। এই ঘটনা সবার জানা। এখানে কয়েকজন ইজতেমায়ি কাজে অমনোযোগী হবার ফলে এর ক্ষতিপূরণ পুরো মুসলিম জামাতকেই দিতে হয়েছে। এই যুদ্ধেই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাঁত মোবারক শহিদ হয়। সেজন্য ইজতেমায়ি কাজ সবাই সম্মিলিত উদ্যমে করা চাই।

# সফর (মনজিল)

## চলার সুন্নাত ও আদব

১. বড় রাস্তা হলে ডান দিকে চলা।

২. দৃষ্টি নিচের দিকে রাখা।

৩. কিছুটা সম্মুখপানে ঝুঁকে চলা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে চলতেন।

৪. হাত-পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে অহংকারের সাথে না চলা।

৫. রাস্তা অতিক্রম করার সময় দ্রুত চলা।

৬. শিখতে এবং শেখাতে শেখাতে যাওয়া।

৭. রাস্তায় কষ্টদায়ক কিছু থাকলে সরিয়ে দেওয়া। সরানো সম্ভব না হলে পেছনের সাথি-ভাইদের সতর্ক করে দেওয়া।

৮. সালামে কালামে চলা।

## আরও কিছু আদব

১. কোথাও যাওয়ার সময় একা না যাওয়া, সাথে কাউকে নিয়ে যাওয়া। হাদিসে আছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একা সফরকারী শয়তান, দুইজনে দুই শয়তান, তিনজন মিলে জামাত।[১]

২. একজন আমির নিযুক্ত করা। হাদিসে আছে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন তিনজন মিলে সফরে যাও তখন একজনকে আমির বানিয়ে নাও।[২]

---

১. সুনানে আবু দাউদ, ৩/৩৬।

২. সুনানে আবু দাউদ, ৩/৩৬।

৩. বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া। কেননা হাদিসে আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় বৃহস্পতিবারেই সফরে বের হতেন।[১]

لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ.

৪. প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে দেরি না করে বাড়ি ফিরে আসা। কেননা হাদিসে আছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ .

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সফর (জাহান্নামের) শাস্তির অংশবিশেষ। তোমাদের ঘুম, পানাহারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। সুতরাং তোমরা যখন প্রয়োজন সেরে ফেলবে, তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে আসবে।[২]

৬. অপছন্দনীয় কিছু সাথে না নেওয়া। হাদিসে আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ أَوْ كَلْبٌ .

হজরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, ফেরেশতারা ঐ ব্যক্তির সাথি হন না, যার সাথে ঘণ্টা বা কুকুর থাকে।[৩]

৭. কোনো জায়গায় অবতরণ করলে এই দোয়া পড়া,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ .

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন (মুসাফির) ব্যক্তি কোনো জায়গায় অবতরণ করে এই দোয়া পড়ে

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

সেখান থেকে সে আবার বাহনে আরোহনের আগ পর্যন্ত কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।[৪]

---

১. সহিহ বুখারি, ৪/৫৯।
২. আমসালুল হাদিস, ১/৭৪।
৩. আস সুনানুল কুবরা, ৫/২৫৪।
৪. সহিহ মুসলিম, ১৩/২৩১।

৮. সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়া, তারপর বাসায় যাওয়া।

হাদিসে আছে,

عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي : ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

হজরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা যখন মদিনায় ফিরে আসলাম তিনি আমাকে বললেন, মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়।[১]

## মনজিল কী?

যে মসজিদে তাবলিগে যাচ্ছি, সে মহল্লার শুরুতেই সকল সাথি-ভাই পথ চলাচল বন্ধ করে সকলের মালামাল এক সাথে করে যে কথা বলা হয়, তাকেই মনজিল বলে।

### মনজিলের উদ্দেশ্য

সকল সাথি-ভাইদের জেহেন এক করা। অর্থাৎ রাস্তায় চলাকালীন বিভিন্ন বস্তুর দিকে দৃষ্টি যাওয়ার ফলে আমাদের মস্তিস্ক বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, তাই গন্তব্যস্থল অর্থাৎ মহল্লার শুরুতেই মনজিল করে সাথি-ভাইদের জেহেনকে এক করা এবং মনে করিয়ে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

### আলোচ্য বিষয়

১. আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা।

২. মনজিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা।

৩. এই এলাকায় জান-তর মেহনত করার আজমত প্রকাশ ও তার জন্য সাহায্য চেয়ে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া।

৪. মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত বলে তার পরের কাজের দিক-নির্দেশনা দেওয়া।

৫. সর্বশেষ দোয়ার মাধ্যমে মনজিল শেষ করা।

ক. দোয়াতে নিজের ও পুরো জাহানের হেদায়েতের দোয়া করা।

---

১. আস সুনানুল কুবরা, ৯/১৭৫।

খ. এলাকাবাসীর সৎ গুণ আমাদের মাঝে আসার ও আমাদের বদ আমল থেকে এলাকাবাসীর জন্য পানাহের দোয়া করা।

**উদাহরণ**

আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের মতো মানুষকে তাঁর রাস্তায় নিয়ে এসেছেন। আমরা নিজেরা আসিনি, আল্লাহ আমাদের এনেছেন। তো ভাই আমাদের এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল, ক. আমি নিজে কিভাবে জ্ঞানী, গুণী, কর্মঠ ও দীনের দায়ি বনতে পারি। খ. আমরা যে এলাকায় এসেছি, এই এলাকার প্রত্যেকটা ঘর থেকে কমপক্ষে একজন করে বালেগ পুরুষ আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া। গ. এই এলাকার মসজিদে পাঁচ কাজ চালু থাকলে আরও জোরদার করা, আর না থাকলে চালু করা– এই হলো আমাদের মাকসাদ। রাস্তায় চলাবস্থায় আমাদের নজর বিভিন্ন দিকে গিয়েছে, যার ফলে আমাদের জেহেনও বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাই এখন আমাদের এই মনজিল করা হচ্ছে। এখানে আমাদের সামানা যেমন এক করেছি, এর সাথে সাথে আমাদের জেহেনকেও এক করা। এই এলাকাবাসীর মধ্যে যে গুণ আছে, আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করা, যেন আল্লাহ তা আমাদের মধ্যে দান করেন এবং আমাদের মধ্যে যে খারাপ গুণ আছে, আল্লাহ যেন এসব থেকে এলাকাবাসীকে বাঁচান। এখন আমরা দোয়া করে মসজিদে সুন্নাত তরিকায় প্রবেশ করব। মসজিদে ঢুকে যাদের ওজু আছে, তারা দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ে নিব। তারপর মাশওয়ারার জন্য বসে যাব। আর যাদের ওজু নেই তারা ওজু করে মাশওয়ারার জন্য বসব।

# মাশওয়ারা বা পরামর্শ

মাশওয়ারা (পরামর্শ) সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

'আর তুমি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে পরামর্শ করো। অতঃপর তুমি যখন কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাও, তখন আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করো। আল্লাহ ভরসাকারীদেরকে পছন্দ করেন।'[১]

হাদিসে আছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ،

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জামাতের সাথে আল্লাহ আছেন।[২]

আরও বর্ণিত আছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا.

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর ও উমর রাযি.-কে বলেন, তোমরা যদি (মাশওয়ারা করে) কোনো সিদ্ধান্তে একমত হও, আমি তোমাদের বিপক্ষে যাব না। অর্থাৎ আমিও তোমাদের সিদ্ধান্তের সাথে একমত থাকব।[৩]

হজরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদি এমন কোনো বিষয় আমাদের সামনে আসে, যা করা-না করার ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে আমাদের নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা না থাকে, তবে এর ব্যাপারে আপনি কী বলেন? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এমতবস্থায় দীন সম্পর্কে জ্ঞানী ও ইবাদতগুজার

---

১. সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৫৯।

২. সুনানে নাসাঈ, ১২/৪৬০।

৩. মুসনাদে আহমাদ, ৪/২২৭।

লোকদের সাথে পরামর্শ করবে। আর কারও ব্যক্তিগত মতামতের ওপর ফায়সালা করবে না।[১]

## মাশওয়ারা কী?

মাশওয়ারা আল্লাহ তায়ালার হুকুম, নবীদের সুন্নাত, মুমিনের সিফাত। স্বাভাবিকভাবে কোনো বিষয়ে পরামর্শ করাকে মাশওয়ারা বলে।

### মাশওয়ারার হুকুম

দীনের জন্য মাশওয়ারা করা ওয়াজিব, দুনিয়ার জন্য মাশওয়ারা করা সুন্নাত।

### মাশওয়ারার উদ্দেশ্য

সারা বিশ্বের দীনী তাকাজাকে সামনে রেখে সাথি-ভাইদের রায় নিয়ে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা। এটা হলো জামাত চলাকালীন মাশওয়ারার উদ্দেশ্য। অন্যথায় বাসা-বাড়িতে ঈদ বা বিবাহ শাদির কেনা-কাটা নিয়ে মাশওয়ারার সময় তার উদ্দেশ্য অবশ্যই ভিন্ন হয়।

### মাশওয়ারার বিষয়বস্তু

মাশওয়ারার বিষয়বস্তু তিনটি।

১. নিজে কীভাবে জ্ঞানীগুণী, কর্মঠ, কর্মী, ঈমানওয়ালা, আমলওয়ালা মুখলিসিন দীনের দায়ী বনতে পারি।

২. আমরা যেভাবে মহল্লা থেকে বের হয়ে এসেছি, কীভাবে এ মহল্লা থেকে নগদ জামাত বের করা যায়, তার ফিকির করা।

৩. মহল্লায় মসজিদ-আবাদি মেহনত (পাঁচ কাজ) না থাকলে চালু করা, দুর্বল থাকলে জোরদার করা, আর জোরদার থাকলে এর থেকে ফায়দা নেয়া।

### মাশওয়ারার লাভ

জোড় মিল মহব্বত পয়দা হয়। খায়ের ও বরকত হয়। ওহির বরকত পাওয়া যায়। বে-ইজ্জত হতে হয় না। আল্লাহ গায়েবি গজব উঠিয়ে নেন। অতিশীঘ্র উত্তম প্রতিদান পাওয়া যায়।

কাতাদা রহ. বলেন, 'মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পরে পরামর্শ করে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার তাওফিক দেন।'

---

[১] عن علي قال قلت : يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا قال تشاورون الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. المعجم الأوسط - (٢ / ٢٧١)

## মাশওয়ারার আদব

১. প্রথমে একজন জিম্মাদার নিযুক্ত করা।

২. জিম্মাদারের ডান দিক থেকে রায় দেওয়া।

৩. নিজের রায় আমানতের সাথে দেওয়া।

৪. অন্যের রায় না কাটা।

৫. নিজের রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হলে খুশি না হওয়া; বরং আস্তাগফিরুল্লাহ পড়া।

৬. নিজের রায় অনুযায়ী সিদ্ধান্ত না হলে নাখোশ না হওয়া; বরং মনে করা যে আল্লাহ আমার মতামতে কল্যাণ রাখেননি বলেই তা গৃহীত হয়নি।

# আমির বানানোর শর্ত

১. পুরুষ হওয়া।

২. আকেল ও বালেগ হওয়া। (প্রাপ্তবয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া)

৩. স্বাধীন হওয়া।

যেকোনো একটি নয়, বরং তিনটিই একত্রে পাওয়া যেতে হবে।

## আমিরের আনুগত্য

আমির সাহেবের কথা মানার ব্যাপারে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا.

আমি তোমাদের খোদাভীতি, (আমিরের কথা) শ্রবণ এবং আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছি, যদিও সে একজন হাবশি গোলাম হয়।[১]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার নাফরমানি করল, সে আল্লাহর নাফরমানি করল। যে আমিরের নাফরমানি করল, সে আমার নাফরমানি করল।[২]

আমির সাহেব যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার নির্দেশ না দেন, ততক্ষণ আমির সাহেবের কথা মানতে হবে। কোনো নাফরমানির ক্ষেত্রে আমিরের আনুগত্য করা যাবে না। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ -

আনুগত্য কেবল সৎকাজেই।[৩]

---

১. সুনানে আবু দাউদ, ৪/২০০।

২. সহিহ বুখারি, ৯/৭৭।

৩. সহিহ বুখারি, ৫/২০৪।

# কিতাবি তালিম

তালিম সম্পর্কে যা যা আলোচনা করা হয়-

১. তালিম কী?

২. তালিমের উদ্দেশ্য

৩. তালিমের বিষয়বস্তু

৪. তালিমের লাভ

৫. তালিমের আদব

**তালিম কী?**

তালিম মসজিদে নববীর একটি বিশেষ আমল।

তালিমের উদ্দেশ্য

ফাজায়েলে তালিমের দ্বারা আল্লাহ তায়ালার (পুরস্কারের) ওয়াদা ও (আজাবের) ওয়াঈদের একিন দিলে পয়দা করা।

**তালিমের বিষয়বস্তু**

১. কুরআনের মশক

২. কিতাবি তালিম

৩. ছয় নম্বরের মুজাকারা

**তালিমের লাভ**

১. মূর্খতা, অজ্ঞতা, জাহেলিয়াত দূর হয়।

২. আমলের শওক পয়দা হয়।

৩. আমলের সাথে ইলমের সম্পর্ক তৈরি হয়।

৪. খারাপ আমলের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়।

৫. সকিনা অবতীর্ণ হয়।

৬. ওহির বরকত পাওয়া যায়।

৭. ফেরেশতারা উক্ত স্থান বেষ্টন করে থাকে।

৮. আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মজলিশে আলোচনা করেন।

## তালিমের প্রকার

১. মসজিদে তালিম।

২. মা-বোনদের নিয়ে ঘরে তালিম।

# তালিমের আদব

## তালিমে বসার আদব

ওজু করে নেওয়া, সম্ভব হলে সুগন্ধি লাগানো, গোলাকার হয়ে গায়ে গায়ে লেগে বসা, (শুরুতে) তাশাহহুদের সুরতে বসা, (পরবর্তী সময়ে ধরন বদলানো যেতে পারে) আমলের নিয়তে বসা, মুজাহাদার সঙ্গে বসা, অন্তরকে খালি করে বসা, জরুরতকে দাবিয়ে বসা।

## তালিম শোনার আদব

দিলকে খালি করে শুনা, মুতাকাল্লিমের দিকে তাকিয়ে শোনা, দিলের কানে শোনা, আমলের নিয়তে শোনা, অন্যের নিকট পৌঁছানোর নিয়তে শোনা, আল্লাহ পাকের নাম আসলে আল্লাহ জাল্লা-শানুহু বলা, আমাদের প্রিয় নবীর নাম শুনলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা, নবীগণ ও ফেরেশতাদের নাম আসলে আলাইহিস সালাম বলা, পুরুষ সাহাবিগণের নাম শুনলে রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলা, মহিলা সাহাবিগণের নাম আসলে রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলা, তিন বা ততোধিক নাম আসলে পুরুষের বেলায় রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আর মেয়েদের বেলায় রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহুন্না বলা, তাবেয়িন/তাবে-তাবেয়িন/পীর-বুজুর্গদের নাম আসলে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলা, আর জীবিত পীর বুজুর্গদের নাম আসলে দামাত বারাকাতুহুম বলা।

## সারা বছরে মোট ১০ টি কিতাবের তালিম করা হয়

ফাজায়েলে কুরআন, ফাজায়েলে নামাজ, ফাজায়েলে তাবলিগ, ফাজায়েলে জিকির, ফাজায়েলে হজ, ফাজায়েলে রমজান, হেকায়েতে সাহাবা, পুস্তি কা ওয়াহেদ এলাজ, ফাজায়েলে সাদাকাত, মুন্তাখাব হাদিস।

# পাঁচ ওয়াক্তের ফরজ নামাজ

**নামাজের ফরজ**

নামাজের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরজ

**নামাজের বাহিরে ৭ ফরজ**

১. শরীর পাক

২. কাপড় পাক

৩. নামাজের জায়গা পাক

৪. সতর ঢাকা

৫. কেবলামুখী হওয়া

৬. ওয়াক্ত মতো নামাজ পড়া

৭. নামাজের নিয়ত করা

**নামাজের ভিতরে ৬ ফরজ**

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা

২. (কিয়াম করা) দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া

৩. কিরাত পড়া

৪. রুকু করা

৫. দুই সেজদা করা

৬. আখেরি বৈঠক।

**নামাজের ওয়াজিব ১৪টি**

১. আলহামদু সুরা পড়া

২. আলহামদু সুরার সাথে অন্য একটি সুরা মেলানো

৩. রুকু সেজদায় দেরি করা

৪. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো

৫. দুই সেজদার মাঝে সোজা হয়ে বসা

৬. দরমিয়ানি বৈঠক (প্রথম বৈঠক)

৭. দুই বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া

৮. ইমামের জন্য কিরাত (স্থানবিশেষ উচু ও নিচুস্বরে) পড়া,

৯. ইমামের অনুসরণ করা

১০. ফরজ নামাজের ১ম দুই রাকাতে সুরা মিলানো

১১. প্রত্যেক রাকাতে ফরজ ওয়াজিবের তরতিব ঠিক রাখা

১২. বিতরের নামাজে দোয়া কুনুত পড়া

১৩. দুই ঈদের নামাজে অতিরিক্ত ৬ তাকবির বলা

১৪. সালাম বলে নামাজ শেষ করা।

**নামাজের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ১২টি**

১. দুই হাত উঠানো

২. দুই হাত বাঁধা

৩. ছানা পড়া

৪. আউযুবিল্লাহ পড়া

৫. বিসমিল্লাহ পড়া

৬. আলহামদু সুরার শেষে আমিন বলা

৭. রুকু সেজদা থেকে উঠার সময় আল্লাহু আকবার বলা

৮. রুকুর তাসবিহ পড়া

৯. সেজদার তাসবিহ পড়া

১০. রুকু থেকে উঠার সময় সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা লাকাল হামদু বলা

১১. দরুদ শরিফ পড়া

১২. দোয়া মাসুরা পড়া।

**নামাজ ভঙ্গের কারণ ১৯টি**

১. নামাজে অশুদ্ধ পড়া

২. নামাজের ভিতর কথা বলা

৩. কোনো লোককে সালাম দেওয়া

৪. সালামের উত্তর দেওয়া

৫. উহ-আহ শব্দ করা

৬. বিনা ওজরে কাশি দেওয়া

৭. আমলে কাসির করা

৮. বিপদে বা বেদনায় শব্দ করে কাঁদা

৯. তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় সতর খুলে থাকা

১০. মুক্তাদি ব্যতীত অপর ব্যক্তির লোকমা গ্রহণ করা

১১. সুসংবাদ বা দুঃসংবাদের উত্তর দেওয়া

১২. নাপাক জায়গায় সেজদা করা

১৩. কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে যাওয়া

১৪. নামাজে কুরআন শরিফ দেখে পড়া

১৫. নামাজে শব্দ করে হাসা

১৬. নামাজে দুনিয়াবি কোনো কিছু প্রার্থনা করা

১৭. হাঁচির উত্তর দেওয়া (জওয়াবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা)

১৮. নামাজে খাওয়া বা পান করা

১৯. ইমাম থেকে এগিয়ে মুক্তাদির দাঁড়ানো।

**তাশাহহুদ**

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ

**দরুদ শরিফ**

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

**সালামের আগে দোয়ায়ে মাসুরা**

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفورُ الرَّحيمُ

**মহিলাদের নামাজের পার্থক্য**

১. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।[১]

২. হাত কাপড়ের ভিতর থেকে বের না করা।[২]

৩. হাত বুকের উপর রাখা।[৩]

৪. আঙুলসমূহ মিলিয়ে ডানহাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর স্বাভাবিকভাবে রাখা। পুরুষদের মতো বাম হাতের কব্জি না ধরা।[৪]

৫. রুকুতে পুরুষদের তুলনায় কম ঝোঁকা।[৫]

৬. রুকুতে উভয় বাহু পাঁজরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলিয়ে রাখা।[৬]

৭. রুকুতে উভয় হাত হাঁটুর উপর স্বাভাবিক রাখা এবং হাতের আঙুলসমূহ মিলিয়ে রাখা। পুরুষদের ন্যায় আঙুল ছড়িয়ে হাঁটু না ধরা।[৭]

৮. রুকুতে উভয় পায়ের গোড়ালি পরিপূর্ণ মিলিয়ে রাখা।[৮]

৯. অত্যন্ত জড়োসড়ো ও সংকুচিত হয়ে সেজদা করা।[৯]

১০. সেজদায় পুরুষদের ন্যায় কনুই খোলা ও ছড়িয়ে না রাখা।[১০]

১১. উভয় রানের সঙ্গে পেট মিলিয়ে রাখা।[১১]

১২. বাহুদ্বয় সাধ্যানুযায়ী পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।[১২]

১৩. উভয় কনুই সাধ্যমতো মাটিতে মিলিয়ে রাখা।[১৩]

---

১. তাবারানি কাবির, ২২/১৯।
২. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ১১৭৩।
৩. ফাতাওয়ায়ে শামি, ১/৪৮৭।
৪. ফাতাওয়া রহিমিয়া, ৭/২২২।
৫. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস : ৫০৬৯।
৬. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস : ৫০৬৯।
৭. তাহতাবী, ২১৫।
৮. ফাতাওয়া শামি, ১/৫০৪।
৯. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস : ৫০৬৯।
১০. মারাসিলে আবি দাউদ, হাদিস : ৮৭।
১১. মারাসিলে আবি দাউদ, হাদিস : ৮৭।
১২. মারাসিলে আবি দাউদ, হাদিস : ৮৭।
১৩. মারাসিলে আবি দাউদ, হাদিস : ৮৭।

১৪. সেজদায় উভয় পা খাড়া না রাখা; বরং ডান দিক দিয়ে উভয় পা বের করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা এবং উভয় পায়ের আঙুলসমূহ যথাসম্ভব কিবলামুখী করে রাখা।[১]

১৫. বৈঠকের সময় বাম নিতম্বের উপর বসা।[২]

১৬. উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে কিবলামুখী করে মাটিতে বিছিয়ে রাখা।[৩]

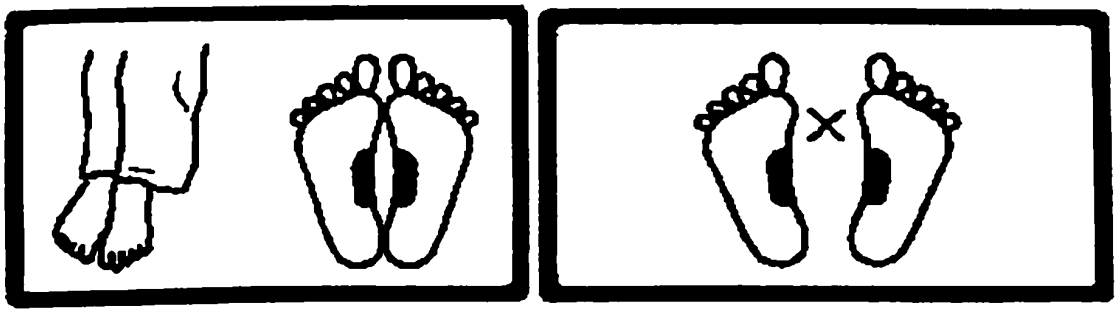
১৭. বৈঠকের সময় হাতের আঙুলসমূহ মিলিয়ে হাঁটু বরাবর রাখা।[৪]

**ছবিতে মহিলাদের নামাজ**

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে, নামাজের অনেক জায়গায় পুরুষ এবং মহিলাদের নামাজের পার্থক্য আছে। নিচে ছবিসহ পার্থক্যগুলো তুলে ধরা হলো।

১. নামাজে দাঁড়ানোর সময় পুরুষের মতো দুই পায়ের মাঝে ফাঁকা জায়গা রাখবে না, বরং দুই পা মিলিয়ে দাঁড়াবে।

**শুদ্ধ নিয়ম** **ভুল নিয়ম**



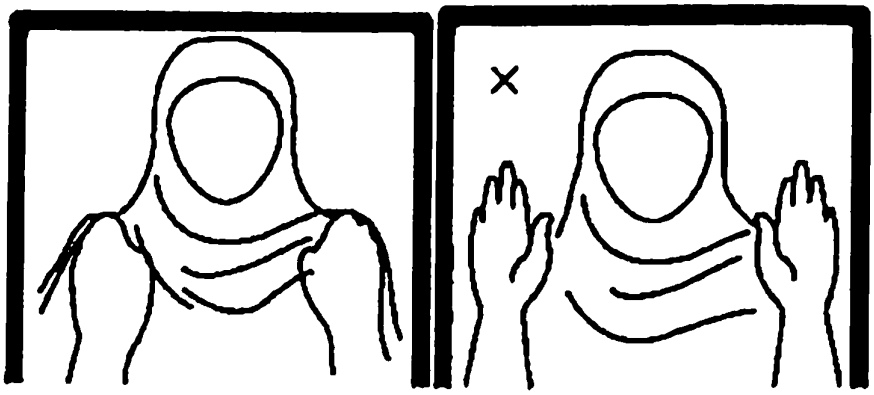
২. মহিলাদের নামাজের সময় মুখমণ্ডল, হাত ও পা ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখবে।

৩. মহিলারা তাকবিরে তাহরিমার সময় পুরুষদের মতো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে না; বরং কাঁধ বরাবর উঠাবে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, হাত উঠানোর সময় হাত কাপড়ের ভিতরেই থাকবে, কাপড়ের বাইরে নয়।

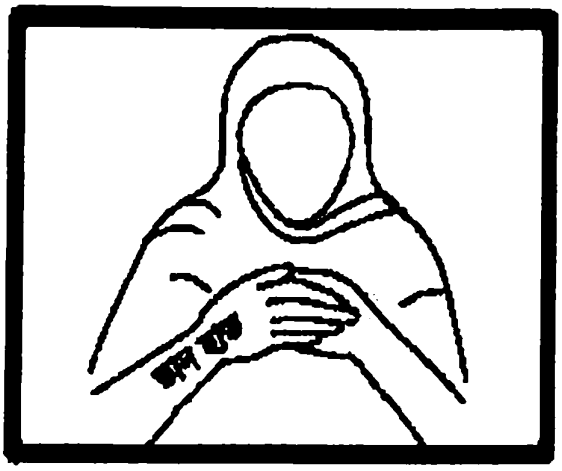
---

১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ২৭৮১, ২৭৯২।
২. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩/১৩৯।
৩. আল ইস্তিযকার, ১/৪৮০।
৪. মুসানাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদিস : ২৭৮৫।

শুদ্ধ নিয়ম ভুল নিয়ম

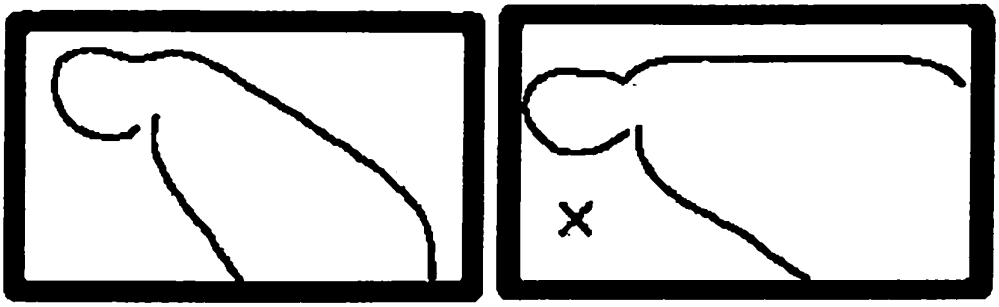


৪. মহিলারা হাত বাঁধার সময় পুরুষদের মতো নাভির নিচে হাত না বেঁধে বুকের ওপর কাপড়ের নিচে হাত বাঁধবে। এক্ষেত্রে পুরুষদের মতো ডান হাত দিয়ে বাম হাত শক্ত করে না ধরে বাম হাতের পিঠের উপর ডান হাত চেপে রাখবে এবং আঙুল মিলিয়ে রাখবে।

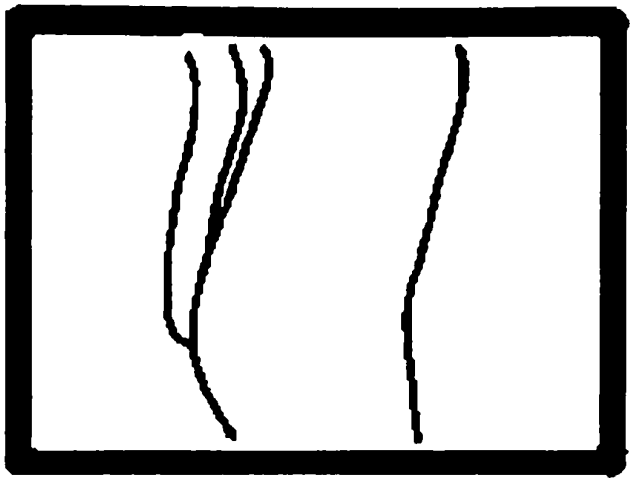


৫. রুকুর সময় মহিলারা পুরুষদের মতো সম্পূর্ণ না ঝুঁকে হালকা ঝুঁকবে।

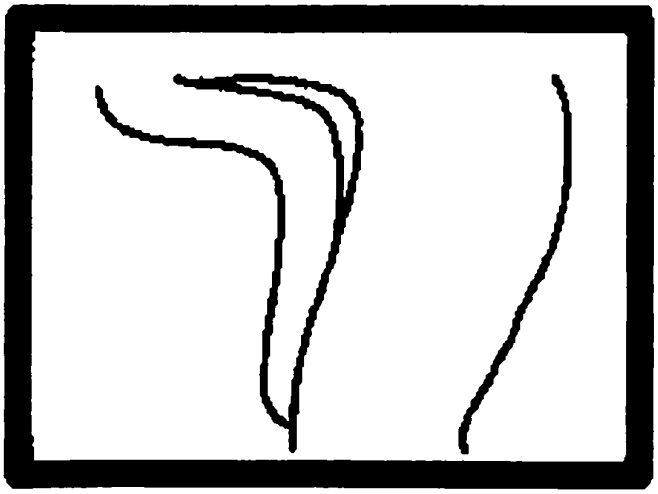
শুদ্ধ নিয়ম ভুল নিয়ম



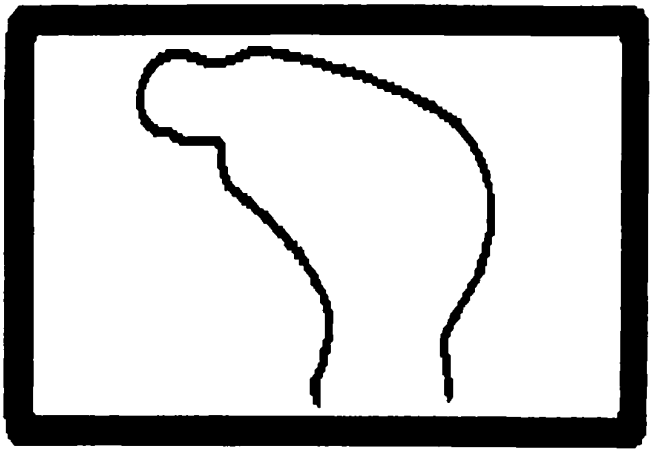
৬. রুকুতে হাঁটু শক্ত করে আঁকড়ে না ধরে হাতের আঙুল মিলিয়ে হাঁটুর ওপর চেপে হাত রাখবে এবং পুরুষদের মতো পা সোজা না রেখে সামান্য সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে।



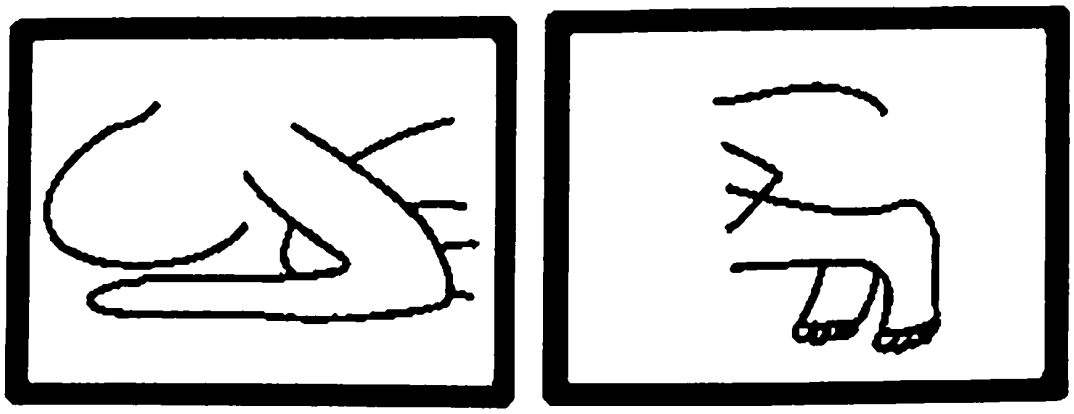
৭. পুরুষের মতো নিজের বাহু ও বগল পৃথক না রেখে মিলিয়ে রাখবে।



৮. সেজদায় যাওয়ার সময় পুরুষরা জমিনে হাঁটু ঠেকানোর আগে সিনা ঝুঁকাবে না। কিন্তু মহিলারা প্রথম থেকেই শরীর কিছু সামনের দিকে ঝুঁকাবে।

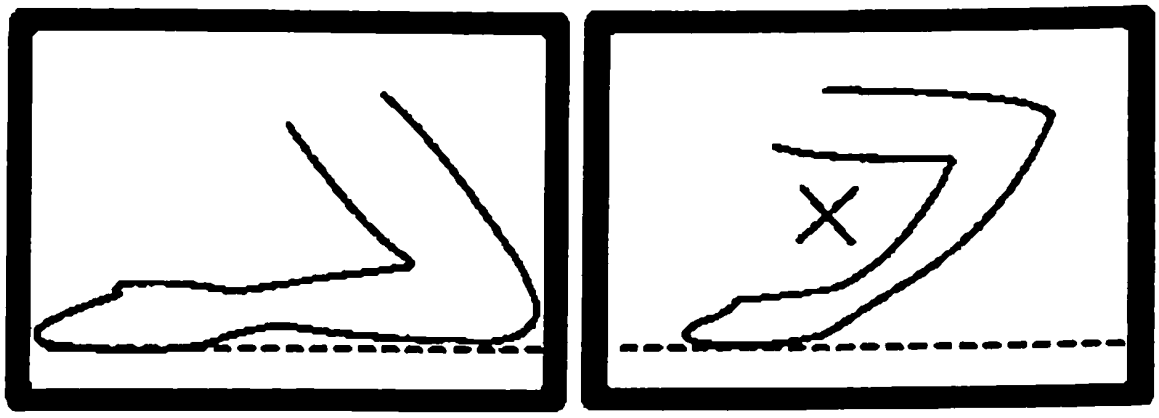


৯. মহিলারা সেজদায় উরু পেটের সাথে ও বাহু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় পা পুরুষের মতো খাড়া না রেখে ডান দিকে বের করে বিছিয়ে রাখবে।

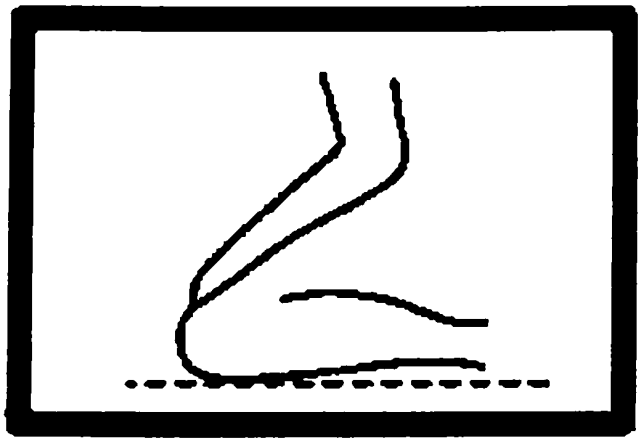


১০. সেজদায় হাত পুরুষদের মতো জমিন থেকে পৃথক না রেখে মিলিয়ে রাখবে।

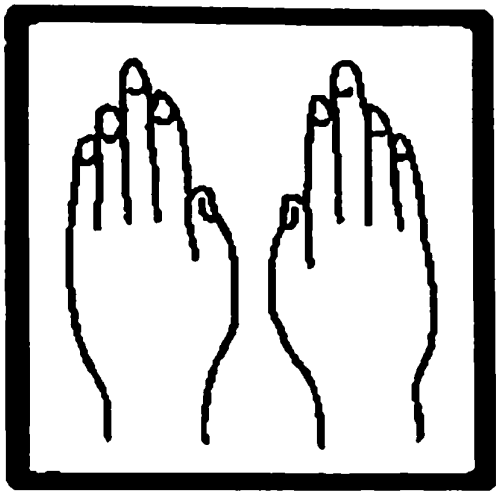
শুদ্ধ নিয়ম ভুল নিয়ম



১১. বৈঠকগুলোতে উভয় পা ডান দিকে বের করে বাম নিতম্বের ওপর বসবে। ডান পায়ের নলা বাম পায়ের নলার ওপর রাখবে।



১২. রুকু, সেজদা, বসা সর্বাবস্থায় সকল স্থানেই আঙুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।



## ইশরাক ও তার ফজিলত

সূর্যোদয়ের বারো/তেরো মিনিট পর সূর্য সামান্য উপরে উঠলে যে নামাজ পড়া হয়, তাকে ইশরাকের নামাজ বলে।

### ইশরাক নামাজের ফজিলত

ইশরাকের নামাজ দুই নিয়তে চার রাকাত। প্রথম দুই রাকাত ইশরাকের নামাজ পড়লে এক হজ ও এক উমরার সমান সাওয়াব আল্লাহ দান করেন। (সুনানে তিরমিযি ১/১৩০)[১]

এরপর দ্বিতীয় আরও দুই রাকাতসহ মোট চার রাকাত পড়লে, আল্লাহ তায়ালা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার সেদিনের সকল কাজের জিম্মাদার হয়ে যান। (সুনানে তিরমিযি, ১/১০৮)[২]

## ইশরাকের নামাজ পড়ার নিয়মাবলি

ফজরের নামাজ পড়ে দুনিয়াবি কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবেন। সূর্য ওঠা পর্যন্ত স্বীয় নামাজের জায়গায় বা (পুরুষগণ) মসজিদে বসে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির-আজকার তাসবিহ-তাহলিল ইত্যাদিতে লিপ্ত থাকবেন। অতঃপর সূর্যোদয়ের বারো/তেরো মিনিট পর সূর্য সামান্য ওপরে উঠলে ইশরাকের সময় হয়। তখন দুই সালামে ইশরাকের নিয়তে চার রাকাত নামাজ পড়ুন।

---

[১] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

[২] عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

## চাশতের নামাজ ও তার ফজিলত

সূর্য যখন আকাশে এক চতুর্থাংশ ওপরে উঠে এবং তার তাপ প্রখর হয়, তখন থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত (৯টা থেকে ১১টার মধ্যে) চাশতের সময়। তখন দুই, চার বা আট রাকাত নামাজ পড়বেন। এই নামাজকে চাশতের নামাজ বলে। হাদিস শরিফে আছে, চাশতের দুই রাকাত নামাজে শরীরের সর্বমোট ৩৬০টি জোড়ার সদকা আদায় হয়ে যায়।[১] এ ছাড়াও হাদিসে চাশতের নামাজের আরও অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

## আওয়াবিনের নামাজ ও তার ফজিলত

মাগরিবের ফরজ ও সুন্নাতের পর এশার ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আউয়াবিনের নামাজের সময়। এই সময়ে নফলের নিয়তে কমপক্ষে ছয় রাকাত ঊর্ধ্বে বিশ রাকাত পর্যন্ত নামাজ পড়া যায়। এ নামাজকে আউয়াবিনের নামাজ বলে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের সুন্নাতের পর ছয় রাকাত নফল নামাজ পড়বে, সে বারো বছর ইবাদতের সমান সাওয়াব লাভ করবে। (সুনানে তিরমিযি ১/৯৮)[২]

হাদিসে আরও আছে, যে ব্যক্তি মাগরিব নামাজের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়বে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।[৩]

## তাহাজ্জুদের সময় ও তার ফজিলত

নফল নামাজসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাহাজ্জুদ নামাজ। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়ার পূর্বে এ নামাজ ফরজ ছিলো। পরবর্তী সময়ে নফল হিসেবে গণ্য হয়। এ নামাজ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'ফরজ নামাজের পর শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ)।'[৪]

---

[১] عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ « يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى صحيح مسلم.- (٢ / ٨٥١)

[২] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ، عُدِلْنَ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً المعجم الكبير - (٩١ / ٩٣١)

[৩] عَنْ جَدِّي ، قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ ، مَا هَذِهِ الصَّلاةُ ؟ فَقَالَ : رَأَيْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ ، وَقَالَ : مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ المعجم الصغير ٦٣ . - (٢ / ٧٢١)

[৪] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ

শেষ রাতে ত্রি-প্রহরের সময় (সাহরির সময়) থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাজের সময়। তবে দিনের কঠোর পরিশ্রমে যাদের শেষ রাতে ওঠা অনিশ্চিত হয়, তারা এশার পর ঘুমানোর পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে ২/৪ রাকাত নামাজ পড়ে নিতে পারেন। এরপর সম্ভব হলে আবার শেষ রাতে ওঠে তাহাজ্জুদ পড়বেন। আর তখন না উঠতে পারলে প্রথম রাত্রির সেই নামাজের কারণে তাহাজ্জুদের ফজিলত থেকে পূর্ণ মাহরুম হবেন না ইনশাআল্লাহ।

## তাহাজ্জুদের ফজিলত

হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতি রাতেই নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন। যখন রাতের শেষ তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তিনি তখন বলতে থাকেন– কে আছো যে আমায় ডাকবে, আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছো যে আমার কাছে কিছু চাইবে, আর আমি তাকে তা দান করব? কে আছো যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব?[১]

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নামাজ।'[২]

হজরত জাবির রাযি. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাতের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোনো মুসলমান তা লাভ করে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে ইহ ও পরকালের কোনো কল্যাণ চায়, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তা দান করেন।[৩]

## যাওয়ালের নামাজ

যাওয়ালের নামাজ একটি ফজিলতপূর্ণ নফল নামাজ। এ নামাজ দুপুরে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার সাথে সাথে আদায় করতে হয়। যেমন, নামাজের

---

اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ سنن الترمذى - (٢ / ٦٦٢)

[১] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَنْزِلُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ - مسند احمد - (٢ / ٧٨٤)

[২] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ -سنن الترمذى - (٢ / ٦٦٢)

[৩] عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ فِى اللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ -صحيح مسلم.- (٢ / ٥٧١)

স্থায়ী সময়সূচি ক্যালেন্ডারে যোহরের যে শুরুর ওয়াক্ত দেওয়া হয়, সেটাই সূর্য ঢলার সময়। সেই সময় হওয়ার সাথে সাথে যাওয়ালের নামাজ হিসেবে চার রাকাত নফল নামাজ পড়তে হয়।

এ সময়ের নামাজের ফজিলত হলো, এ সময় আল্লাহ তায়ালা আসমানের সব দরজা খুলে দেন এবং সহজেই সব ইবাদত-বন্দেগি ও দোয়া কবুল হয়।[১]

## সালাতুস তাসবিহ নামাজের গুরুত্ব ও পড়ার নিয়মাবলি

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আপন চাচা হজরত আব্বাস রাযি. কে বললেন, হে আব্বাস.. হে আমার চাচা.. আমি কি আপনাকে একটি দান একটি বখশিশ দিব? একটি জিনিস বলে দিব? আপনাকে দশটি জিনিসের মালিক বানাবো? যখন আপনি এই কাজটি করবেন, তখন আল্লাহ তায়ালা আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের গুনাহ, নতুন ও পুরাতন গুনাহ, ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত গুনাহ, সগিরা ও কবিরা গুনাহ, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ– সব মাফ করে দিবেন। সেই কাজটি হলো, চার রাকাত নফল নামাজ (সালাতুত তাসবিহের নিয়তে) পড়ুন। প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পড়ে সুরা মেলানোর পর রুকুতে যাওয়ার আগে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ১৫ বার পড়ুন। অতঃপর যখন রুকু করবেন তখন দশবার পড়ুন, অতঃপর যখন রুকু থেকে দাঁড়াবেন তখন দশবার পড়ুন। অতঃপর সেজদা করুন এবং দশবার পড়ুন। অতঃপর সেজদা থেকে বসে দশবার পড়ুন। যখন দ্বিতীয় সেজদায় যাবেন তখন দশবার পড়ুন। তারপর যখন দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠবেন তখন দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর পূর্বে বসে দশবার পড়ুন। এ সব মিলে মোট ৭৫ বার হলো। এভাবে প্রতি রাকাতে ৭৫ বার হবে।

যদি সম্ভব হয়, তবে প্রতিদিন একবার এই নামাজ পড়বেন। যদি সম্ভব না হয়, তবে প্রতি জুমার দিনে একবার পড়বেন। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তবে মাসে একবার পড়বেন। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে প্রতি বৎসর একবার পড়বেন। তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে সারা জীবনে অন্তত একবার হলেও এই নামাজ অবশ্যই পড়বেন।[২]

---

[১] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يُصَلِّى أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِى فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ - سنن الترمذى (٢/ ٩٢٣)

[২] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ « يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ

## সালাতুত তাসবিহ পড়ার পদ্ধতি

সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, নামাজের জন্য নিষিদ্ধ ও মাকরুহ সময় ব্যতীত দিন অথবা রাতের যেকোনো সময় একসাথে চার রাকাতে এই নামাজ আদায় করতে হয়। কিন্তু যোহরের আগে পড়াকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। (ফাতাওয়ায়ে আলামগিরি)

## সালাতুত তাসবিহ নামাজে যে তাসবিহ পড়তে হবে

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

'সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'

### বিস্তারিত নিয়ম

নিম্নোক্ত উপায়ে পুরো চার রাকাতে মোট ৩০০ বার উপরোল্লিখিত তাসবিহ পড়তে হবে, তথা প্রতি রাকাতে ৭৫ বার পড়তে হবে।

১ম রাকাতে সানা পড়ার পরে তাসবিহটি ১৫ বার পড়তে হবে।

তারপর স্বাভাবিক নিয়মে সুরা ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সুরা অথবা অন্তত তিন আয়াত পড়ার পরে তাসবিহটি ১০ বার পড়তে হবে।

এরপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ পড়ার পরে তাসবিহটি ১০ বার পড়তে হবে।

এরপর কিয়াম এ গিয়ে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' পড়ার পর তাসবিহটি ১০ বার পড়তে হবে।

এরপর সেজদায় গিয়ে সেজদার তাসবিহ পড়ে তাসবিহটি ১০ বার পড়তে হবে।

প্রথম সেজদা থেকে বসে তাসবিহটি ১০ বার পড়তে হবে।

এরপর আবার সেজদায় গিয়ে সেজদার তাসবিহ পড়ে তাসবিহটি ১০ বার পড়তে হবে।

---

أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً ».. سنن ابي داود (١ / ٩٩٤)

তারপর এভাবেই ২য় রাকাত পড়তে হবে, কিন্তু ২য় রাকাতে সুরা ফাতিহা পড়ার আগে তাসবিহটি ১৫ বার পড়তে হবে।

অতঃপর ২য় রাকাত এর ২য় সেজদার পর 'আত্তাহিয়্যাতু', দরুদ আর দোয়া পড়ার পরে সালাম না ফিরিয়ে, ১ম রাকাতের মতো ৩য় রাকাত শুরু করতে হবে (তাসবিহটি ১৫ বার পড়ে, স্বাভাবিক নিয়মে সুরা ফাতিহা ও অন্য আরেকটি সুরা পড়তে হবে) একই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী ২ রাকাত শেষ করতে হবে। এভাবেই প্রতি রাকাতে ৭৫ বার করে চার রাকাতে ৩০০ বার উল্লিখিত তাসবিহ পড়তে হবে।

## ইস্তেখারার নামাজ

ইস্তেখারা করার বিভিন্ন পদ্ধতি উলামায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত রয়েছে। যা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে তারা বর্ণনা করেছেন। কুতুবে সিত্তার হাদিসে ইস্তেখারা করার যে পদ্ধতি এসেছে তা হলো, প্রথমে ইস্তেখারার নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়বে। তারপর ইস্তেখারার দোয়া পড়বে। এ দোয়ার যেখানে 'হা-যাল আমর' শব্দটি আসবে, সেখানে মনে মনে যে কাজটির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাচ্ছে সেটি উচ্চারণ করবে, আরবিতে বা মনে মনে সে বিষয়টি ভেবে নিবে। চাকুরি, বিবাহ-শাদি, সফরে গমন, বা অন্য কোনো বৈধ কাজের পূর্বে ইস্তেখারা করা যেতে পারে।

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক কাজেই ইস্তেখারা (তথা কল্যাণ কামনার নামাজ ও দোয়া) শিক্ষা দিতেন, যেমন আমাদেরকে কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেন ফরজ নামাজ ব্যতীত দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে, অতঃপর যেন বলে,[১]

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ؛ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ

---

১.. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ، وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ ، وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ، أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ : وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ. صحيح البخاري - (٢ / ٠٧)

إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ: عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের সাহায্যে আপনার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা আপনিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং আপনি গায়েবি বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করবে) আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে, (অথবা বলেছেন) ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং তাকে আমার জন্য সহজলভ্য করে দিন, তারপর তাতে আমার জন্য বরকত দান করুন। আর এই কাজটি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে, (অথবা বলেছেন) ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক, আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট রাখুন।

# পানাহার

## খাবারের সুন্নাত

১. উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া।[১]

২. দস্তরখানা বিছিয়ে খানা খাওয়া।[২ ৩]

৩. (উঁচু স্বরে) বিসমিল্লাহ পড়া।[৪]

৪. ডান হাত দিয়ে খাওয়া।[৫]

৫. খাবারের মজলিসে বয়সের দিক দিয়ে যিনি বড় এবং বুজুর্গ, তাঁর দ্বারা খানা শুরু করানো।[৬]

৬. খাদ্য এক ধরনের হলে নিজের সামন থেকে খাওয়া।[৭]

৭. খাদ্যের কোনো অংশ পড়ে গেলে উঠিয়ে (প্রয়োজনে পরিষ্কার করে) খাওয়া।[৮]

৮. হেলান দিয়ে বসে না খাওয়া।[৯]

৯. খাদ্যের ত্রুটি বের না করা।[১০]

১০. জুতা পরিহিত থাকলে জুতা খুলে খাওয়া।[১১]

---

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৭৬১।

২. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৮৬।

৩. বি.দ্র.– ক. প্রথমে খাবার তথা আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে বসা, তারপর দস্তরখানা বিছানো। সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৮৫, ৫৩৯৯।
খ. দস্তরখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। এর উপর ঝুটা (উচ্ছিষ্ট খাবার) হাড্ডি ইত্যাদি না ফেলা বা তাতে পা না রাখা উচিত। সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০৩৩।

৪. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৭৬।

৫. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৭৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০২০।

৬. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০১৭।

৭. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৭৬।

৮. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০৩৩।

৯. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৯৮।

১০. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪০৯।

১১. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস : ৭১২৯।

১১. খাবারের সময় তিনভাবে বসা যায়-

ক. উভয় হাঁটু উঠিয়ে এবং পদযুগলে ভর করে।[১]

খ. এক হাঁটু উঠিয়ে এবং অপর হাঁটু বিছিয়ে।[২]

গ. উভয় হাঁটু বিছিয়ে অর্থাৎ নামাজের বৈঠকের ন্যায় বসে সামান্য সম্মুখপানে ঝুঁকে আহার করা।[৩ ৪]

১২. ক. খাওয়া শেষে খাবারের পাত্রসমূহ আঙুল দ্বারা ভালোভাবে চেটে পরিষ্কার করে খাওয়া।[৫]

খ. এতে খাবারের পাত্রসমূহ আহারকারীর জন্য মাগফিরাত কামনায় মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করে।[৬]

গ. হাতের আঙুলসমূহ যথাক্রমে মধ্যমা, শাহাদত, বৃদ্ধা চেটে খাওয়া।[৭]

১৩. খাবার শেষে এই দোয়া পড়া,

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ[৮]

১৪. খাবার শেষে দস্তরখানা উঠিয়ে তারপর নিজে ওঠা।[৯]

১৫. দস্তরখানা ও অবশিষ্ট খাদ্য উঠানোর সময় এই দোয়া পড়া,

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ ، وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا[১০]

১৬. খাবার খেয়ে উভয় হাত ধোয়া।[১১]

১৭. কুলি করে মুখ পরিষ্কার করা।[১২]

---

১. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০৪৪।

২. শরহুস সুন্নাহ, হাদিস : ৩৫৭৭।

৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৭৭৩।

৪. বি.দ্র.- ওজরের কারণে আসন দিয়ে বসারও অনুমতি আছে।
সুরা নূর, আয়াত : ৬১, আল ইতহাফ ৫/৪৮০

৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০৩৩।

৬. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ১৮০৪।

৭. তাবরানি আউসাত, হাদিস : ১৬৪৯।

৮. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৫০।

৯. ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩২৯৫।

১০. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৫৮।

১১. সুনানে তিরমিযি, হাদিস : ১৮৪৬।

১২. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৪৫৫।

১৮. খাবারগ্রহণের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়ার পর মাঝে এই দোয়া পড়া,

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ[১]

১৯. কারও মেহমান হয়ে খাবার খেলে প্রথমে আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করে ১৩ নং সুন্নাতে বর্ণিত দোয়া পড়ার পর মেজবানের শুকরিয়া আদায় করতে এই দোয়া পড়া,

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي[২]

হাদিসে এ দোয়াটি মেজবানকে শুনিয়ে পড়তেও উৎসাহিত করা হয়েছে,

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ[৩]

২০. খাওয়ার সময় একেবারে নিশ্চুপ থাকা মাকরুহ। এজন্য খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে পরস্পর ভালো কথা আলোচনা করা। কিন্তু যে ধরনের কথা বা সংবাদে দুশ্চিন্তা কিংবা ঘৃণার উদ্রেক হতে পারে, তা খাওয়ার সময় বলা অনুচিত।[৪]

## আরও কিছু আদব

জামাতে বা অন্য জায়গায় একসাথে একাধিক ব্যক্তি খাওয়ার সময়;

১. নিজের সামনে থেকে খাওয়া। তবে একাধিক পদের খাবার হলে নিজের সামনে না থাকা পদের খাবারটির জন্য অপর ভাইয়ের সামনে থেকে খাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভদ্রতা বজায় রাখা চাই।

২. একরামের সাথে খাওয়া। অর্থাৎ নিজে কম খেয়ে সাথি ভাইদের বেশি খাওয়ানো।

৩. একরাম করতে না পারলে কমপক্ষে ইনসাফের খানা খাওয়া। অর্থাৎ সমান সমান খাওয়া।

৪. কোনো অবস্থায় জুলুমের সাথে না খাওয়া। অর্থাৎ নিজে বেশি খেয়ে অন্যদের কম খেতে দেওয়া।

---

১. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৭৬৭।

২. সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২০৫৫।

৩. সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৫৪।

৪. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫৩৭৬।

৫. নিজের হাত এমনভাবে না রাখা যে–পাশে বসা সাথির খেতে কষ্ট হয়। অধিক সময় এমন হয়ে থাকে। যেমন, আপনি ডান হাতে খাচ্ছেন আর বাম হাত ঝুলিয়ে রেখেছেন, অথচ বাম পাশে যিনি বসেছেন বেচারা তো খেতেই পারছেন না।

৬. এমনভাবে না খাওয়া যে–আমার খাওয়ার ভঙ্গি দেখে অন্য ভাইয়েরা খেতে ঘৃণাবোধ করছেন।

৭. খানার মাঝে হাঁচি আসলে মুখ পিছনে ফিরিয়ে নেওয়া।

৮. খাবার প্রয়োজন হলে সুবহানাল্লাহ, আর না হলে আলহামদুলিল্লাহ– এসব মোটেও না বলা। এটা তো আল্লাহ তায়ালার জিকিরের অবমাননা করা হয়। কেননা এখানে আল্লাহ তায়ালার জিকির উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে খাবার চাওয়া। তো খাবার চাওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার জিকির ব্যবহার করাটা কত বড় জুলুম! আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমিন।[১]

**পানি পান করার ৬টি সুন্নাত**

১. পানির পাত্র ডান হাত দিয়ে ধরা।

২. বসে পান করা, বসতে অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে পান না করা।

৩. بِسْمِ اللهِ বলে পান করা।

৪. কমপক্ষে তিন শ্বাসে পান করা এবং শ্বাস ছাড়ার সময় পানির পাত্র মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া।

৫. দেখে পান করা।

৬. পান করে اَلْحَمْدُ لِلهِ বলা।

**খাবার সামনে আসলে এই দোয়া পড়া**

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

**খাবার শুরুর দোয়া**

بِسْمِ اللهِ وَ عَلَى بَرَكَةِ اللهِ

---

১. মুফতি দেলোয়ার হোসাইন সাহেব দা.বা. বলেন, আল্লাহ তায়ালার জিকির বিল কসদ হওয়া দরকার, অন্য কাজের জন্য আল্লাহ তায়ালার জিকিরের ব্যবহার জায়েজ নেই, যেমন মাইক টেস্টের জন্য জিকির করা। এখানে জিকির করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো মাইক টেস্টিং। আর মাইক টেস্টের জন্য আল্লাহ তায়ালার জিকির ব্যবহার করা হচ্ছে।

**দোয়া ভুলে গেলে এই দোয়া পড়া**

যদি শুরুতে ভুলে যায়, তাহলে যখন স্মরণ হবে তখন বলবে

بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

**দাওয়াত খাওয়ার দোয়া**

দাওয়াত খাওয়ার পর এ দোয়া পড়া

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعِمْنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي

# ঘুম

**ঘুমানোর সুন্নাত**

১. ঘুমানোর পূর্বে ওজু করা।

২. এশার নামাজ পড়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যাওয়া, যাতে তাহাজ্জুদের সময় জাগ্রত হতে সহজ হয়।

৩. ঘুমানোর আগে বিসমিল্লাহ পড়ে এই কাজগুলো করা–দরজা বন্ধ করা। বাতি নিভানো। পানির মশক বা খাদ্যদ্রব্যের অন্যান্য পাত্রসমূহ ঢেকে রাখা। ঢাকার কোনো বস্তু না থাকলে বিসমিল্লাহ পড়ে পাত্রের মুখে একটি লাঠি দিয়ে রাখা।

৪. ঘুমানোর পূর্বে বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নেওয়া।

৫. উপুড় হয়ে না ঘুমানো। কেননা এভাবে শয়তান শয়ন করে থাকে।

৬. (শুরুতে) ডান কাত হয়ে কিবলামুখী হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে ঘুমানো। পরে কাঁধ পরিবর্তন করা যেতে পারে।

৭. ঘুমানোর পূর্বে কয়েকবার দরুদ শরিফ পাঠ করা এবং তাসবিহে ফাতেমি অর্থাৎ ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করা।

৮. ঘুমানোর পূর্বে পরিহিত কাপড় পরিবর্তন করে ঘুমানোর কাপড় পরিধান করা।

৯. ঘুমানোর পূর্বে তিনবার ইস্তেগফার, ঘুমানোর দোয়া ও কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করা।

১০. দুপুরের খাবারের পর সময় থাকলে কিছুক্ষণ শয়ন (কায়লুলা) করা।

১১. ঘুমানোর পূর্বে সুরা ইখলাস, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে হাত বুলিয়ে দেওয়া সুন্নাত।

১২. ঘুমানোর পূর্বে উভয় চোখে তিনবার করে সুরমা লাগানো সুন্নাত।

১৩. দুঃস্বপ্ন দেখলে তিনবার আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম পড়ে বাম দিকে থুথু ফেলে পার্শ্ব পরিবর্তন করে শুয়ে এই দোয়াটি পড়বে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا

১৪. ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এই দোয়া পড়বে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

**ঘুমানোর আগে গুরুত্বপূর্ণ ৭টি সুন্নাতি আমল**

১. আয়াতুল কুরসি ১ বার পাঠ করা।

ঘুমানোর পূর্বে আয়াতুল কুরসি পাঠ করার ফজিলত হলো,

ক. সকাল পর্যন্ত তার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একজন হেফাজতকারী (ফেরেশতা) তাকে নিরাপত্তা দেবে।

খ. শয়তান তার কাছে আসতে পারবে না।

হাদিসে আছে, 'যখন বিছানায় ঘুমাতে যাবে আয়াতুল কুরসি পাঠ করবে। তাহলে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তোমার ওপর সব সময় একজন হেফাযতকারী নিযুক্ত থাকবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার ধারে কাছেও আসতে পারবে না।'[১]

২. সুরা বাকারার শেষ দুই আয়াত ১ বার পড়া।

ঘুমানোর আগে সুরা বাকারার শেষ ২ আয়াত (২৮৫, ২৮৬) পড়ার ফজিলত হলো,

ক. রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার সমান সাওয়াব পাওয়া যাবে।

খ. বালা-মুসিবত ও যেকোনো ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট হবে।

গ. জিন ও শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট হবে।

ঘ. আয়াতগুলো পড়া শেষে 'আমিন' বললে আয়াতগুলোতে যে দোয়া আছে সেগুলো আল্লাহ তায়ালা কবুল করে নেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা সুরা বাকারার শেষ

---

[১] قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) حَتَّى تَخْتِمَ الآيَةَ ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ -صحيح البخاري (٨/ ٨٦٣)

দুই আয়াত পড়বে, সেটা তার জন্য যথেষ্ট হবে'।[১] (সহিহ বুখারি ৫০১০, সহিহ মুসলিম ৮০৭)

৩. ঘুমানোর আগে সুরা কাফিরুন ১ বার পড়া।

এর উপকারিতা হলো; হজরত নাওফাল রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি আমার শয্যাগ্রহণের সময় বলতে পারি। তিনি বললেন, 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরুন' সুরাটি পাঠ করবে। কেননা এটি হলো শিরকের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা।[২] (আবু দাউদ ৫০৫৫, তিরমিযি ৩৪০৩, আহমাদ ২৩৮০৭।)

৪. সুরা ইখলাস পাঠ করা ১ বার, ৩ বার অথবা ১০ বার অথবা, যার যতবার পড়তে ভালো লাগে।

তবে ৩ বার পড়লে যেহেতু এক কুরআন খতম করার সমান, সুতরাং ৩ বার পড়া যেতে পারে। কারও ইচ্ছা হলে আরও বেশি ১০ বারও করতে পারেন ১০ বার সুরা ইখলাস পড়লে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয়।

ক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিগণকে বললেন, 'তোমরা কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে পারো না?' প্রস্তাবটি সাহাবিদের জন্য কঠিন মনে হল। তাই তাঁরা বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এই কাজ আমাদের মধ্যে কে করতে পারবে?' (অর্থাৎ কেউ পারবে না) তিনি বললেন, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ' (সুরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান'। (অর্থাৎ এই সুরা পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সমান নেকি পাওয়া যাবে) (বুখারি ৫০১৫, নাসাঈ ৯৯৫, আবু দাউদ ১৪৬১, আহমাদ ১০৬৬৯।)[৩]

খ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সুরা ইখলাস ১০ বার পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে'।[৪]

---

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ -صحيح البخاري. (٥ / ٧٠١)

[২] أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لِنَوْفَلٍ : اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثُمَّ نَمْ ، عَلَى خَاتِمَتِهَا ، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ- سنن ابي داود (٤ / ٣١٣)

[৩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لأَصْحَابِهِ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ. صحيح البخاري (٦ / ٣٣٢)

[৪] عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:»مَنْ قَرَأَ:»قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» عَشْرَ مَرَّاتٍ بنى اللهُ

৫. তাসবিহ, তাহমিদ ও তাকবির পাঠ করা।

৩৩ বারো তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ), ও ৩৪ বার তাকবির (আল্লাহু আকবার) পাঠ করার ফজিলত হলো,

ক. একজন দাস থাকলে দিবারাত্রি যে সেবা-যত্ন করতো, তার থেকেও বেশি উপকার পাওয়া যাবে এই আমল করলে।

খ. মোট ১০০ বার পড়লে মিযানে ১০০০ নেকির সমান হবে।

ক. আলি রাযি. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, ফাতেমা রাযি. আমার কাছে আটা পেষার দরুন তার হাতে ফোসকা পড়ে যাওয়ার অভিযোগ করলেন। আমি বললাম, তোমার পিতার (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাছে গিয়ে যদি একটা খাদেমের আবদার জানাতে! (ফাতেমা রাযি. যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাদেম দেওয়ার কথা বললেন তখন) তিনি (রাসুল) বললেন, তোমার জন্য কি খাদেমের চাইতে উত্তম কিছু বলব না? (তা হলো) তোমরা যখন শয্যাগ্রহণ করবে তখন আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার এবং আল্লাহু আকবার ৩৪ বার পড়বে।) সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং-৩৪০৮।[১]

খ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

'যখন শয্যাগ্রহণ করবে, তখন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং আলহামদুলিল্লাহ একশোবার পাঠ করবে। তোমাদের জবানে সংখ্যাটা একশো হলেও মিযানের পাল্লায় হবে এক হাজার (নেকি)।[২]

৬. ঘুমানোর দোয়া পড়া।

ডান কাত হয়ে ঘুমানো সুন্নাত। ডান কাঁধে শুয়ে ঘুমানোর আগে এই দোয়া পড়তে হবে,

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

---

لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"المعجم الكبير - (٥١ / ٢١١)

[১] عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اشْتَكَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِينِ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تُصَادِفْهُ فَلَمَّا جَاءَ أُخْبِرَ فَأَتَانَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا وَعَلَيْنَا قَطِيفَةٌ إِذَا لَبِسْنَاهَا طُولا خَرَجَتْ مِنْهُ جُنُوبَنَا وَإِذَا لَبِسْنَاهَا عَرْضًا خَرَجَتْ رُءُوسُنَا وَأَقْدَامُنَا فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ أُخْبِرْتُ أَنَّكِ جِئْتِ فَهَلْ كَانَتْ حَاجَةٌ قَالَتْ لاَ فَقُلْتُ بَلَى شَكَتْ إِلَيَّ مَجْلَ يَدَيْهَا مِنَ الطَّحِينِ فَقُلْتُ لَوْ أَتَيْتِ أَبَاكِ فَسَأَلْتِيهِ خَادِمًا قَالَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تَحْمَدَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ وَتُسَبِّحَا أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ وَتُكَبِّرَا ثَلاثًا وَثَلاثِينَ..

[২] وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِائَةٌ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ- سنن الترمذى - (٢١/ ٦٢٣)

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়েই মৃত্যুবরণ করছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নাম নিয়েই জীবিত (জাগ্রত) হবো।[১]

ঘুম থেকে উঠে যে দোয়া পড়তে হয়,

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মৃত্যুর (নিদ্রা) পর আমাদের পুনরায় জীবিত করেছেন, আর আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।[২]

৭. সুরা মুলক পড়া

ক. প্রতিদিন (দিনে বা রাতে যেকোনো এক সময়) সুরা মুলক তেলাওয়াত করা গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত।

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিফ লাম মীম তানজিলুল কিতাব (সুরা আলিফ-লাম সেজদা) ও তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক (সুরা মুলক) তেলাওয়াত না করে কোনোদিন ঘুমাতেন না।' (সুনানে তিরমিযি ৩/৬-২৮৯২, মুসনাদে আহমাদ ১৪২৯।)[৩]

খ. তাবারাকাল্লাজি (মুলক) সুরাটি নিয়মিত প্রতিদিন তেলাওয়াত করলে কবরের আজাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন: 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন রাতের বেলা তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলক (সুরা মুলক) তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জামানায় এই সুরাটিকে আমরা 'আল-মাআনিয়াহ' বা সুরক্ষাকারী বলতাম। (সুনানে নাসায়ী ৬/১৭৯।)[৪]

গ. এই সুরা প্রত্যেকদিন রাতের বেলা তেলাওয়াত করলে কেয়ামতের দিন এটি পাঠকারীকে শাফায়াত করে জান্নাতে নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'কুরআনে এমন একটি সুরা আছে, যার মধ্যে ৩০টি আয়াত রয়েছে। যেটা একজন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে এবং তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর সেটা হলো

---

১. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৩২৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭১১।

২. সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৩১৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৭১১।

৩. عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ (الم تَنْزِيلُ) وَ (تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ) سنن الترمذى - (١١ / ٠٧)

৪. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : مَنْ قَرَأَ {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} كُلَّ لَيْلَةٍ مَنَعَهُ اللهُ بِهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَكُنَّا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسَمِّيهَا الْمَانِعَةَ السنن الكبرى للنسائي - (٩ / ٢٦٢)

তাবারাকাল্লাজি বিয়াদিহিল মুলকু (সুরা মুলক)'। (সুনানে তিরমিযি ২৮৯১, সুনানে আবু দাউদ-১৪০০, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ-৩৭৮৬।)[১]

**শয়তানের গিঁট বাঁধা**

আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায়, তখন তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গিঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গিঁটে সে এই মন্ত্র পড়ে–'তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও।' এরপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহ তায়ালার জিকির করে, (ঘুম থেকে উঠার দোয়া ও কালেমা তাইয়েবা) তাহলে একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওজু করে, তবে তার আরও একটি গিঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামাজ পড়ে, তাহলে সমস্ত গিঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফূর্তি ও ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।'[২]

---

[১] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ سنن الترمذى - (١١ / ٩٦)

[২] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ. صحيح البخاري.- (٤ / ٨٤١)

# উমুমি গাশত

**গাশতের অর্থ**

গাশত ফারসি শব্দ। যার অর্থ (দীনের কাজে) ঘোরাফেরা করা।

**গাশতের উদ্দেশ্য**

আল্লাহ তায়ালার বে-তলব বান্দার অন্তরে তলব পয়দা করা।

## গাশতের প্রকার

গাশত পাঁচ প্রকারঃ

১. উমুমি গাশত, ২. খুসুসি গাশত, ৩. তালিমি গাশত, ৪. তাশকিলি গাশত, ৫. উসুলি গাশত

**উমুমি গাশত**

কোনো নামাজকে সামনে রেখে সর্বসাধারণ লোকদের নিকট যে দাওয়াত দেওয়া হয়, তাকে উমুমি গাশত বলে। সাধারণত আসর নামাজের পর এই গাশত করা হয়। তবে রমজান মাসে আসরের আগে করা হয়ে থাকে।

**খুসুসি গাশত**

নতুন মহল্লায় যাওয়ার পর পর সেই এলাকার উলামা হযরত, তাবলিগের পুরোনো সাথি ও চেয়ারম্যান-মেম্বারের কাছে যে গাশত করা হয়, তাকে খুসুসি গাশত বলে।

**তালিমি গাশত**

তালিম চলাকালীন দুই সাথি মিলে মসজিদের আশে পাশে অবসর থাকা ভাইদের মসজিদে নিয়ে আসার জন্য যে গাশত করে, সেটাই তালিমি গাশত।

**তাশকিলি গাশত**

মাগরিব বাদ বয়ানের পর বা অন্য কখনো তাবলিগে সময় দেওয়ার জন্য যে তাশকিল করা হয়, তাকে তাশকিলি গাশত বলে। (নিজ আমির সাহেব থেকে তাশকিলি গাশতের পরিচয় জেনে নেওয়ার অনুরোধ রইল)

### উসুলি গাশত

তাশকিল করার পর যে ভাইয়েরা সময় দেওয়ার জন্য রাজি হয়েছেন, সে ভাইদের থেকে উসুল করার জন্য যে গাশত করা হয়– তাকে উসুলি গাশত বলে।

## এলানের প্রকারভেদ

### আসর বাদ এলান

ইনশাআল্লাহ, বাকি দোয়া বাদ জামাত গাশতে যাবে, মসজিদে ঈমান একিনের কথা হবে, আমরা সব ভাই বসি অনেক ফায়দা হবে।

### মাগরিব বাদ এলান

ইনশাআল্লাহ, বাকি নামাজ বাদ মসজিদে ঈমান ও আমল সম্পর্কে বহুত জরুরি কথা হবে, আমরা সব ভাই বসি, অনেক ফায়দা হবে।

### তারুফি এলান

আলহামদুলিল্লাহ দীনের উঁচু ফিকির নিয়ে এক (ছাত্র জামাত/) জামাত আপনাদের মসজিদে উপস্থিত, বাকি নামাজ বাদ মহল্লার সাথি-ভাইদের সাথে কথা (পরামর্শ) হবে। আমরা সব ভাই বসি, অনেক ফায়দা হবে।

### গাশতের আদব

যে বিষয়সমূহ গাশতের আদবে আলোচনা হয়,

১. আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ২. মানব জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য ৩. দীনের গুরুত্ব ৪. নবী রাসুল পাঠানোর উদ্দেশ্য। ৫. নবী রাসুলের দাওয়াত। ৬. নবী রাসুলের অনুপস্থিতে মানুষের অবস্থা ৭. নবী-রাসুলের এবং প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুজাহাদা ৮. হজরত ঈসা আ. থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ৫০০ বছর দাওয়াত না থাকায় মানুষের হালত ৯. শেষ উম্মতকে এই দাওয়াতের দায়িত্ব-প্রদান ১০. দাওয়াতের ফজিলত ১১. তাশকিল ১২. তারতিব।

## গাশতের আদব উদাহরণঃ ১

### আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর এক ফরজ হুকুম আসরের চার রাকাত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার তাওফিক দিয়েছেন। নামাজের পর দীনের এক উঁচু ফিকির নিয়ে বসার

তাওফিক দিয়েছেন। তাই আমরা সবাই দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ।

### মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য

আল্লাহ পাক কুরআনে বলেন, 'আমি মানুষ আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদতের জন্য।'

### দীনের গুরুত্ব

আল্লাহ পাক মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ শান্তি ও সফলতা রেখেছেন একমাত্র দীনের মধ্যে। যেমন, মাছের শান্তি রেখেছেন পানির মধ্যে।

### নবী রাসুল পাঠানোর উদ্দেশ্য

মানুষ যখনই তার রব আল্লাহকে ভুলে গেছে, আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ামুখী হয়েছে, তখনই আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন।

### নবী-রাসুলের দাওয়াত

আর নবী রাসুলগণ এসে স্বীয় কওমকে কেবল এক কথার দাওয়াত দিয়েছেন– হে লোকসকল! তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ স্বীকার করে নাও, তোমরা সফলকাম হবে।

### নবী-রাসুলের অনুপস্থিতে মানুষের অবস্থা

যখন নবীরা দাওয়াত দিতেন, তখন মানুষ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতো। আবার যখন নবীর ইন্তেকাল হয়ে যেত, মানুষ আবার শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যেত।

### নবী-রাসুলগণ ও আমাদের প্রিয় নবীর মুজাহাদা

নবী-রাসুলগণ এই দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট মুজাহাদা করেছেন। হজরত নুহ আ. সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন। অথচ এরপর মাত্র আশি থেকে নব্বইজন মানুষ আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে। হজরত ইবরাহিম আ.-কে এই দাওয়াতের জন্য আগুনে যেতে হয়েছে। হজরত ইউনুস আ.-কে মাছের পেটে যেতে হয়েছে। হজরত জাকারিয়া আ.-কে করাতে দ্বিখণ্ডিত হতে হয়েছে। এমনকি হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই দাওয়াতের জন্য অনেক মুজাহাদা করতে হয়েছে। তায়েফে দাওয়াত দিতে গিয়েছেন। হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে তারা দুষ্ট বাচ্চাদের লেলিয়ে দিয়েছে। যে নবীর গায়ে মশা-মাছি বসা হারাম, তারা সেই নবীর গায়ে এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করছে যে, রক্ত ঝড়ে ঝড়ে জুতার সাথে রাসুলের পা লেগে গেছে. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কষ্ট সহ্য করেছেন কেবল দাওয়াতের জন্যে।

## ৫০০ বছর দাওয়াত না থাকায় মানুষের দুর্দশা

হজরত ঈসা আ.-এর পর আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে প্রায় ৫০০ বছর দাওয়াতের কাজ বন্ধ ছিল। যার ফলে মানুষের অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, তারা ছোট্ট বিষয় নিয়ে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধে লেগে থাকত। তারা জীবিত দাফন করত নিজেদের কন্যা সন্তানকে। আল্লাহ তায়ালার ঘর কাবাকে তারা উলঙ্গ তাওয়াফ করত। এত আঁধারে ঘেরা জীবন ছিল তাদের যে, সে সময়টাকে আইয়্যামে জাহিলিয়াত বলা হয়। তারপর হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে তাদের পেছনে মেহনত করেন। ফলে তারা সোনার মানুষে পরিণত হয়।

## উম্মতকে এই দাওয়াতের দায়িত্ব প্রদান

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে এই দাওয়াতের দায়িত্ব তার উম্মতের উপর অর্পণ করে যান। আল্লাহ তায়ালাও কুরআন পাকে ইরশাদ করেন, তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, (তোমাদের) মানুষের (কল্যাণের) জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎকাজের নিষেধ করবে। (সুরা আল-ইমরান) তো ভাই! নবী তো আর আসবে না, তবে কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ তো ঠিকই আসবে– তো এদের দীনের দাওয়াত কে দিবে? এদের দাওয়াত দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।

## দাওয়াতের ফজিলত

দাওয়াতের কাজে অনেক ফায়দাও আছে। (তৃতীয় উদাহরণের পর ফজিলত বলা হয়েছে।)

## তাশকিল

তো এত লাভের কাজ করতে আমরা সবাই তৈরি আছি না ভাই?

হ্যাঁ, সব কাজের একটা তারতিব আছে, ঠিক এই কাজেরও একটা তরতিব আছে। (তৃতীয় উদাহরণের পর তরতিব বলা হয়েছে।)

## গাশতের আদব উদাহরণঃ ২

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের লক্ষ-কোটি শুকরিয়া যে, তিনি বিশ্ব মানবতার হেদায়েতের জন্য যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামকে প্রেরণ করেছেন। দীন আল্লাহ তায়ালার কাছে অতি প্রিয়, অতি মাহবুব। দীন আল্লাহ পাকের হুকুম, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা। আল্লাহ তায়ালা সুখ-শান্তি, সফলতা ও কামিয়াবি রেখেছেন একমাত্র দীনের মধ্যে। আর এই দীনকে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে লক্ষাধিক নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক নবী এসে নিজ নিজ কওমের কাছে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তাদের দাওয়াত ছিল, "হে লোকসকল! তোমরা বলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'– তাহলে তোমরা কামিয়াব হয়ে যাবে"। যারা নবীর দাওয়াতকে গ্রহণ করেছে, আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করেছে, তারা কামিয়াব হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জীবনে যেমন তাদের সুখ-শান্তি, সফলতা, সম্মান ও নিরাপত্তা দিয়েছেন, তেমনি তাদেরকে নবীদের মাধ্যমে জান্নাতের সুসংবাদও জানিয়ে দিয়েছেন। আর যারা নবীদের দাওয়াতকে গ্রহণ করেনি, আল্লাহ তায়ালাকে রব হিসেবে স্বীকার করেনি, তারা দুনিয়াতেও ব্যর্থ এবং আখেরাতেও ব্যর্থ। এই দীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে প্রত্যেক নবী রাসুলকে অনেক কষ্ট-মুজাহাদা করতে হয়েছে। কাউকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে, তো কাউকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কাউকে লোহার চিরুনি দ্বারা শরীরের মাংস আঁচড়ে উঠানো হয়েছে, আর কাউকে তো করাত দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেককেই অমানুষিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে আমাদের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তা অন্য কোনো নবীকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ যখন ঈসা আ.-কে জীবিত অবস্থায় তার কাছে উঠিয়ে নিলেন, তারপর থেকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে দীনের দাওয়াত ছিল না। আর দাওয়াত না থাকার কারণে মানুষ এতটাই বর্বর হয়ে গিয়েছিল যে, ঐ যুগকে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের যুগ বা অন্ধকার, অজ্ঞতার যুগ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ঐ যুগে আরবের পৌত্তলিক ও নানা কুসংস্কাচ্ছন্ন মানুষদের বলা হতো সর্বনিকৃষ্ট ও অসভ্য জাতি। তৎকালীন বিশ্ব পরাশক্তি

রোম-পারস্য, কাইসার-কিসরার বাদশারা পর্যন্ত আরবের লোকদের ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে অস্বীকার করতো। যারা তখন গোটা বিশ্ব শাসন করতো, তারাই বর্বর জাতি আরবদের এড়িয়ে চলতো।

তো, মূলত দাওয়াত না থাকার কারণে এমন হয়েছিল। দাওয়াত থাকবে তো দীন থাকবে, দীন থাকবে তো দুনিয়া থাকবে। দাওয়াত থাকবে না তো দীন থাকবেনা, আর দীন থাকবে না তো দুনিয়াও থাকবে না। মাছের জন্য যেমন পানি জরুরি, দীনের জন্য তেমন দাওয়াত জরুরি।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দীনের দাওয়াত নিয়ে এলেন এবং এই মানুষগুলোর দিলের পেছনে মেহনত শুরু করলেন, তখন দাওয়াতকে গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে সাহাবায়ে কেরামের জামাতকে বের করলেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক, উমর ফারুক, উসমান গনি, জাফর, বেলাল, আলি রাযি.-এর মতো বড় বড় সাহাবা তাদের মধ্যে তৈরি হলো। যাদের মতো ভালো মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত আর পৃথিবীতে আসবে না। আল্লাহ তায়ালার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বিদায় হজের ভাষণে সোয়া লক্ষ সাহাবিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আমার সাহাবিরা! আমার পর আর কোনো নবী আসবে না। তোমরা যদি আমার একটি কথাও জেনে থাকো, তবে তা অপরের নিকট পৌঁছে দিয়ো।[১] তোমরা যারা এখানে উপস্থিত আছো তাদের জিম্মাদারি হলো, যারা এখানে অনুপস্থিত, তাদের কাছে আমার কথা পৌঁছে দিবে।[২]

তো, এই জিম্মাদারি, এই নবীওয়ালা মেহনত আমরা সবাই করতে তৈরি আছি না ইনশাআল্লাহ?

## গাশতের আদব উদাহরণঃ ৩ (সংক্ষেপ)

হামদ সালাতের পর, আল্লাহ পাক মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সুখ-শান্তি-সফলতা রেখেছেন একমাত্র দীনের মধ্যে। যেমন, মাছের সুখ রেখেছেন পানির মধ্যে। আল্লাহ পাকের হুকুম নবীর তরিকায় পূরণ করাকে দীন বলে। মানুষ যখনই দীন থেকে গাফেল হয়ে গেছে, আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ামুখী হয়ে গেছে, একমাত্র আল্লাহ পাকের ওপর ভরসা ছেড়ে সৃষ্ট বস্তুর ওপর একিন করেছে, তখনই আল্লাহ পাক মানুষের সফলতা ও মুক্তির জন্য পর্যায়ক্রমে লক্ষাধিক নবী-রাসুলকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। দাওয়াতের এই

---

[১] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً صحيح البخاري - (٤ / ٧٠٢)

[২] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ -صحيح البخاري .- (٢ / ٦١٢)

মেহনত করতে গিয়ে কোনো নবীকে আগুনে প্রবেশ করতে হয়েছে, কাউকে মাছের পেটে যেতে হয়েছে, কারও শরীর থেকে লোহার চিরুনি দ্বারা চামড়া-গোশত খসিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবুও তারা দীনের মেহনতে সামান্যটুকু কমতি করেননি।

হজরত ঈসা আ.-এর পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত-প্রাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ সময় দাওয়াতের মেহনত বন্ধ থাকায় গোটা আরব বদ-দীনিতে লিপ্ত হয়ে যায়। তারা নিজের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। এমনকি কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ঢুকিয়েছিল। ফলে ঐ যুগকে অন্ধকার যুগ বলা হয়। এরপর আল্লাহ পাক কেয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার সমস্ত মানবজাতির হেদায়েতের জন্য হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরি নবী করে দুনিয়ায় পাঠালেন। নবুয়তপ্রাপ্তির পর মাত্র তেইশ বছরের মেহনতে সেই মানুষগুলো সোনার মানুষে পরিণত হলেন। যেহেতু আর কোনো নবী দুনিয়াতে আসবেন না, তাই এই মেহনতের জিম্মাদারি এখন আমাদের সবার ওপর। আমরা যদি এই দাওয়াতের মেহনত না করি, কাল কেয়ামতের মাঠে আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আর আমরা যদি এই মেহনত করি, আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে ইজ্জত ও সম্মান দান করবেন। এই মেহনত করার জন্য সবাই তৈরি আছি না ভাই?

**ফজিলত**

১. আল্লাহ পাক বলেন, ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে ভালো কথা কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহ তায়ালার পথে ডাকে, নেক আমল করে এবং বলে যে–নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের মধ্যে একজন।[১]

২. আল্লাহর রাস্তায় এক সকাল অথবা এক বিকাল ব্যয় করা, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।[২]

৩. আল্লাহর রাস্তার ধুলোবালি আর জাহান্নামের ধোঁয়া কখনো একত্রিত হবে না।[৩] (সুনানে তিরমিযি)

৪. আল্লাহ রাস্তায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা, শবে-কদরের (রাতে) হাজরে

---

[১] وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ [فصلت: ٣٣]

[২] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -صحيح البخاري - (٩ / ٧٥٣)

[৩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ-الجهاد لابن أبي عاصم - (١ / ٩٣٣)

আসওয়াদ (পাথরের) পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সারারাত ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।[১]

৫. আল্লাহর রাস্তায় (কিছুক্ষণ) দাঁড়িয়ে থাকা, নিজ ঘরে থেকে ৭০ (সত্তর) বছর নামাজ পড়া অপেক্ষা উত্তম।[২]

৬. আল্লাহর রাস্তায় (কিছুক্ষণ) দাঁড়িয়ে থাকা, নিজ পরিবার পরিজনের কাছে থেকে সারা জীবন নেক আমল করার চেয়ে উত্তম।[৩]

৭. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহর দায়িত্বে থাকে।[৪]

সব কাজের একটা তারতিব আছে, ঠিক এই কাজেরও একটা তারতিব আছে, তারতিব হলো–

জামাতের মধ্যে দুইটি অংশ হবে। একটি মসজিদের ভিতরে থাকবে, আর অন্যটি মসজিদের বাইরে থাকবে (গাশতে যাবে)। যে জামাত মসজিদে থাকবে, তাদের মধ্যে একজন মুতাকাল্লিম হবেন, যিনি ঈমান-একিনের কথা বলবেন, কিছু ভাই কথা শুনবে, ১/২ ভাই এস্তেকবাল করবে, ১/২ ভাই দোয়া ও জিকিরে মগ্ন থাকবে। বলা হয়, দোয়া হলো কাজের মূল, এখানে থেকে যেমন দোয়া করবে, জামাতে তেমন ফলাফল প্রকাশ পাবে। আর যে জামাত গাশতে যাবে, তাদের মধ্যে একজন রাহবার, একজন মুতাকাল্লিম, কয়েকজন মামুর এবং একজন জিম্মাদার থাকবে।

রাহবার এলাকার লোক হলে খুব ভালো হয়। পুরো জামাত কাজ করে যে নেকি পাবে, আল্লাহ পাক তার একটা হিসসা/অংশ রাহবার ভাইয়ের আমল নামায় দিয়ে দিবেন।[৫]

## রাহবার ভাইয়ের দায়িত্ব

মহল্লার ডান দিক দিয়ে জামাতকে এলাকার ভাইদের নিকট নিয়ে যাওয়া এবং সালাম দিয়ে বলা যে, আল্লাহর ঘর থেকে আল্লাহর রাস্তার মেহমানরা

---

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْقِفُ سَاعَةٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ. صحيح ابن حبان - (١٠ / ٢٦٤)

[২] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَامًا. سنن الترمذي - (٣ / ٣٣٢)

[৩] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَقَامُ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ سَاعَةً خَيْرٌ لَهُ مِنْ عَمَلِهِ عُمُرَهُ فِي أَهْلِهِ. المستدرك ٥٠٤ -(٣/ ١٨٢)

[৪] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:»مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ. المعجم الكبير للطبراني - (٧ / ٧٣١)

[৫] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ- صحيح مسلم.(٩ / ٦٨٤)

এসেছে আপনার সাথে কথা বলতে। যদি তিনি কাজে ব্যস্ত থাকেন, তবে কাজ থেকে ফারেগ করে মুতাকাল্লিম ভাইয়ের কাছে নিয়ে আসবেন।

বিঃদ্রঃ- গাশত চলাকালীন রাহবার, মুতাকাল্লিম, জিম্মাদার ভাই ছাড়া অন্য কেউ সালাম দিবে না, সালামের উত্তরও দিবে না।

## মুতাকাল্লিমের দায়িত্ব

মুতাকাল্লিম ভাই কাজের মধ্যে রেখে কোনো অবস্থায় দাওয়াত দিবেন না। কাজের মধ্যে রেখে দাওয়াত দেওয়া হলো পানিতে ছবি অঙ্কন করার মতো। তাই তার কাজ শেষ হলে তাকে নরম স্বরে তিন কথার ওপর দাওয়াত দিবে। তাওহিদ, আখেরাত এবং রিসালাতের ওপর দাওয়াত দিয়ে নগদ মসজিদে আনার চেষ্টা করবে। যদি তখন তিনি আসতে না পারেন, তাহলে তাকে 'হ্যাঁ'-এর ওপর দায়ী বানিয়ে রেখে আসা। মানে, এখন আসতে না পারলে মাগরিবের নামাজে আসুন, সাথে বন্ধুদের নিয়ে আসুন, এই দাওয়াত দিয়ে আসা। দাওয়াত এমনভাবে দিতে হবে, লম্বা হয়ে যাওয়ার কারণে যেন বয়ান না হয় এবং সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে যেন এলানও না হয়।

## মামুর ভাইদের দায়িত্ব

মামুর ভাইয়েরা জিকিরে ফিকিরে থাকবে–আসতাগফিরুল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। যখন মুতাকাল্লিম ভাই দাওয়াত দিবেন, তখন মামুর ভাইয়েরা জিকির বন্ধ করে মুতাকাল্লিম ভাইয়ের দাওয়াত শুনবেন এবং মনে মনে দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন মুতাকাল্লিম ভাইয়ের মুখ থেকে ভালো কথা বের করেন।

## জিম্মাদার ভাইয়ের দায়িত্ব

জিম্মাদার ভাই পুরো জামাত পরিচালনা করবেন, কোনো বে-উসুলি হলে আস্তাগফিরুল্লাহ বলে জামাত চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, আবার চাইলে জামাত মসজিদে ফিরিয়ে এনে পুনরায় গাশতে যেতে পারেন।

গাশতের জন্য ৭-১০ জন সাথি হলে ভালো হয়। গাশতে যাওয়ার আগে নিজের দুর্বলতা পেশ করে দোয়া করা। সারা দুনিয়াকে সামনে নিয়ে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য গাশতে যাওয়া, নজরের হেফাজত করা, জিকিরে ফিকিরে যাওয়া, রাস্তার ডান দিক দিয়ে চলা, মহল্লার শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে মসজিদের দিকে আসা।

## উমুমি গাশতের দাওয়াত

### দাওয়াত-১

সালাম মুসাফাহার পর বলবে, ভাই! এই যে আমরা সালাম বিনিময় করলাম, এর দ্বারা আমরা উভয়েই নেকি পেলাম।[১] আর মুসাফাহার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আমাদের আজকের ছোট ছোট গুনাহগুলো মাফ করে দিয়েছেন।[২] ভাই! আল্লাহ তায়ালার অনেক বড় মেহেরবানি, আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনাকে মুসলমান করে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর একজন মুসলমানের কত লাভ জানেন! যার অন্তরে জাররা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে একদিন না একদিন জান্নাতে প্রবেশ করবেই।[৩] আর একজন কাফের মুশরিক–সে যত বড়ই হোক, তার ভেতর ঈমান না থাকার কারণে সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৪] আর আল্লাহ তায়ালা এর পাশাপাশি আমাকে আপনাকে এক মস্ত বড় দৌলতওয়ালা কালেমা দান করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এই কালেমা তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দিবেন।[৫] ভাই! এই কালেমা কী? এই কালেমা হলো- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ। যার অর্থ, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার রাসুল'। ভাই! আমরা একদিন এই দুনিয়াতে ছিলাম না। আজকে আছি, আবার একদিন থাকব না। আর একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানা আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা অনুযায়ী চললে দুনিয়াতে শান্তি, আখেরাতেও শান্তি। এই কথার মর্ম ও একিন আমার দিলে আপনার দিলে ও সমস্ত উম্মতের দিলে কীভাবে আসে এবং মজবুত হয়, এজন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় এক

---

[১] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ثَلاَثُونَ -سنن أبي داود- (٤ / ٥٣ .)

[২] .عن النبي قال : إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر -المعجم الأوسط- (١ / ٤٨)

[৩] .وَلا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ. التوحيد لابن خزيمة ١١٣ - (١ / ٥٩٤( سنن الترمذى - (٨ / ٩)

[৪] وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة : ٩٣]
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( [المائدة : ١٠]
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [الحج : ٧٥]

[৫] عَنْ أَبِي ذَرٍّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ -صحيح ابن حبان- (١ / ١٩٣)

জবরদস্ত মেহনত করা দরকার। এটাই আমাদের জিন্দেগির উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে আপনাদের মসজিদে জরুরি জরুরি কথা হচ্ছে। আমরা আসছিলাম আপনাকে আমাদের সাথে নগদ নিয়ে যাওয়ার জন্য। যদি যেতেন আল্লাহ তায়ালা খুশি হতেন, আপনারও অনেক ফায়দা হত। এখন আমাদের সাথে যাওয়া যায় না ভাই! ইনশাআল্লাহ।

বি:দ্রঃ যে সালাম দিবে সে ৯০ নেকি আর সে সালামের উত্তর দিবে সে ১০ নেকি এই কথা না বলা, বরং স্বাভাবিকভাবে হাদিসে যা আছে তা বলা। হাদিসে আছে, এক লোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে (শুধু) 'আসসালামু আলাইকুম' বলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন। পরে তিনি (আগন্তুক) বসলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ১০ (নেকি পেয়েছে)। অতঃপর আরেক লোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ' বলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন। পরে তিনি (আগন্তুক) বসলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ২০ (নেকি পেয়েছে)। অতঃপর তৃতীয় একলোক নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন। পরে তিনি (আগন্তুক) বসলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ৩০ (নেকি পেয়েছে)।[১]

## দাওয়াত-২

সালামের পর, আমরা সবাই মুসলমান, আর আমাদের একটা দামি কালিমাসহ পাঠানো হয়েছে। তো, যে এই কালেমা পড়লো, আল্লাহকে রব হিসেবে মানল, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়াতেও সুখ-শান্তি, সফলতা, সম্মান, নিরাপত্তা দিয়ে পালন করবেন এবং আখেরাতের অনন্তকালের জিন্দেগিতেও সফলতা দান করবেন। নিঃশেষ সে জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন।[২] আর জান্নাত এমন স্থান, যেখানে শুধু সুখ আর সুখ। সেখানে দুঃখ বলতে কিছু থাকবে না। মৃত্যুকে জবাই করে দেওয়া হবে।

---

[১] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ثَلاَثُونَ -سنن ابي داود- (٤ / ٥٣.)

[২] إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا [الكهف : ١٠٧

আমাদের আর কখনো মৃত্যু হবে না। আমরা জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নিয়ে চিরদিনের জন্য অবস্থান করব অফুরন্ত সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ আর নেয়ামতের মধ্যে। পক্ষান্তরে যে আল্লাহকে মানল না, নবীর তরিকায় চলল না, কালিমাকে গ্রহণ না করে মন-চাহে জিন্দেগিতে চলল, আল্লাহ তায়ালা তাকে দুনিয়াতে তো জিল্লতি, অশান্তি, পেরেশানির মধ্যে রাখবেন, আর অনন্তকালের জিন্দেগিতে তাকে জাহান্নামে দিবেন।[১] দুনিয়ার আগুনের চাইতে ৭০ গুণ তেজী হবে জাহান্নামের আগুন। যেখানে দুনিয়ার সামান্য আগুনের সামনে ৫ সেকেন্ড আঙুল ধরে রাখার ক্ষমতা আমার নেই, সেখানে জাহান্নামের সেই বিভীষিকাময় শাস্তি কীভাবে আমি সহ্য করব? তো, সেই জাহান্নাম থেকে আমি, আপনি, আমরা সবাই কীভাবে রক্ষা পেতে পারি, এই নিয়ে মসজিদে আলোচনা হচ্ছে। আমরা শুনছিলাম, এখন আপনাকেও নিতে এসেছি, গেলে আল্লাহ খুশি হতেন।

**দাওয়াত-৩**

সালামের পর, খুব অল্প সময়ের জন্য আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। পূর্ববর্তী কওমদের চাইতে আমাদেরকে অনেক কম হায়াত দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৬০-৭০ বছরের সংক্ষিপ্ত এক জিন্দেগি। পূর্বের জামানার লোকজন শত-শত এমনকি হাজার বছরও বাঁচত। সেই তুলনায় এই উম্মতের সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত। আর এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই আমাদের ঈমান-আমল নিয়ে কবরে যাবার প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে, তাই না ভাই? আর তা অবশ্যই হায়াত থাকতে থাকতেই। মৃত্যু চলে আসার পূর্বেই। মৃত্যু কখন আসবে, তা তো আমরা জানি না। হয়তো এক মিনিট পরও আমার মৃত্যু আসতে পারে, ১ সপ্তাহ/মাস/বছর বা আরও ২০ বা ৫০ বছর। মৃত্যু কখন আসবে, কোথায় আসবে আমরা অবগত নই। এজন্য আমাদের এখন থেকেই মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। ঈমান ও আমল তৈরির মেহনত এখন থেকেই করতে হবে। যাতে মৃত্যু যখনই আসুক, আমার আমলনামায় কিছু পুঁজি অবশিষ্ট থাকে। যেন মৃত্যুর আগেই আমি, আপনি, আমরা সবাই পুঁজি তৈরি করতে পারি। এই নিয়ে মসজিদে আলোচনা হচ্ছে। আমরা শুনছিলাম, এখন আপনাকেও নিতে এসেছি, গেলে আল্লাহ অনেক খুশি হতেন।

---

[১] وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة : ٣٩]
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( [المائدة : ١٠]
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ [الحج : ٧٥]

## দাওয়াত-৪

আমরা সবাই তো মুসলমান তাই না ভাই! আর এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় আমরা অল্প কয়েকদিনের মেহমান হয়ে এসেছি। এই নশ্বর জগতে আমরা মুসাফিরের ন্যায় অবস্থান করছি। যেকোনো সময়, যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যু এসে আমাদের সমস্ত মায়া, মহব্বত, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। সেদিন কেউই মৃত্যুকে বিলম্বিত করতে সক্ষম হবে না। মৃত্যুর মাধ্যমে যে অনন্তকালের জীবন আমি শুরু করতে যাচ্ছি, তার শুরু আছে শেষ নেই। সেই অনন্তকালের জীবনে যদি আমি জান্নাত পেতে চাই, সুখে-শান্তিতে থাকতে চাই, তাহলে আমাদের আখেরাতের পুঁজি তৈরি করে নিয়ে যেতে হবে। আর আখেরাতের পুঁজি কী? ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি? না ভাই। আখেরাতের পুঁজি হল ঈমান ও আমল। কবরে আমার সাথে ধন-সম্পদ যাবে না, যাবে আমার ঈমান ও আমল। এজন্য ভাই, কবরে যাবার আগেই আমাকে ঈমান ও আমল বানাতে হবে। যাতে মৃত্যু চলে এলে আমাকে খালি হাতে না যেতে হয়, ন্যূনতম ঈমান ও আমল যেন আমি নিয়ে যেতে পারি। আখেরাতের অনন্তকালের যে সফর আমি মৃত্যুর মাধ্যমে শুরু শুরু করতে যাচ্ছি, সে সফরের সঙ্গী আমার ধন-সম্পদ, আত্মীয়-স্বজন হবে না; বরং আমার সফরসঙ্গী হবে আমার ঈমান ও আমল। তো এই ঈমান আমল আমি, আপনি, আমরা সবাই কীভাবে বানাতে পারি, এ নিয়ে মসজিদে আলোচনা হচ্ছে। আমরা শুনছিলাম, এখন আপনাকেও নিতে এসেছি, গেলে আল্লাহ খুশি হতেন।

## দাওয়াত-৫

আল্লাহ তায়ালা বড় মহব্বত করে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। ১ ভাগ ভালোবাসা তিনি সমস্ত সৃষ্টিকুলের মধ্যে বণ্টন করেছেন, বাকি ৯৯ ভাগ ভালোবাসা তিনি আমাদের জন্য রেখেছেন। এই সামান্য ১ ভাগ ভালোবাসার কারণেই বনের হিংস্র জন্তু তার সন্তানকে ভালোবাসে। সমস্ত প্রাণিকুলের মধ্যে এই ১ ভাগ ভালোবাসাই কাজ করে।[১] পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ভালোবাসা হলো মা ও তার সন্তানের ভালোবাসা। এই অমূল্য ভালোবাসার সর্বোচ্চ পরিধিও ঐ ১ ভাগের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহলে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কত ভালোবাসেন? এই ভালোবাসার সাথে কোনো কিছুর তুলনা চলে? এই ভালোবাসা তো সন্তানের প্রতি তার মায়ের ভালোবাসার চাইতেও অনেক অনেক ঊর্ধ্বে।

---

[১] جَعَلَ اللهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ. صحيح البخاري - (١/٣٠٣٣)

যে আল্লাহ আমাকে এত ভালোবাসেন, যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতম অবয়বে; এরপর আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা হিসেবে মর্যাদা দান করেছেন, আমাকে খাওয়াচ্ছেন, পালন করছেন, অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, আমি কি সেই আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া কখনো আদায় করেছি? তার হুকুম-আহকাম মেনে তার নবীর আদর্শের রঙে নিজেকে রাঙিয়েছি? যে আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করলেন, আমার ওপর এত অনুগ্রহ করলেন, সেই আল্লাহ তায়ালার কত নাফরমানি আমার দ্বারা প্রতিনিয়ত হচ্ছে? আমাদের ভাবতে হবে, আল্লাহ আমাদের জন্য কী চাচ্ছেন? তিনি তো চান আমরা তার হুকুমের ওপর নিজের জীবনকে উঠাই, নবীর তরিকায় চলি। আর এর মধ্যেই দুনিয়া এবং আখেরাতের সকল কামিয়াবি। সেই কামিয়াবি আমি, আপনি, আমরা সবাই কীভাবে পেতে পারি এই নিয়ে মসজিদে আলোচনা হচ্ছে। আমরা শুনছিলাম, এখন আপনাকেও নিতে এসেছি, গেলে আল্লাহ খুশি হতেন।

**দাওয়াত-৬**

সালামের পর, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। মানুষ যা-ই করে, তার একটা মাকসাদ বা উদ্দেশ্য থাকে। তেমনি আল্লাহ তায়ালাও একটা মাকসাদ বা উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তা হলো, মানুষ যেন দুনিয়াতে এসে আল্লাহ তায়ালার হুকুম মানে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় চলে, আল্লাহ তায়ালার সাথে তার সম্পর্ক গড়ে। নবী-রাসুলগণদের প্রেরণের উদ্দেশ্যও ছিল, রবের সাথে তার বান্দাদের সম্পর্ক গড়ে দেওয়া। আর যে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক গড়লো, নবীর তরিকায় চলল, সেই-ই দুনিয়া এবং আখেরাতে কামিয়াব। সেই কামিয়াবি আমি, আপনি, আমরা সবাই কীভাবে পেতে পারি, এই নিয়ে মসজিদে আলোচনা হচ্ছে। আমরা শুনছিলাম, এখন আপনাকেও নিতে এসেছি, গেলে আল্লাহ তায়ালা খুশি হতেন।

## খুসুসি গাশতের দাওয়াত

খুসুসি গাশতে তিন ধরনের লোকদের কাছে যাওয়া হয়।

এক. দীনের বড় অর্থাৎ উলামায়ে কেরাম। (উলামায়ে কেরামের যিয়ারত)

দুই. কাজের বড় অর্থাৎ এলাকার পুরোনো সাথি। (পুরাতন সাথিকে দাওয়াত)

তিন. দুনিয়ার বড় অর্থাৎ এলাকার মেম্বার চেয়ারম্যান ইত্যাদি। (মেম্বার/চেয়ারম্যানকে দাওয়াত)

**দীনের বড়কে দাওয়াত (উলামায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাৎ)**

প্রথম কথা হলো, উলামায়ে কেরামের নিকট দাওয়াতের উদ্দেশ্যে যাব না; বরং দোয়া নিতে যাব। সুতরাং উলামায়ে কেরামদের নিকট গিয়ে সালাম দিব, মুসাফাহার জন্য হাত বাড়াব না। যদি তিনি নিজে মুসাফাহা করতে চান, তবেই আমি মুসাফাহা করতে হাত বাড়াব। ছোট হলেও যথাসম্ভব কিছু হাদিয়া নিয়ে যাব। যেমন আতর, তাসবিহ ইত্যাদি। এরপর হুজুরের হাল-হালত জিজ্ঞেস করে আমাদের জামাতের হালত শোনাবো। অর্থাৎ আমরা অমুক জায়গা থেকে এসেছি, আমাদের জামাতের সাথি-সংখ্যা এত। এদের মাঝে একজন ডাক্তার, বাকিরা ছাত্র ইত্যাদি।

## দাওয়াতের উদাহরণ

সালাম মুসাফাহার পর। হুজুর! আমরা উত্তরা ৮ নম্বর সেক্টর থেকে ১৪/১৫ জনের একটা জামাত এসেছি। আপনার কাছে এলাম দোয়া নেবার জন্য। আপনার সুযোগমতো নামাজের পর বা যেকোনো সময় আমাদের নসিহত করলে অনেক উপকৃত হতাম।

**কাজের বড়কে দাওয়াত (পুরাতন সাথিকে দাওয়াত)**

কাজের বড় দুই প্রকারের। প্রথম প্রকারের সাথি আপনাকে দেখলেই দৌড়ে আসবেন, কথা-বার্তা বলবেন; এরা হলেন তারা, যারা কাজের সাথে লেগে আছেন। এদের দাওয়াত দেওয়ার দরকার নেই। তারা নিজেরাই আপনাকে রাহবারি করবেন এবং হালত জিজ্ঞেস করবেন। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যারা কাজের সাথে লেগে নেই। এদের দাওয়াত দিবেন এভাবে, মাশা-আল্লাহ আপনারা মেহনত করেছেন বলে আল্লাহ পাক আমেরিকাতে এত এত মানুষকে হেদায়েত দিয়েছেন। আজ আফ্রিকাতেও দাওয়াতের কাজ চলছে। ইউরোপে দলে দলে মানুষ মুসলমান হচ্ছে, এমনকি আল্লাহ আমাদের কবুল করেছেন আপনারাদের মেহনতের বিনিময়ে। আমরা এতজন সাথি এসেছি, আপনি আসলে আপনার থেকে আমাদের সাথিরা কাজ শিখতে পারতো।

**দুনিয়ার বড়কে দাওয়াত (মেম্বার/চেয়ারম্যানকে দাওয়াত)**

চেয়ারম্যান, মেম্বারের কাছে গিয়ে কোনো কিছুর লালসা নিয়ে আসা যাবে না। অর্থাৎ তার বাসায় অনেক ভালো এক সোফা দেখলাম আর মনে মনে

ভেবে নিলাম, এবার এমন একটা সোফা বানাবো বা এমন একটা আলমারি বানাবো। তাকে দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি এমন, আল্লাহ পাক আপনার মধ্যে আমানতদারি দেখেছেন বলেই আপনাকে এই আসনে বসিয়েছেন। আপনার তো আরও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, তবে আল্লাহ কেবল আপনাকেই নির্বাচন করেছেন। মাশাআল্লাহ! আপনার কথায় লোক উঠে-বসে। আপনি যদি তাদের একটু মসজিদে সময় দিতে বলতেন, তাহলে আপনার এই ক্ষমতা দুনিয়ার মতো আখেরাতেও কার্যকরী হত।

**বিঃদ্রঃ** দীনের বড়, কাজের বড়, দুনিয়ার বড়– এমন বলাটাই ঠিক নয়। আমি এই শিরোনাম দিয়েছি এজন্য, যাতে কেউ খুঁজতে চাইলে সহজেই খুঁজে পায়।

## তালিমি গাশতের দাওয়াত

সালাম মুসাফাহার পর, ভাই! আমরা মসজিদ থেকে এসেছি। মসজিদে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদিস পড়া হচ্ছে। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা– তার ওপর আমল করা হোক বা না হোক– (যেমন তায়াম্মুমের মাসাইল) হাজার রাকাত নফল পড়া হতে উত্তম।[১] আপনি তো বসেই আছেন। চলুন, মসজিদে গিয়ে বসুন আর একটা হাদিস শুনুন, ৫ মিনিট হোক বা ৭ মিনিট, আপনিও এই সাওয়াব পেয়ে যাবেন। চলুন ভাই...।

## ঈমান-একিনের কথা

**উদাহরণ-১**

সহজভাবে ঈমানে মুফাসসাল নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ঈমানে মুফাসসাল হলো,

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তায়ালার ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর আসমানি কিতাবসমূহ, তাঁর রাসুলগণ এবং শেষ দিবসের ওপর।

---

[১] عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ".سنن ابن ماجه. ٩١٢

আর এর ওপর যে, অদৃষ্টের ভালো-মন্দ আল্লাহ তায়ালার তরফ হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর।

এবার আপনি প্রত্যেকটা বিশ্লেষণ করে আলোচনা করুন।

এক. আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ তায়ালার ওপর। আল্লাহ, যিনি আসমান বানিয়েছেন, জমিন বানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালার কুদরতের কথা বলুন।

দুই. আমি ঈমান আনলাম তাঁর ফেরেশতাদের ওপর। এবার ফেরেশতাদের বিবরণ দিন। তাদের শক্তি বর্ণনা করুন। যে আল্লাহ তাদের মতো বিশাল মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, তিনি কত শক্তির অধিকারী?

তিন. আমি ঈমান আনলাম তাঁর আসমানি কিতাবসমূহের ওপর। এবার আসমানি কিতাবের বিবরণ দিন। আল্লাহ কুরআনকে কীভাবে হেফাজতের জিম্মাদারি নিয়েছেন, তা আলোচনা করুন। কুরআনের মুজেযা বয়ান করুন।

বি:দ্রঃ ঈমানে মুফাসসলের ব্যাখ্যা তারুফি বয়ানের পর দেওয়া হয়েছে।

**উদাহরণ-২**

আল্লাহ পাকের একটি সিফাতি নাম 'খালেক' নিয়ে আলোচনা : আল্লাহ তায়ালা সেই জাত, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন কোনো পূর্ব-নমুনা ছাড়া। তিনি সেই সত্তা, যিনি আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন খুঁটি ছাড়া। আল্লাহ সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান, সর্বত্র তারই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি মহা পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে এমন নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, যার ফলে পৃথিবীতে একের পর এক বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব ঘটছে। রাত-দিনের আবর্তনের ফলে মানুষ মাস ও বছরের হিসাব রাখতে পারছে।

পৃথিবীটা মহাকাশের লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মতোই একটি গ্রহ। আর এ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে ছুটে চলেছে। পৃথিবী নামক গ্রহটিও তার নিজ কক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার ঘোরে এবং বছরে এটি নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসে। অথচ আমরা যারা পৃথিবীতে বাস করি, দ্রুত গতিতে পৃথিবীর এ ঘূর্ণি মোটেও টের পাই না।

একটা ট্রেন দ্রুতগতিতে (ধরা যাক) ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে ছুটে চলেছে। এর ভেতরের যাত্রীরা কিন্তু বাইরের দিকে না তাকালে এ গতি টের পান না। এমনকি ট্রেনের ভেতরে কেউ হাঁটা-চলা করলেও পড়ে যান না বা ট্রেনের পেছনে পড়ে থাকেন না। ট্রেন বা বাস তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক শত মাইল ভূমিতে ভ্রমণ করে। কিন্তু এই পৃথিবী বা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র পরিভ্রমণ

করে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বা বিলিয়ন বিলিয়ন মাইল পথ, তাও আবার মহাশূন্যে! অকল্পনীয় বৃহৎ মহাকাশ বা মহাশূন্যের মাঝে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্রহ-নক্ষত্র অতি দ্রুত বেগে ছোটাছুটি করছে আর তাদের মধ্যে অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে অতি ক্ষুদ্রাকার পৃথিবী নামক গ্রহটি কোটি কোটি বছর ধরে অবিরত দ্রুত বেগে ছুটে চলেছে। অতি বৃহৎ কোনো গ্রহ বা নক্ষত্রের সাথে সামান্য ধাক্কা লাগলেই ক্ষুদ্র এ পৃথিবী ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবার কথা। অথচ কোটি কোটি বছর ধরে এমন কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে না।

এটা কি কল্পনাও করা যায়? আল্লাহ তায়ালা কত নিখুঁতভাবে সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন! চিন্তাশীল মানুষ মাত্রই তা অনুধাবন করতে সক্ষম। পৃথিবী এক মুহূর্তও স্থির নেই। মহাশূন্যে নিজ কক্ষপথে ছুটে চলেছে। আজ এক স্থানে তো পরের দিনই লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অন্য স্থানে। শুধু পৃথিবীটাই দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে তা নয়, মহাকাশের সকল জ্যোতিষ্কই ছুটছে অবিরাম। চন্দ্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে তার চতুর্দিকে ঘুরছে মাসে একবার। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চতুর্দিকে বছরে একবার। সূর্যও ঘুরছে। গ্যালাক্সিও অবিরাম তার কক্ষপথে ছুটে চলেছে। আবার এমন গ্যালাক্সি নাকি মহাকাশে বা মহাবিশ্বে রয়েছে অসংখ্য-অগণিত, কারও কারও মতে প্রায় ১০ হাজার কোটি। এই অসংখ্য গ্যালাক্সি নিয়ে যে বিশ্ব, সেই বিশ্বও নাকি অবিরত ছুটে চলেছে একটি লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে।

আমরা কি বুঝতে পারি যে, মহাকাশে এ মুহূর্তে আমরা যে স্থানে আছি, পর মুহূর্তে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছি? আমরা কি জানতে পারি, আজ যেখানে আছি অন্য দিন লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে মহাকাশের অন্য স্থানে অবস্থান করছি? বরং আমরা নিশ্চিন্তে পরিবার-পরিজন এবং সহায়-সম্পত্তি নিয়ে পৃথিবীর একই স্থানে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করছি। এটা ঠিক সেই ট্রেন-ভ্রমণের মতো। ট্রেন দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে এক জনপদ থেকে ভিন্ন জনপদে। ট্রেনের যাত্রীরা নিজ নিজ কামরায় একই স্থানে বসে বা দাঁড়িয়ে বা হাটা-চলা করে খোশগল্প করছে। পৃথিবীতে তেমনি আমরাও কত কাজেই না ব্যস্ত হচ্ছি। বিচরণ করছি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। একটি বাস বা ট্রেন তৈরি করতে বিজ্ঞানী-প্রকৌশলীদের যুগের পর যুগ মেধা ও শ্রম দিয়ে দিন-রাত খাটতে হয়। মহাকাশে বা মহাশূন্যে অতি দ্রুত গতিসম্পন্ন পৃথিবী নামক যানটি চালু করতে তাহলে মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তায়ালা কতই না জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বা কৌশল প্রয়োগ করেছেন? অথচ তিনি যা সৃষ্টি করতে চান, তা 'হও' বললেই হয়ে যায়। এবার ভাবুন, তিনি আল্লাহ, কতই না বড় স্রষ্টা!

## তারুফি কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে আল্লাহর এক ফরজ হুকুম যোহরের চার রাকাত নামাজ জামাতের সাথে পড়ার তাওফিক দিয়েছেন এবং নামাজের পর দীনের এক উঁচু ফিকির নিয়ে বসার তাওফিক দিয়েছেন, তাই আমরা সবাই দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি 'আলহামদুলিল্লাহ'। আল্লাহ পাক মানুষের দুনিয়া ও আখেরাতের সুখ-শান্তি-সফলতা রেখেছেন একমাত্র দীনের মধ্যে। যেমন মাছের সুখ রেখেছেন পানির মধ্যে। আল্লাহ পাকের হুকুম নবীর তরিকায় পূরণ করাকে দীন বলে। মানুষ যখনই তার রব আল্লাহকে ভুলে গেছে, আখেরাতকে ভুলে দুনিয়ামুখী হয়েছে, তখনই আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। নবী রাসুলগণ এসে তাদের কওমকে কেবল এক কথার দাওয়াত দিয়েছেন যে, "হে লোকসকল! তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' স্বীকার করে নাও, তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে"। যখন নবী দাওয়াত দিতেন, তখন মানুষ আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করতো। আবার যখন নবীর ইন্তেকাল হয়ে যেত, মানুষ আবার শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যেত। নবী-রাসুলগণ এই দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে অনেক কষ্ট-মুজাহাদা করেছেন। হজরত নুহ আ. সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াত দিয়েছেন। এরপর মাত্র আশি থেকে নব্বইজন মানুষ আল্লাহ তায়ালার ওপর ঈমান এনেছে। হজরত ইবরাহিম আ.-কে এই দাওয়াতের জন্য আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। হজরত ইউনুস আ.-কে মাছের পেটে যেতে হয়েছে। হজরত জাকারিয়া আ.-কে করাতে দ্বিখণ্ডিত হতে হয়েছে। এমনকি হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই দাওয়াতের জন্য অনেক মুজাহাদা করতে হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ এলাকায় দাওয়াতের পর তায়েফে গেলেন দাওয়াত নিয়ে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভেবেছিলেন, হয়তো এরা ঈমান কবুল করবে। কিন্তু তায়েফের তিন সর্দার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত কবুল তো করলোই না; বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে তারা দুষ্ট ছেলেদের লেলিয়ে দিলো। যে নবীর গায়ে মশা-মাছি বসা হারাম, তারা সেই নবীর গায়ে এমনভাবে পাথর নিক্ষেপ করেছে যে, রক্ত ঝড়ে ঝড়ে জুতা মোবারক জমে গিয়েছিল। তায়েফবাসী যখন নবীজিকে প্রচণ্ড কষ্ট দিয়ে সেখান থেকে বের করে দেয়, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবিসিনিয়ায় সাহাবিদের জামাত প্রেরণ করলেন। আবিসিনিয়ার ন্যায়পরায়ণ বাদশা তাদের আপ্যায়ন করলেন। তাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু দীনের ক্ষেত্রে কোনো সহায়তা করলেন না।

যার ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে দীন জিন্দা হয়নি! এরপর যখন আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরত করলেন, তখন মদিনাবাসী তাকে দীনি-দুনিয়াবি সবক্ষেত্রেই নুসরত করলেন। আর আল্লাহ তায়ালা সেখান থেকে দীনকে গোটা দুনিয়ায় জিন্দা করলেন। তিনি মদিনাকে এত দামি বানালেন, মদিনাবাসীকে এত দামি বানালেন যে, গোটা দুনিয়ার দাওয়াতের মারকাজ বানিয়ে দিলেন। যারা হিজরত করেছেন তারা হলেন মুহাজির, আর যারা তাদের নুসরত করেছেন, তারা হলেন আনসার। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আনসারগণ আমার জামার ভেতরের অংশ এবং মুহাজিরগণ আমার জামার বাহিরের অংশ'।[১] আনসারদের সম্পর্কে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 'সবাই যদি এক পথে আর আনসাররা ভিন্ন পথে চলে, তবে আমি আনসারদের পথেই চলবো'।[২] হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের জন্য দোয়া করতেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আনসারদের মাফ করুন, তাদের সন্তানদের মাফ করুন, তাদের সন্তানদের সন্তানদেরকেও মাফ করুন'।[৩] শুধু ইসলামকে সাহায্য করার কারণে আল্লাহ তায়ালা মদিনার আনসারদের দামি বানিয়ে দিয়েছেন। যে আল্লাহর দীনকে সাহায্য করে, আল্লাহ তায়ালা তাকে সাহায্য করেন। তো, আমরাও সেই একই নকল হরকত নিয়ে আপনাদের মহল্লায়, আপনাদের মসজিদে সফর করে এসেছি। আমরা দুনিয়ার লাইনে সমস্ত আসবাব, সামান তো নিয়ে এসেছি, বাকি আপনারা যদি আমাদের শুধু দীনি লাইনে নুসরত করেন, তাহলে আল্লাহ চাইলে এই মহল্লা থেকেও তিনি দীনের আলো চমকাবেন, এই মহল্লা এবং মহল্লাবাসীকেও দামি বানিয়ে দিবেন। কত ভাই আছেন মহল্লায়, যারা বিভিন্ন হালত, বিভিন্ন জরুরতের জন্য মসজিদে আসতে পারছেন না, তাদের দ্বারে দ্বারে আমাদের নিয়ে গিয়ে গাশত করিয়ে দিন। আমরা ইনশাআল্লাহ সব সময় তৈরি। তো, তিনদিন বিছানাসহ আমাদের সাথে কে কে থাকবেন? যে যখন যতটুকু পারেন, দীনের খাতিরে আমাদের সময় দিন। ইনশাআল্লাহ, এই মহল্লা থেকেও আল্লাহ দীনকে জিন্দা করবেন।

---

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ- صحيح البخاري - (٤٢٢/٣١)

[২] قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا-صحيح البخاري -(٤٢٢/٣١)

[৩] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ-صحيح مسلم.- (٩٠٣/٢١)

# ঈমানে মুফাসসালের ব্যাখ্যা

হজরত আদম আ.-এর সন্তান হিসাবে দুনিয়ার সকল মানুষ সমান। কিন্তু আকিদা ও বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে তাদের কেউ মুমিন, কেউ কাফির। যারা মুমিন, তারা আল্লাহকে তাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন এবং তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ মেনে চলেন। পক্ষান্তরে যারা কাফির, তারা আল্লাহ ও তাঁর বিধানসমূহ অমান্য করে ও নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো চলে। একজন মুসলমানকে নিম্নোক্ত সাতটি বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়। যাকে ঈমানে মুফাসসাল বা বিস্তারিত ঈমান বলা হয়।

آمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ : আমি ঈমান আনলাম ১. আল্লাহ তায়ালার ওপর ২. তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর ৩. তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর ৪. তাঁর রাসুলগণের ওপর ৫. কেয়ামত দিবসের ওপর ৬. আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে নির্ধারিত তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর।

অর্থাৎ একজন মুসলমানের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তি হলো সাতটি : ১. আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস ২. তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস ৩. তাঁর প্রেরিত কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস ৪. তাঁর প্রেরিত রাসুলগণের ওপর বিশ্বাস ৫. কেয়ামত দিবসের ওপর বিশ্বাস ৬. তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস এবং ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের ওপর বিশ্বাস।

## ব্যাখ্যা

১. আল্লাহ তায়ালার ওপরে বিশ্বাস এই মর্মে যে, তিনি এক। তার কোনো শরিক নেই। তিনি কারও পিতা বা সন্তান নন। তিনি মুখাপেক্ষী নন। তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি জগতসমূহের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, রোগ ও আরোগ্যদাতা, বিপদহন্তা, জীবন ও মরণদাতা। তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন, তিনি সকল বিষয়ে অবহিত। তিনি

চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। তাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতের সকল চাবিকাঠি তাঁর হাতে। তিনি সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপক ও পরিচালক। তিনি আসমান ও জমিনকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। তিনি যা খুশি তাই করেন। তিনি যখনই বলেন হও, তখনই তা হয়ে যায়। তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি রাজাধিরাজ, তিনি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দেন, যার কাছ থেকে ইচ্ছা তা ছিনিয়ে নেন। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন, যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত করেন। তাঁর হাতেই রয়েছে সকল ক্ষমতা। তিনি পবিত্র, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রান্ত, তিনি সবার চেয়ে বড়। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি প্রজ্ঞাময়। তিনি উদ্ভাবক, তিনি রূপায়ক, তিনি আকৃতিদাতা, তিনি সন্তানদাতা, তিনি মহামহিম। সবকিছুই ধ্বংস হবে তিনি ব্যতীত। সকলে তাঁর কাছেই ফিরে যাবে। তিনি সাত আসমানের ওপর আরশে সমুন্নত। কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর নিজস্ব নাম ও গুণাবলি আছে, যা কারও সাথে তুলনীয় নয়। তিনি আল্লাহ। এটি তাঁর সত্তাগত নাম। এই নামের কোনো অনুবাদ নেই। এর কোনো লিঙ্গ ও বচন নেই। দুনিয়াতে মানুষ কখনোই তাঁকে দেখতে পাবে না। তবে কেয়ামতের দিন মুমিনগণ তাঁকে দেখতে পাবেন, যেভাবে মেঘমুক্ত রাতে পূর্ণিমার চাঁদ স্পষ্ট দেখা যায়। তিনি শান্তিদাতা, তিনি নিরাপত্তা দানকারী, তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, তিনি দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণকারী। স্বীয় ক্রোধের উপর তার রহমত সর্বদা বিজয়ী। তিনি সর্বাধিক তওবা কবুলকারী। তিনি মহা পবিত্র, তিনি মহীয়ান। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাশালী। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

২. তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর বিশ্বাস:

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি আল্লাহর এক অনন্য সৃষ্টি। যারা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে আমাদের সেবায় নিয়োজিত আছে। যারা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে মশগুল থাকে এবং তাঁর হুকুম পালনে সদা তৎপর থাকে। আল্লাহ তায়ালার হুকুম ব্যতীত তারা কারও কোনো মঙ্গল বা অমঙ্গল করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ তাদেরকে মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রেখেছেন। কিন্তু কখনো কখনো তিনি বিশেষ কোনো বান্দার ক্ষেত্রে উক্ত পর্দা উঠিয়ে নেন। যেমন, শেষ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতাগণের সর্দার জিবরাঈল আ.-কে তার ছয়শত ডানাসহ স্বরূপে দেখেছিলেন, যা দিগন্ত ঢেকে ফেলেছিল। অনেক সময় তাঁরা মানুষের বেশ ধরে হাজির হন।

যেমন, জিবরাঈল আ. হাজির হয়েছিলেন মারইয়ামের কাছে ও তাঁর সাথে কথোপকথন করেছিলেন। যেমন তিনি হাজির হয়েছিলেন হেরা গুহাতে প্রথম ওহি নিয়ে। এসেছিলেন মানুষের বেশ ধরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈঠকে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সকলকে ইসলাম, ঈমান, ইহসান ও কেয়ামতের আলামতসমূহ জানিয়ে দেবার জন্য। হজরত ওমর রাযি.-সহ ঐ মজলিশে উপস্থিত সকলে এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। তারা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব পালন করেন।

যেমন ১. ফেরেশতাগণের সর্দার জিবরাঈল আ. আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ওহি নিয়ে বিভিন্ন নবী ও রাসুলের নিকট আগমন করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন জনপদ ধ্বংস করার কাজও আল্লাহ তাঁকে দিয়ে করান। যেমন হুদ, ছালেহ, লুত, শুয়াইব আ. প্রমুখ নবীগণের অবাধ্য কওমকে তিনি ধ্বংস করে দেন। এ ছাড়াও রয়েছে তাঁর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা আল্লাহ তাকে দিয়ে থাকেন। ২. মিকাঈল ফেরেশতা বৃষ্টিপাত ও শস্য উৎপাদনের দায়িত্বে আছেন। ৩. ইসরাফিল কেয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার অপেক্ষায় নিয়োজিত আছেন। ৪. মালাকুল মউত সর্বদা প্রাণীর রুহ কবজ করার কাজে নিযুক্ত আছেন। ৫. মালাকুল জিবাল পাহাড়সমূহের নিয়ন্ত্রণ করেন। ৬. মালেক ফেরেশতা জাহান্নামের দারোগা হিসাবে নিয়োজিত আছেন। ৭. একদল ফেরেশতা মায়ের গর্ভে সন্তানের অবয়ব গঠনে নিযুক্ত আছেন। ৮. একদল ফেরেশতা মায়ের গর্ভে ১২০ দিনের মাথায় সন্তানের দেহে রুহ সঞ্চার ও তার কপালে ৪টি বিষয়ে তাকদির লিপিবদ্ধকরণে নিযুক্ত আছেন। উক্ত চারটি বিষয় হলো, বান্দার আয়ুষ্কাল, তার কর্মকাণ্ড, তার রিজিক এবং সে সৌভাগ্যবান না হতভাগা (জান্নাতি না জাহান্নামি)। ৯. একদল ফেরেশতা সর্বদা মানুষের হেফাজতে রত আছেন। ১০. একদল ফেরেশতা মানুষের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যেক মানুষের সাথে ডানে ও বামে দুই জন ফেরেশতা থাকেন ভালো-মন্দ কর্ম লিপিবদ্ধ করার জন্য। ১১. মুনকার ও নাকির নামে ফেরেশতা মানুষের মৃত্যুর পর কবরে তাকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসাবাদে নিয়োজিত আছেন। তার রব কে? তার দীন কী? ও শেষ নবী কে ছিলেন? একদল ফেরেশতা জান্নাতবাসীদের সেবায় নিয়োজিত থাকেন। এভাবে ফেরেশতাগণের কাজের কোনো শেষ নেই। তেমনি তাদের সংখ্যারও কোনো শেষ নেই। যেমন হাদিসে এসেছে, সপ্তম আকাশে অবস্থিত বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সালাত

আদায় করেন। অথচ ভিড়ের কারণে পুনরায় তারা আর সেখানে ফিরে আসতে পারেন না। এমনভাবে লক্ষ ফেরেশতা সর্বদা আল্লাহ তায়ালার হুকুম পালনে রত আছেন।

لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

তারা আল্লাহ যা আদেশ করেন তার অবাধ্যতা করেন না এবং তারা সর্বদা সেই কাজ করেন, যা করতে তাদের আদেশ করা হয়।[১]

৩. আল্লাহ তায়ালার কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস:

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাঁর রাসুলগণের ওপর কিতাবসমূহ নাজিল করেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য পথপ্রদর্শক হিসাবে এবং আমলকারীদের জন্য প্রমাণ হিসাবে। যার মাধ্যমে তারা জীবন পরিচালনা এবং নিজেদের আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করে। বড় বা ছোট কিতাব বা সহিফা তিনি সকল নবী-রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রাসুলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে।[২]

সকল কিতাব ও সহিফার নাম আল্লাহ আমাদের জানাননি। যেগুলোর নাম তিনি আমাদের জানিয়েছেন, সেগুলো হলো,

১. ইবরাহিম আ.-এর সহিফাসমূহ। যা তাঁর উপর ছোট পুস্তিকা আকারে নাজিল হয়।

২. তাওরাত : নবী মুসা আ.-এর ওপর এই কিতাব অবতীর্ণ হয়। এর মধ্যে ব্যবহারিক জীবন পরিচালনার বিভিন্ন আইন ও বিধানসমূহ অবতীর্ণ হয়।

৩. জাবুর : এটি দাউদ আ.-এর উপর অবতীর্ণ হয়। যা তাওরাতেরই পরিপূরক।

৪. ইনজিল : এটি বনী ইসরাইলের শেষ নবী ঈসা আ.-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। এতে তাওরাতের অনেক হারামকে হালাল করা হয় ও নতুন বিধানসমূহ জারি করা হয়। জাবুর ও ইনজিল প্রত্যেক কিতাবই তাওরাতের সত্যায়নকারী

---

১. সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬।

২. সুরা হাদিদ, আয়াত : ২৫।

ও পূর্ণতাদানকারী ছিল। তবে প্রত্যেক কিতাবই স্ব স্ব অনুসারীদের হাতে বিকৃত ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৫. কুরআন : এটি হলো শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাজিলকৃত আল্লাহ তায়ালার সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব। যা বিগত সকল আসমানি কিতাবের সত্যায়নকারী। মানবজাতির জন্য সুপথ প্রদর্শনকারী এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। এই কিতাব প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ বিগত সকল কিতাবের হুকুম রহিত করেছেন এবং এই কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিয়েছেন। ফলে তা বিকৃতকারীদের বিকৃতি হতে নিরাপদ রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টিজগতের উপর ইলাহি দলিল হিসাবে মওজুদ থাকবে। বিগত সকল কিতাবের হুকুম ছিল সাময়িক ও পরিবর্তনীয়, কিন্তু কুরআনের হুকুম ও বিধানসমূহ চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। আল্লাহ বলেন,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

তোমার প্রতিপালকের বাণী সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। তাঁর বাণীর পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন।[১]

৪. তাঁর রাসুলগণের উপর বিশ্বাস :

প্রত্যেক মুসলমানকে এই অপরিহার্য বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত কিছু মানুষের মাধ্যমেই মানবজাতির নিকট তাঁর বাণী পৌঁছিয়েছেন। যাদেরকে নবী ও রাসুল বলা হয়। যার অর্থ দূত বা সংবাদবাহক। নবীগণ আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে ওহিপ্রাপ্ত হন। যা ফেরেশতা জিবরাঈল আ. মারফত তাদের অন্তরে প্রক্ষিপ্ত হয়। কখনো কখনো জিবরাঈল সরাসরি আসেন ও কথা বলেন। কখনো স্বপ্নাদেশ হয়। কোনো নবীর সাথে আল্লাহ দুনিয়াতেই সরাসরি কথা বলেছেন। যেমন, মুসা আ.। কোনো নবীকে আল্লাহ নিজের কাছে ডেকে নিয়ে কথা বলেছেন। যেমন শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীগণ মানুষ ছিলেন। তাঁরা নিষ্পাপ ও মাসুম ছিলেন। তাঁরা মানুষকে আল্লাহ তায়ালার বাণী শোনাতেন এবং সর্বদা জাহান্নামের ভয় ও জান্নাতের সুসংবাদ শোনাতেন। মানুষকে সর্বদা আল্লাহ তায়ালার পথে ডাকার কারণে শয়তানপন্থী একদল নেতৃস্থানীয় মানুষ সর্বদা তাদের কষ্ট দিয়েছে। এমনকি তাদেরকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। তবুও তাঁরাই সর্বদা জগদ্বাসীর জন্য অনুসরণীয়, বরণীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র। আদি পিতা আদম আ. ছিলেন প্রথম

[১]. সুরা আনআম, আয়াত : ১১৫।

নবী। নুহ আ. ছিলেন প্রথম রাসুল। নুহের প্লাবন-পরবর্তী মানবজাতির সবাই নুহ আ.-এর বংশধর। ইবরাহিম আ. ছিলেন আবুল আম্বিয়া বা নবীগণের পিতা। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ইসহাক আ.-এর বংশধর হলেন ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, দাউদ, সুলায়মান, ঈসা আ. প্রমুখ নবী ও রাসুলগণ। তন্মধ্যে মুসা, দাউদ ও ঈসা আ. হলেন কিতাবধারী রাসুল। ইহুদি-খ্রিষ্টানরা তাঁদের উম্মত হবার দাবিদার। ইবরাহিম আ.-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইল আ.-এর বংশধর হলেন শেষনবী ও শ্রেষ্ঠনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সকল নবী ছিলেন স্ব-স্ব গোত্রের নবী। কিন্তু শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্বনবী। তাঁর আগমনবার্তা বিগত কিতাবসমূহে লিপিবদ্ধ ছিল। বিগত সকল নবীর কাছ থেকেই শেষ নবীর প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। শেষ নবীর আগমনের পর বর্তমান বিশ্বের সকল মানুষ কেবল তাঁরই উম্মত। তাঁর ও তাঁর আনিত দীনের ওপর ঈমান না আনলে সবাই জাহান্নামি হবে। নবীগণকে আল্লাহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদা দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নবী হিসাবে সবাইকে আমরা সমানভাবে বিশ্বাস করি, মান্য করি ও শ্রদ্ধা করি। আমরা কাউকে পার্থক্য করি না। শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত ইসলাম বর্তমানে মানবজাতির জন্য আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একমাত্র দীন, যা পূর্ণাঙ্গ। এর বাইরে যে ব্যক্তি অন্য দীন তালাশ করবে, সে ব্যক্তি আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ মানবজাতির জন্য একমাত্র অনুসরণীয় ও পালনীয়। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। আমিন।

৫. কেয়ামত দিবসের ওপর ও মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস। এটি পুনরুত্থান দিবস। এ দিবসের পর আর কোনো দিবস নেই। এরপর থেকে শুরু হবে চিরস্থায়ী জীবন। হয় জান্নাতে, নয় জাহান্নামে। যেখানে আর কোনো মৃত্যু নেই বা জন্ম নেই। এদিন ইসরাফিলের আ. দ্বিতীয় ফুঁক দেওয়ার সাথে সাথে সকল মানুষ স্ব-স্ব কবর থেকে উঠে আল্লাহ তায়ালার নিকট সমবেত হবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার হুকুমে শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতক্রমে (الشفاعة العظمى) আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন এবং বিচারের দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা হবে। অতঃপর মানুষের সৎকর্ম ও অসৎকর্মসমূহ ওজন করা হবে। সরিষাদানা

পরিমাণ সৎকর্ম করলেও সেদিন তা দেখা হবে, অসৎকর্ম করলেও তা দেখা হবে। কারও প্রতি সামান্যতম জুলুম করা হবে না। অতঃপর যার সৎকর্মের পাল্লা ভারি হবে, তাকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। অন্যথায় বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। অতঃপর আল্লাহ তার পায়ের নলা বের করে সেখানে সবাইকে সেজদা করতে বলবেন। কিন্তু দুনিয়াতে যারা কারও ভয়ে বা লোক দেখানোর জন্য সালাত আদায় করত, তাদের মেরুদণ্ডের হাড় শক্ত কাঠের ন্যায় হয়ে যাবে। ফলে তারা সেজদা করতে ব্যর্থ হবে।[১] পক্ষান্তরে মুত্তাকিগণ সহজেই সেজদা করবে। এরপর সবাইকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পার হতে বলা হবে। সেখানে ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্তরা চোখের পলকে পার হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু বাম হাতে আমলনামাপ্রাপ্তরা পুলসিরাতে আটকে যাবে ও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। অতঃপর কবিরা গুনাহগার মুমিনদের যারা জাহান্নামে পতিত হয়েছে, তাদের মুক্তির জন্য শেষনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তায়ালার নিকট শাফায়াত করবেন। ফলে তাদের অনেকে আল্লাহ তায়ালার রহমতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে ফিরে আসবে। যদিও তারা সেখানে জাহান্নামি বলে পরিচিত হবে। অতঃপর অন্যান্য নবী, ফেরেশতা ও মুমিনগণ সুপারিশ করবেন ও তা কবুল করা হবে।[২] এভাবে প্রায় সকল পাপী মুমিন তাদের খালেস ঈমানের কারণে এক সময় জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে ফিরে আসবে। অবশেষে কোনোরূপ শাফায়াত ছাড়াই আল্লাহ তাঁর স্বীয় রহমতে ঐসব বড় পাপী মুমিনদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন, যাদের অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান ছিল এবং যারা খালেস অন্তরে পড়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এদেরকে বলা হবে (عتقاء الرحمن) বা আল্লাহ তায়ালার মুক্ত বান্দাগণ।[৩]

**হাউজে কাউছার:**

এদিন হাউজে কাউছার স্থাপন করা হবে। যা জান্নাতের একটি বিশাল পানির হাউজ। যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয়টি একমাসের পথসমান হবে। যার

---

[১] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا.صحيح البخاري.(٥١/ ٢٢.)

[২] মুত্তাফাক আলাইহি; মিশকাত, হাদিস : ৫৫৭৯।

[৩] মুত্তাফাক আলাইহি; মিশকাত, হাদিস : ৫৫৭৬, ৫৫৭৯; বুখারি, মিশকাত ৫৫৭৪।

পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, মিশকের চেয়ে সুগন্ধিময়। যার পানপাত্রসমূহ আকাশের নক্ষত্রসমূহের ন্যায় সুন্দর ও অসংখ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতি মুমিনগণকে এই হাউজের পানি পান করাবেন। যারা পান করবে, তারা আর কখনোই পিপাসার্ত হবে না। কিন্তু বিদআতি মুমিনগণ সেখানে উপস্থিত হলেও এবং তাদের ওজুর অঙ্গগুলোর ঔজ্জ্বল্য দেখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পানি পান করাতে চাইলেও ফেরেশতাগণ তাদের ফিরিয়ে দিয়ে বলবেন, আপনি জানেন না! তারা আপনার পরে দীনের মধ্যে কত অসংখ্য বিদআত সৃষ্টি করেছিল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধিক্কার দিয়ে বলবেন, দূর হও, দূর হও, যারা আমার পরে আমার দীনকে বিকৃত করেছ।[১]

**জাহান্নামঃ**

আল্লাহ পাক জাহান্নামকে সৃষ্টি করেছেন অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিক, মুনাফিক ও পাপীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দানের জন্য। মুমিন পাপীরা শাফায়াতের কারণে ক্রমেই মুক্তি পেলেও অবিশ্বাসী কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকরা চিরকাল সেখানে শাস্তি ভোগ করবে।[২]

জাহান্নামের সর্বনিম্ন শাস্তি হবে এমন, পাপীর দুই পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে। তাতেই তার মাথার ঘিলু টগবগ করে ফুটতে থাকবে।[৩]

তাদের খাদ্য হবে বিষাক্ত কাঁটাযুক্ত শুকনো ঘাস ও যাক্কুম বৃক্ষ, যা তাদের পুষ্ট করবে না বা ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। তাদের পানীয় হবে উত্তপ্ত ও ফুটন্ত পানি এবং দেহ নিঃসৃত দুর্গন্ধময় পুঁজ ও রক্ত।[৪]

**জান্নাতঃ**

আর জান্নাতকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার মুমিন-মুত্তাকি সৎকর্মশীল বান্দাদের পুরস্কৃত করার জন্য। তিনি বলেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

---

১. মুত্তাফাক আলাইহি; মিশকাত, হাদিস : ৫৫৭১, হাউজ ও শাফায়াত অনুচ্ছেদ।

২. সুরা নিসা, আয়াত : ১৪০, ১৪৫।

৩. সহিহ বুখারি; মিশকাত, হাদিস : ৫৬৬৮।

৪. সুরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ৫২-৫৫; সুরা হাক্কাহ, আয়াত : ৩৬-৩৭; সুরা নাবা, আয়াত : ২৫; সুরা গাশিয়াহ, আয়াত : ৫-৭।

আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমনসব নেয়ামত প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু কখনো দেখেনি, কর্ণ শোনেনি, মানুষের অন্তর যা কখনো কল্পনাও করেনি।[১]

আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

কেউ জানে না, তার কর্মের প্রতিদান হিসাবে তার জন্য চক্ষু শীতলকারী কত নেয়ামত লুক্কায়িত রাখা হয়েছে।[২] জান্নাতের একশো স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্তর হলো ফেরদৌস। তার ওপরেই রয়েছে আল্লাহ তায়ালার আরশ।[৩] যেখানে আল্লাহ সমুন্নত হন। জান্নাতের একটি চাবুক রাখার স্থান গোটা দুনিয়া ও তার সবকিছুর চাইতে উত্তম।[৪] ঈমানদারের সবচেয়ে আনন্দঘন মুহূর্ত হবে তখন, যখন তারা আল্লাহকে সরাসরি দেখবে।[৫] কিন্তু অবিশ্বাসীরা তাঁকে দেখতে পাবে না।[৬]

৬. আল্লাহর নির্ধারিত তাকদিরের ভালো-মন্দের ওপর বিশ্বাস। অর্থাৎ আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ বান্দার ভালো-মন্দ সবকিছু পূর্ব থেকে জানেন। তিনি তার সবকিছু নির্দিষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তিনি যা চান তাই হয়। তিনি ভালো-মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তায়ালা বান্দার তাকদির লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।[৭]

আল্লাহ বলেন,

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

আর প্রত্যেক জিনিস আমি স্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।[৮]

আল্লাহ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন। তাই বান্দার অতীত ও ভবিষ্যৎ সবকিছু তিনি জানেন। কিন্তু বান্দা তা জানে না। ফলে তাকে সাধ্যমতো আল্লাহ তায়ালার হুকুম মেনে কাজ করে যেতে হয় ও

---

১. মুত্তাফাক আলাইহি; মিশকাত, হাদিস : ৫৬১২।
২. সুরা সাজদাহ, আয়াত : ১৭।
৩. সহিহ বুখারি, সুনানে তিরমিযি; মিশকাত, হাদিস : ৫৬১৭।
৪. মুত্তাফাক আলাইহি; মিশকাত, হাদিস : ৫৬১৩; বঙ্গানুবাদ হা/৫৩৭২।
৫. সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২৩।
৬. সুরা মুতাফফিফিন, আয়াত : ১৫।
৭. সহিহ মুসলিম; মিশকাত, হাদিস : ৭৯, তাকদিরে বিশ্বাস অনুচ্ছেদ।
৮. সুরা ইয়াসিন, আয়াত : ১২।

তার নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করতে হয়। আল্লাহ তাকে তার জ্ঞান মতো কাজ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। যার ভিত্তিতে সে পরকালে জান্নাত বা জাহান্নামের অধিকারী হয়। যাকে আল্লাহ জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, দুনিয়াতে সে কাজ তার জন্য সহজ হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে সে জান্নাতি আমল করে। আর যাকে আল্লাহ জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য সে কাজ সহজ হয় এবং মৃত্যুর পূর্বে সে জাহান্নামি আমল করে। ইতিপূর্বে সে যে-কাজই করুক না কেন, তার শেষ আমলটাই আল্লাহ তায়ালার নিকটে গৃহীত হয়। অর্থাৎ ঈমানের ওপর মৃত্যু হলে সে জান্নাতি, আর ঈমানের সাথে মৃত্যু না হলে সে জাহান্নামি। তাকদিরে বিশ্বাসের ফলাফল এই হয় যে, সাধ্যমতো চেষ্টার পর ব্যর্থ হলে তাকদিরের লিখন ছিল বলে সে স্বস্তি লাভ করে। সফলতায় সে অহংকারী হয় না; বরং আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করে। ব্যর্থতায় সে ভেঙে পড়ে না বা হতাশ হয় না। কেননা, সে বিশ্বাস করে যে, এটাই আল্লাহ তায়ালার পূর্ব নির্ধারিত ছিল। আল্লাহ যেটা চেয়েছেন সেটাই হয়েছে। বান্দার এতে কিছুই করার নেই। এভাবে সফলতা ও ব্যর্থতা সর্বাবস্থায় সে একটি সু-সমন্বিত জীবনযাপন করে। সকল অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার উপরে ভরসাকারী একজন সুখী মানুষ হিসাবে সে জীবন অতিবাহিত করে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন আমিন।

# জান্নাত

জান্নাত এমন এক জায়গা, যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন। যা দিগন্ত বিস্তৃত, নানারকম ফলে ফুলে সুশোভিত, সুরম্য অট্টালিকা সম্বলিত মনোমুগ্ধকর বাগান; যার পাশ দিয়ে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের নদী-নালা ও ঝরনাধারা। জান্নাত হলো, চিরশান্তির জায়গা। সেখানে আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি, আমোদ-প্রমোদ, চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ-উল্লাসের সব ব্যবস্থা রয়েছে। সেখানে সুখ-শান্তি শুরু হবে, শেষ হবে না। সেখানে ভোগ-বিলাস ও পানাহারের জন্য রয়েছে হাজাররকম ব্যবস্থা। ভুল বললাম, হাজার নয়; বরং অগণিত ব্যবস্থা। জান্নাতিরা যা কিছু পাওয়ার আহ্বান জানাবে, সব কিছু পাবে। জান্নাতে মানুষ কোনো কিছুর ইচ্ছা করলে, সাথে সাথে তার সামনে তা প্রস্তুত পাবে। সেখানে সবাই যুবক হয়ে বাস করবে। কোনোদিন কেউ বৃদ্ধ হবে না। একবার রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক বৃদ্ধা আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি দোয়া করে দিন, আমি যেন জান্নাতে যেতে পারি। রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। এ কথা শুনে বৃদ্ধা কাঁদতে লাগলেন। তখন তিনি তাকে ডেকে বললেন, বুড়ি শোনো! তুমি যখন জান্নাতে যাবে, তখন আর বুড়ি থাকবে না। ষোড়শী যুবতী হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ কথা শুনে বৃদ্ধা খুশি হয়ে চলে গেল।[১] জান্নাতে কারও শরীর খারাপ হবে না। সবাই জান্নাতে চিরসুস্থ থাকবে। যত ধরনের ফল-ফলাদি, খাদ্য-পানীয়– সব খেতে পারবে। ভোগ-বিলাসের সকল উপায়-উপকরণ বিদ্যমান থাকবে। আনন্দ-উল্লাস, ঘোরাফেরা, খেলাধুলা, বাজার করা ও শুভেচ্ছা-স্বাগত জানাতে পারবে। প্রাচুর্যের কোনো অভাব

---

[১] حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارِكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَتَتْ عَجُوزٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ادْعُ اللهَ أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ فُلاَنٍ ، إِنَّ الْجَنَّةَ لاَ تَدْخُلُهَا عَجُوزٌ قَالَ : فَوَلَّتْ تَبْكِي فَقَالَ : أَخْبِرُوهَا أَنَّهَا لاَ تَدْخُلُهَا وَهِيَ عَجُوزٌ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : { إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا } [الواقعة : ٥٣ - ٣٧] . الشمائل للترمذي - (١ / ٧٩١)

হবে না। দ্রুতগামী যানবাহন থাকবে। মনের ইচ্ছা চোখের নিমিষে পূরণ করতে পারবে। স্বামী-স্ত্রী সেখানে সুখী দাম্পত্য জীবন যাপন করবে। মানুষ সেখানে প্রস্রাব-পায়খানা, নাকের শ্লেষ্মা থেকে মুক্ত এবং নারীরা ঋতুমুক্ত হবে। এককথায়, পরম ও চরম শান্তি বলতে যা বোঝায়, তার পুরোটাই জান্নাতে পাওয়া যাবে। দুনিয়ার সকল সুখ-শান্তি মিলে জান্নাতের সুখ-শান্তির তুলনায় কিছুই না; বরং তা দুনিয়ার সকল আরাম-আয়েশকে হার মানাবে। মানুষ সুখ পেতে চায়। তাই আল্লাহ তায়ালা তার অনুগত বান্দাদের জন্য রেখেছেন এই সুখের ঠিকানা জান্নাত।

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন, "আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন নেয়ামত তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং এমনকি কোনো মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। এরপর তিনি বলেন, যদি তোমরা চাও, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি (সুরা সাজদাহ: ১৭) পড়ো।[১] যার অর্থ হলো, 'কেউ জানে না, তার জন্য কী কী নয়নাভিরাম বিনিময় লুক্কায়িত আছে।"[২]

সব সময় জান্নাত হবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। জান্নাতে সর্বদা বসন্তকাল বিরাজ করবে। ফুল-ফলের সমাহার এবং সৌন্দর্য শ্যামলতা কখনো শেষ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, তাদেরকে সেখানে (জান্নাতে) না সূর্যতাপ জ্বালাতন করবে না শৈত্যপ্রবাহ।[৩]

## জান্নাতে কোনো দুঃখ-কষ্ট থাকবে না

পৃথিবীতে মানুষ যত বিত্তশালী হোক এবং যত সুখ-শান্তিই ভোগ করুক, তবুও কোনো না কোনো দুঃখ বা অশান্তি থাকেই। কোনো মানুষের পক্ষেই পূর্ণ সুখী হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু জান্নাতে কোনো দুঃখই থাকবে না, কোনো পেরেশানি থাকবে না। পৃথিবীতে যারা কোটি কোটি টাকার মালিক, তারা আরও বেশি পেতে চায়, আরও বেশি ভোগ করতে চায়– ফলে তাদের পেরেশানির অন্ত থাকে না। আল্লাহ নিজেই এ ব্যাপারে বলেন, 'তারা সেখানে

---

[১] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَالَ : اللهُ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ {فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ}. صحيح البخاري - (٤ / ٣٤١)

[২] সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩২৪৪; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ২৮২৪।

[৩] لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا [الإنسان : ٣١]

(জান্নাতে) কখনও কোনো দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হবে না এবং কোনোদিন সেখান থেকে তাদের বের করে দেওয়া হবে না।'[১]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যারা জান্নাতে যাবে, তারা সর্বদা সচ্ছল অবস্থায় থাকবে, দারিদ্র্য ও অনাহারে কষ্ট পাবে না। তাদের পোশাক পুরাতন হবে না এবং তাদের যৌবনও কোনোদিন শেষ হবে না।[২]

## জান্নাতিদের মৃত্যু হবে না, অসুস্থও হবে না

দুনিয়াতে মানুষ দীর্ঘদিন বাঁচতে চায়। ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে নাতি দেখার আশায় থাকে। নাতি হওয়া পর্যন্ত কোনোভাবে বেঁচে গেলে নাতির বউ দেখতে চায়। কিন্তু মৃত্যু কেউ চায় না। কিন্তু মানুষ যে ধর্মেরই হোক, তাকে একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হয়। শুধু মানুষ নয়; বরং সকল প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তেমনিভাবে দুনিয়াতে সবাই সুস্থ থাকতে চায়, কেউ অসুস্থ হতে চায় না। তারপরও মানুষ, জীব-জন্তু অসুস্থ হয়। কিন্তু জান্নাতে কারও মৃত্যু হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'সেখানে তারা আর কখনও মৃত্যুর মুখোমুখি হবে না। পৃথিবীতে একবার যে মৃত্যু হয়েছে, সেটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দেবেন।'[৩]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন জান্নাতিগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন এক ঘোষক ঘোষণা করবে– 'হে জান্নাতিগণ! এখন আর তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়বে না। সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। আর তোমাদের মৃত্যু হবে না, অনন্তকাল জীবিত থাকবে। সর্বদা যুবক থাকবে। কখনও বৃদ্ধ হবে না। সর্বদা অফুরন্ত নেয়ামত ভোগ করবে, তা কখনও শেষ হবে না এবং কখনও দুঃখ ও অনাহারে থাকবে না।[৪] (মুসলিম, ২৮৩৭; সুনানে তিরমিযি, ৩২৪৬)

## জান্নাতিদের চেহারা হবে ধবধবে সাদা এবং লম্বা হবে ৬০ হাত

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলটির চেহারা হবে পূর্ণিমার রাতের উজ্জ্বল চাঁদের আলোর মতো। পরবর্তী দলগুলোর চেহারা হবে উজ্জ্বল

---

[১] لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ [الحجر : ٤٨]

[২] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ. صحيح مسلم - (٣١ / ٥٧٤)

[৩] لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ [الدخان : ٥]

[৪] قَالَ يُنَادِي مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ.{ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمْ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }. صحيح مسلم. (٣١ / ٦٧٤)

জ্যোতিষ্কের মতো। তাদের মাঝে প্রস্রাব-পায়খানা নাকের শ্লেষ্মা ও থুথু হবে না। চিরুনি হবে সোনার, ঘাম হবে মেশকের মতো সুঘ্রাণ, আগর কাঠের সুঘ্রাণযুক্ত ধোঁয়া বিতরণ করা হবে, স্ত্রীরা হবে আনত-নয়না, সবার চরিত্র এক ও অভিন্ন এবং আকৃতি হবে তাদের পিতা আদমের মতো ৬০ গজ লম্বা।[১] (বুখারি, ৬২২৭; ও মুসলিম, ২৮৪১)

## জান্নাতিদের দৈহিক গঠন

রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতিরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তারা থাকবে লোম ও দাড়ি-গোঁফবিহীন, খতনাবিহীন, সুরমা লাগানো অবস্থায়, ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছর বয়সী।[২] (সুনানে তিরমিযি, ২৫৪৫)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, জান্নাতিগণ লোম ও দাড়ি-গোঁফবিহীন হবে, তাদের চোখ থাকবে সুরমায়িত। তাদের যৌবন কোনোদিন বিলুপ্ত হবে না এবং তাদের কাপড়ও পুরাতন হবে না।[৩] (সুনানে তিরমিযি, ২৫৩৯)

ছয়জন নবীর সিফাত দিয়ে আল্লাহ তার বান্দাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন,

ক. হজরত আদম আ.-এর মতো শরীর।
খ. হজরত দাউদ আ.-এর মতো কণ্ঠ।
গ. হজরত ইউসুফ আ.-এর মতো সুন্দর চেহারা।
ঘ. হজরত মুসা আ.-এর মতো শক্তি।
ঙ. হজরত ঈসা আ.-এর মতো ৩৩ বছরের যৌবন ও
চ. হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতো আখলাক দান করে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতিদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

## জান্নাতের নেয়ামত

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার প্রশস্ততা হবে আসমান-জমিনের সমান। যা মুত্তাকিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে'।[৪]

---

[১] فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ. صحيح البخاري - (١١ / ٧٠١)

[২] عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَدْخُلُ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا مُكَحَّلِينَ أَبْنَاءَ ثَلاَثِينَ أَوْ ثَلاَثٍ وَثَلاَثِينَ سَنَةً. سنن الترمذي (٤ / ٣٦٢)

[৩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لاَ يَفْنَى شَبَابُهُمْ وَلاَ تَبْلَى ثِيَابُهُمْ ». سنن الترمذى-(٩ / ٩٦٤)

[৪] وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ [آل عمران : ١٣٣]

জান্নাতের প্রশস্ততা হবে আসমান-জমিনের সমান। সেখানে মুমিনের জন্য মুক্তোর তৈরি তাঁবু থাকবে। এর দৈর্ঘ্য হবে ৬০ মাইল। সেখানে মুমিনদের পরিবার থাকবে। তারা তাদের কাছে আসা-যাওয়া করবে, কিন্তু তাঁবু ৬০ মাইল দীর্ঘ হওয়ার ফলে একে অপরকে দূরত্বের কারণে দেখতে পাবে না। জান্নাতের মধ্যে এমন বালাখানা আছে, (স্বচ্ছতার কারণে) যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যাবে। তাদের চিরুনি হবে স্বর্ণের তৈরি, তাদের ধূপদানি সুগন্ধি কাঠ দিয়ে জ্বালানো হবে।

আবু মুসা আশয়ারি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'দুটি জান্নাত রুপার এবং তার পানপাত্র ও আসবাবপত্রও রুপার। আর দুটি জান্নাত সোনার এবং তার পানপাত্র ও আসবাবপত্রও সোনার। জান্নাতে আদনে তাদের ও আল্লাহর মধ্যে দৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা হলো– আল্লাহ তায়ালার অহংকারের চাদর।'[১] (বুখারি, ৪৮৭৮; মুসলিম, ১৮০)

জান্নাতের ইটগুলো সোনা ও রুপার, সিমেন্ট হচ্ছে মেশক, কঙ্কর হচ্ছে মণি-মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর এবং মাটি হচ্ছে জাফরান। যে প্রবেশ করবে সে সুখে থাকবে, দুঃখী হবে না, চিরস্থায়ী হবে, মৃত্যুবরণ করবে না, পোশাক পুরাতন হবে না এবং যৌবন শেষ হবে না। জান্নাতের দরজাগুলো জান্নাতিদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। যখনই কোনো জান্নাতি প্রবেশ করতে যাবে, তখন তাকে জান্নাতের দরজাসমূহ থেকে ডাকা হবে। অতএব যে সালাত আদায়কারী, তাকে সালাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে মুজাহিদ তথা আল্লাহ পথে জিহাদকারী, তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডাকা হবে। যে সিয়াম পালনকারী, তাকে রাইয়ান নামক দরজা থেকে ডাকা হবে। আর যে সদকা দানকারী, তাকে সদকার দরজা থেকে ডাকা হবে। আরও থাকবে প্রবেশের সময় ফেরেশতাদের অভ্যার্থনা। আল্লাহ বলেন, 'মুত্তাকিদের দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছাবে, জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে এ বলে অভ্যর্থনা জানাবে–তোমাদের প্রতি সালাম, শুভেচ্ছা, তোমরা সুখে থাকো এবং সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির

---

[১] أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلاَّ رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. صحيح البخاري (٦/ ١٨١). صحيح مسلم.- (١/ ٢١١)

উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব। পরিশ্রমীদের পুরস্কার কতই না চমৎকার।'[১]

## জান্নাতে থাকবে প্রবহমান নদ-নদী

যা থেকে তারা পান করবে। জান্নাতে মোট চার ধরনের নদী হবে।

১. পানি ২. দুধ ৩. মধু ৪. শরাব। তন্মধ্যে পানির ঝরনাগুলো হচ্ছে,

১. কাফুর ঝরনা। এর পানি সুঘ্রাণ এবং সুশীতল থাকবে।

২. সালসাবিল ঝরনা। এর পানি ফুটন্ত চা ও কফির ন্যায় সুগন্ধযুক্ত ও উত্তপ্ত থাকবে।

৩. তাসনীম ঝরনা। এর পানি থাকবে নাতিশীতোষ্ণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত।'[২]

মুআবিয়া রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে থাকবে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং শরাবের সমুদ্র; এরপর নদী-নালার ব্যবস্থা করা হবে।'[৩]

## জান্নাতের বৃক্ষ ও বিহঙ্গকুল

আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয়ই জান্নাতের মাঝে এমন একটি বৃক্ষ হবে, যার ছায়াতে একজন আরোহী একশো বছর পর্যন্ত ভ্রমণ করেও বৃক্ষের ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। যদি তোমরা চাও, তাহলে তোমরা পাঠ করো (আর সম্প্রসারিত ছায়া এবং সদা প্রবহমান পানি)।[৪]

---

[১] وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ.وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ [الزمر: ٣٧، ٤٧]

[২] وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة: ٥٢]

[৩] إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْد.سنن الترمذى - (٤٢/ ١٠)

[৪] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَظِلٍّ مَمْدُودٍ }صحيح البخاري (٥١ / ٣٤١)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে, জান্নাতে এমন কোনো বৃক্ষ নেই, যার শাখা-প্রশাখা স্বর্ণের নয়।[১]

জারির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেছেন, একদিন আমি সালমান ফারসির নিকট গেলাম। তিনি আলাপ আলোচনার এক পর্যায়ে ছোট একটি কাঠের টুকরো নিলেন, যা তার দুই আঙুলের মাঝে থাকার কারণে ভালোভাবে দেখা যাচ্ছিল না। তিনি বললেন, যদি তুমি জান্নাতে এতটুকু কাঠ সংগ্রহ করতে চাও, তা পারবে না। আমি বললাম, তাহলে খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছপালা কোথায় যাবে। (যার কথা কুরআন-হাদিসে উল্লেখ আছে) তিনি বললেন, অবশ্য খেজুর ও অন্যান্য গাছপালা সেখানে থাকবে, তবে তা কাঠের হবে না; বরং তার শাখা-প্রশাখাগুলো মোতি ও স্বর্ণের তৈরি হবে। আর তাতে থাকবে কাঁদি কাঁদি খেজুর।[২]

## জান্নাতের পাখি

জান্নাতে শুধু গাছ-পালা, নদী-নালা ও ঝরনাধারাই থাকবে না, সেখানে নানা প্রজাতির রং-বেরঙয়ের পাখিও থাকবে। তারা সারাক্ষণ কূজন-কাকলিতে মুখরিত করে রাখবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে লম্বা ঘাড়বিশিষ্ট উটের ন্যায় পাখিও আছে। যারা সর্বদা জান্নাতের বৃক্ষরাজির মধ্যে বিচরণ করে বেড়াবে। আবু বকর রাযি. শুনে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তারা তো খুব আনন্দময় ও সুখময় জীবনযাপন করছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেগুলো ভক্ষণকারীরা সেখানে আরও উত্তম জীবনযাপন করবে। এ কথা তিনি তিনবার বললেন।[৩]

## জান্নাতিদের প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতিগণ জান্নাতের খাবার খাবে এবং পানীয় বস্তু পান করবে, কিন্তু সেখানে তাদের পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজন হবে না, এমনকি তাদের নাকে ময়লাও জমবে না।

---

[১] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلاَّ وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ .سنن الترمذى - (٩ / ٣٤٤)

[২] . يَا جَرِيرُ بْنَ عَبْدِ اللهِ لَوِ الْتَمَسْتَ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ هَذِهِ لَمْ تَجِدْهُ «، وَأَخَذَ عُودًا مِنَ الْأَرْضِ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، فَأَيْنَ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ ؟ « قَالَ: « أُصُولُهَا وَسُوقُهَا ذَهَبٌ وَلُؤْلُؤٌ، وَأَعْلَاهَا تَمْرٌ.شعب الإيمان - (١٠ / ٦٤ ). (اخبار مكة - (٥ / ٥٠١)

[৩] فِيهِ طُيُورٌ أَعْنَاقُهَا كَأَعْنَاقِ الْجُزُرِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آكِلُوهَا أَنْعَمُ مِنْهَا. مسند احمد (٣ / ٦٣٢)

ঢেঁকুরের মাধ্যমে তাদের পেটের খাদ্যদ্রব্য হজম হয়ে মিশকের সুগন্ধির মতো বেরিয়ে যাবে। শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতোই তারা তাসবিহ-তাকবিরে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।[১]

## জান্নাতিদের পোশাক-পরিচ্ছদ

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সেখানে তাদেরকে স্বর্ণকঙ্কণে অলংকৃত করা হবে। তারা পরবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র। আর তারা সেখানে হেলান দিয়ে থাকবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম বিশ্রামস্থল!'[২]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম, আর তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কঙ্কণে, আর তাদের রব তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র পানীয়।'[৩]

## জান্নাতিদের আল্লাহ পূত-পবিত্র স্ত্রী ও হুরদের সাথে বিয়ে দেবেন

মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা সামনা-সামনিভাবে সাজানো সারি সারি আসনের ওপর ঠেস দিয়ে বসে থাকবে এবং আমি তাদের সাথে হুরে-ঈনদের (সুনয়না হুরদের) বিবাহ দেবো।[৪]

আয়াতে কারিমায় হুরে-ঈনদের কথা বলা হয়েছে। হুর শব্দটি বহুবচন, যার অর্থ অত্যন্ত সুশ্রী, অনিন্দ্য সুন্দর। 'ঈন' শব্দটিও বহুবচন, যার অর্থ ভাসা ভাসা ডাগরচোখের নারী। বাংলা ভাষায় যাদের 'হরিণনয়না' বলা হয়। হুরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপন মহিমায় তার অনুগত বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, '(এসব নেয়ামতের মধ্যে থাকবে) তাদের জন্য সচ্চরিত্রবান ও সুদর্শন স্ত্রীগণ।'[৫]

---

[১] عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ ». قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ « جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ .صحيح مسلم.(٨ / ٧٤١)

[২]. أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا [الكهف: ١٣]

[৩]. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان: ١٢]

[৪] مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ . [الطور: ٢٠]

[৫] فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ .[الرحمن: ٧٠]

## জান্নাতি হুরেরা হবে কুমারী

আল্লাহ বলেন, 'আমি জান্নাতি নারীদের বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের চিরকুমারী, কামিনী ও সমবয়স্কা বানিয়েছি।'[১]

ঐ সমস্ত হুর এবং স্ত্রীগণ শুধু কুমারীই হবে না; বরং এমন অবস্থায় থাকবে যে, জান্নাতিদের স্পর্শের পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জিন তাদের স্পর্শ করেনি বা দেখেওনি। কেননা বিচারের পূর্বে কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, তাই তাদের দেখা বা স্পর্শ করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই বলেন, 'তাদেরকে (জান্নাতিদের) পূর্বে কোনো মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি।'[২]

## হুররা দেখতে যেমন হবে

সযত্নে লুকিয়ে রাখা মুক্তোর মতো সুন্দরী হবে। আল্লাহ বলেন, 'হুরের উদাহরণ হলো, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।'[৩]

আল্লাহ আরও বলেন, 'তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না ও ডাগরচোখা। তারা যেন সযত্নে ঢেকে রাখা ডিম।'[৪]

আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জান্নাতিদের স্ত্রীদের কেউ যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি মেরে দেখত, তবে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সব কিছু আলোকিত হয়ে যেত এবং গোটা পৃথিবী সুগন্ধে ভরে যেত। তার মাথার উড়নাটিও পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দামি।[৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, হুরেরা অত্যন্ত উজ্জ্বল সুন্দরী, রূপবতী, লাবণ্যময়ী, সুন্দর ও বড় বড় চোখের অধিকারিণী হবে। কাপড়ের মধ্য দিয়ে তাদের হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের দেহ আয়নার মতো স্বচ্ছ হবে এবং যে কেউ নিজের চেহারা তাতে দেখতে পাবে।

---

১. إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً () فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا () عُرُبًا أَتْرَابًا () لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ () [الواقعة: ٥٣ - ٨٣]

২. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ .[الرحمن: ٦٥]

৩. كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ [الواقعة: ٣٢]

৪. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ () كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. [الصافات: ٨٤ ، ٩٤]

৫. وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ ، يَعْنِي سَوْطَهُ - خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ لأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلأَتْهُ رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. صحيح البخاري - (٤ / ٠٢)

অন্য বর্ণনায় আছে, 'কেয়ামতের দিন যারা প্রথম জান্নাতে যাবে, তাদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল দেখা যাবে। আর দ্বিতীয় দল যেন সৌন্দর্যে আকাশের ধ্রুব তারার ন্যায় হবে। তাদের প্রত্যেকের জন্য থাকবে দুই স্ত্রী। প্রত্যেক স্ত্রীর পরনে থাকবে সত্তরটি কাপড়। তথাপি তার ভেতর থেকেও পায়ের নলার মগজ দৃষ্টিগোচর হবে।'[১] (সুনানে তিরমিযি, ২৫৩৫)

## হুরদের মন মাতানো সঙ্গীত

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, জান্নাতের মধ্যে হুরদের একটি দল থাকবে। তারা এমন মধুর সুরে গান গাইবে, আল্লাহর কোনো সৃষ্টি এত সুন্দর কণ্ঠের গান আর কোনোদিন শোনেনি। তারা গাইবে,

আমরা চিরস্থায়ী, কোনোদিন শেষ হবো না,

আমরা চিরসুখী, কোনোদিন দুঃখী হবো না।

আমরা চিরসন্তুষ্ট, কোনোদিন অসন্তুষ্ট হবো না,

সুসংবাদ, আমরা যাদের জন্য এবং যারা আমাদের জন্য।[২](সুনানে তিরমিযি, ২৫৬৪)

আবু হুরায়রা রাযি.-কে জান্নাতি গানের ধরন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি উত্তর দেন, সে গানগুলো হবে আল্লাহর হামদ ও গুণকীর্তন, প্রশংসা ও স্তুতিসমৃদ্ধ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাত হাসিল করার তাওফিক দান করুন।

---

[১] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِى السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. سنن الترمذى - (٩ / ١٦٤)

[২] عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الْخَلاَئِقُ مِثْلَهَا قَالَ يَقُلْنَ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَ نَبِيدُ وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلاَ نَبْأَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلاَ نَسْخَطُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ. سنن الترمذى - (١٠ / ٣١)

# জাহান্নাম

জাহান্নাম হলো, চির দুঃখ-কষ্ট-পেরেশানি, লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, অপমান, দুর্ভোগ, লজ্জা-শরম, ক্ষুধা-পিপাসা, আগুন, অশান্তি, হতাশ-নিরাশা, চিৎকার-কান্নাকাটি, শাস্তি, অভিশাপ ও আজাব-গজবের স্থান; যা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার নাফরমান বান্দাদের জন্য তৈরি করেছেন। যেখানে শান্তির লেশমাত্রও নেই। হাত-পা ও ঘাড়-গলা শেকলে বেঁধে বেড়ি পরিয়ে দলে দলে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষেপ করা হবে। যেখানে অতি তেজী ও দাহ্য শক্তিসম্পন্ন আগুন ছাড়া আর কিছু নেই। দোজখের অগ্নিশিখা তাদের ওপর, নিচ এবং ডান ও বাম থেকে স্পর্শ করবে, জ্বালাতে-পোড়াতে থাকবে। একবার চামড়া পুড়ে গেলে আবারও নতুন চামড়া গজাবে, যেন বার বার আগুনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে।[১] পিপাসায় যখন প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে, তখন তাদের দুর্গন্ধময় পুঁজ, গরম পানি পান করতে দেওয়া হবে। তাতে পিপাসা না কমে আরও তীব্র হবে। অতি দুর্গন্ধময় যাক্কুম এবং কাঁটাযুক্ত ঘাস ও গিসলিন হবে তাদের খাদ্য। ক্ষুধার তাড়নায় তা ভক্ষণ করতে গেলে পেটের ভেতরে আরও যন্ত্রণা বাড়াবে। তাদের খাদ্য, তাদের পানীয় হবে তাদের জন্য আজাবের অন্যতম উপকরণ। অতিশয় ঠান্ডা ও হিমপ্রবাহ দ্বারাও আরেক প্রকার শাস্তি দেওয়া হবে। বরফের চাইতে শতগুণ ঠান্ডা যামহারিরে তাদের রাখা হবে। সে আজাব হবে ভয়াবহ। তারা শাস্তি পেতে পেতে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু সে অনুরোধ গ্রহণ করা হবে না। নিরুপায় হয়ে জাহান্নাম থেকে বাইরে যেতে চাইবে। কিন্তু সেদিন তাদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। থাকবে না কোনো সুপারিশকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। দুনিয়াতে কেউ কষ্টে পড়লে দুই তিনদিন পর তার সে কষ্ট, মসিবত ও দুঃখ দূর হয়ে যায়। কিন্তু আখেরাতে এমনটা হবে না। যে জাহান্নামি হবে, তার কেবল কষ্ট আর কষ্ট! প্রতি মুহূর্তে তাকে এই কষ্টকর আজাব সহ্য করতে হবে। জাহান্নাম হচ্ছে বিচিত্র রকমের অসহনীয় যাতনার বিশাল কারাগার।

---

১. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا. [النساء: ٦٥]

জাহান্নামের আজাবের কারণে দৈনিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি দেহের মধ্যে অবস্থিত হৃৎপিণ্ড, নাড়িভুঁড়ি, শিরা-উপশিরা, অস্থি-মজ্জা ইত্যাদির বিকৃতি ঘটবে। কিন্তু সেই তীব্র যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার অথবা পালিয়ে যাবার কোনো রাস্তাও খোলা থাকবে না।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি কি জানো, জাহান্নাম কী? তা শাস্তিতে থাকতে দেয় না আবার ছেড়েও দেয় না। চামড়া ঝলসে দেয়। উনিশজন ফেরেশতা তার প্রহরী হবে।'[১]

অন্যত্র বলা হয়েছে, 'সে (জাহান্নামে) মরবেও না আবার জীবিতও থাকবে না।'[২]

আরও বলা হয়েছে, তারা (জাহান্নামিরা) যখন সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, তখন তার ক্ষিপ্ততার তর্জন-গর্জন শুনতে পাবে এবং তা উথাল-পাতাল করতে থাকবে, ক্রোধ আক্রোশে এমন অবস্থা ধারণ করবে, মনে হবে তা গোস্বায় ফেটে পড়বে।[৩]

এত কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তারা মৃত্যু কামনা করবে। আল্লাহ পাক বলেন, 'জাহান্নাম যখন দূর হতে তাদের (জাহান্নামিদের) দেখতে পাবে, তখন তারা তার ক্রোধ ও তেজস্বী আওয়াজ (অর্থাৎ তর্জন-গর্জন) শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামের কোনো সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা সেখানে কেবল মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে।'[৪]

সুরা নাবায় বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় জাহান্নাম একটি ঘাঁটি। খোদাদ্রোহীদের জন্য আশ্রয়স্থল। সেখানে তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।'[৫]

## জাহান্নামের শ্রেণীবিন্যাস

জাহান্নামেও আল্লাহ কারও ওপর জুলুম করবেন না। আল্লাহ তায়ালার সাথে জুলুমের কল্পনা করাও তো অন্যায়। আল্লাহ পাক জাহান্নামিদের জন্য বিভিন্ন

---

১. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ () لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ () لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ () عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ () [المدثر: ٧٢ - ٣٠]

২. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى [الأعلى: ٣١]

৩. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ . تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ [الملك: ٧، ٨]

৪. إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا . وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا [الفرقان: ٢١، ٣١]

৫. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا . لِلطَّاغِينَ مَآبًا. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا [النبا: ١٢ - ٣٢]

স্তর তৈরি করে রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'জাহান্নামের সাতটি স্তর রয়েছে। প্রত্যেকটি স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দল নির্ধারিত হয়েছে।'[১]

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের অপরাধীরা শাস্তি ভোগ করবে। যেমন, কাফের, মুশরিক, ব্যভিচারী, সুদখোর, ঘুষখোর ইত্যাদি; সবার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। যেমন, জেনাকারীদেরকে যৌনাঙ্গ থেকে নিঃসৃত পচা-দুর্গন্ধযুক্ত পানীয় পান করানো হবে। দোযখীরা পচা দুর্গন্ধ পেয়ে বলবে, এর চাইতে বেশি দুর্গন্ধ আমরা আর কখনও পাইনি। তাদেরকে বলা হবে, এটা জেনাকারীদের লজ্জাস্থানের পচা দুর্গন্ধ। জাহান্নামে খচ্চরের মতো বিশাল বিচ্ছু জেনাকারীকে দংশন করতে থাকবে। প্রতি দংশনে এক হাজার বছর পর্যন্ত বিষের যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। তারপর গোশত খসে পড়বে এবং জননেন্দ্রিয় থেকে পুঁজ বের হবে।

বেনামাজিকে জাহান্নামের মালহাম নামক অঞ্চলের উটের ঘাড়ের মতো মোটা এবং প্রায় এক মাসের পথের সমান লম্বা বিষধর সাপ দংশন করতে থাকবে। প্রতি দংশনের বিষ ৭০ বছর পর্যন্ত যন্ত্রণা দেবে, এরপর গোশত খসে পড়বে।

যারা সোনা-রুপার যাকাত দেয় না, তাদের সোনা-রুপাকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে তাদের কপালে, পিঠ ও পার্শ্বে সেক দিয়ে বলা হবে, এখন তোমরা তোমাদের জমাকৃত সম্পদের মজা ভোগ করো।

এ ছাড়াও সুদখোর, মিথ্যুক, নিন্দুক, চোর-ডাকাত, জালেম-অত্যাচারী, অন্যের অধিকার নষ্টকারী, মা-বাবার অবাধ্য ও তাদেরকে কষ্টদানকারী সন্তানের জন্যও বহু শাস্তি রয়েছে।

আবার প্রত্যেকটি স্তরের অনেকগুলো ঘাঁটি আছে। যথা,

**গাসসাক :** একটি হ্রদ। যা জাহান্নামিদের রক্ত, ঘাম ও পুঁজ ইত্যাদি প্রবাহিত হয়ে সেখানে জমা হবে।

**গিসলিন :** এটা হচ্ছে জাহান্নামিদের মল-মূত্র জমা হওয়ার স্থান। জাহান্নামিরা যখন খুব ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভব করবে, তখন উক্ত দুই জায়গা হতে পানাহার করতে দেওয়া হবে। তা ছাড়া 'তীনাতুল খাবাল' নামক বিষ ও পুঁজে পূর্ণ আরেকটি কূপের কথাও হাদিসে উল্লেখ আছে।

**সাউদ :** এটা তীনাতুল খাবালের পাড়ে অবস্থিত একটি বিশাল পাহাড়।

---

[১] لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ [الحجر : ٤٤]

এক শ্রেণির জাহান্নামিদের ঐ পাহাড়ের ওপর উঠিয়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলা হবে, পুনরায় উঠানো হবে এবং ফেলা হবে, এভাবেই শাস্তি দেওয়া হবে।

আল্লাহ পাক বলেন, 'সহসাই আমি তাকে সাউদ নামক পর্বতে চড়াবো।'[১]

**যুববুল হুযন :** জাহান্নামিদের আরেকটি ঘাঁট। এখানে রিয়াকারী ও অহংকারী লোকদের শাস্তি দেওয়া হবে।

**গাই :** জাহান্নামের সবচেয়ে ভয়াবহ জায়গা। গাইয়ের ভয়ঙ্কর হুংকার শুনে জাহান্নামের অন্য স্থানগুলো প্রতিদিন গাই হতে চারশো বার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা কুফুরি করেছে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাদের ও সমস্ত মানুষের লানত। এ অবস্থায় তারা (জাহান্নামে) অনন্তকাল অবস্থান করবে। তাদের শাস্তি কমানো হবে না, অন্য কোনো অবকাশ দেওয়া হবে না।[২]

আল্লাহ যেমন তার প্রিয় বান্দাদের জন্য আটটি জান্নাত রেখেছেন, তেমনই তার অবাধ্যদের জন্য সাতটা জাহান্নাম রেখেছেন– ১. হাবিয়া ২. জাহিম ৩. সাকার ৪. লাযা ৫. সাঈর ৬. হুতামাহ ৭. জাহান্নাম।

## জাহান্নামের ইন্ধন

জাহান্নামের ইন্ধন হবে পাথর, অবাধ্য জিন ও মানুষ। অর্থাৎ আল্লাহ এদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বানাবেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ সৃষ্টি করেছি। তাদের অন্তর রয়েছে, তবে তারা তা দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। তাদের চোখ আছে, তবুও তারা দেখে না, তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো; বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরাই গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত।[৩]

সুরা বাকারায় বলা হয়েছে, 'তোমরা জাহান্নামের ঐ আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যা কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে।'[৪]

---

১. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا [المدثر: ٧١]

২. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ [البقرة: ١٦١ ، ٢٦١]

৩. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ [الأعراف: ٩٧١]

৪. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ [البقرة: ٤٢]

আল্লাহ জাহান্নামের এত শাস্তির কথা বলে ঈমানদারদের সেই জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ অনুসন্ধানের কথাও বলেছেন। তিনি বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিজেকে এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে সে আগুন হতে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। সেখানে অত্যন্ত কর্কশ, রূঢ় ও নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবে। যারা কখনো আল্লাহ তায়ালার আদেশ অমান্য করে না। যে নির্দেশই তাদের দেওয়া হোক, তা তারা ঠিকভাবে পালন করে।'[১]

## জাহান্নাম কেমন ভয়ঙ্কর হবে?

হাদিসে আছে– সেদিন জাহান্নামের সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং একেকটি লাগাম ৭০ হাজার ফেরেশতা ধরে রাখবে।[২] তারপরও বন্যপ্রাণী যেমন নিজের আহার খুঁজে খুঁজে বের করে নেয়, ঠিক তেমনি জাহান্নামও তার খাদ্য তথা জাহান্নামিদের খুঁজে খুঁজে বের করবে। তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান করবে। আল্লাহ পাক বলেন, 'জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে আহ্বান করবে, যে সত্য ও সুন্দর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো এবং তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আর যে ধন-সম্পদ (আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় না করে) জমা করত এবং তা আঁকড়ে ধরে থাকত।'[৩]

## জাহান্নামের চাহিদা

জাহান্নামের খাবার চাহিদা এত পরিমাণ হবে যে, জাহান্নামিদের গ্রাস করেও সে তৃপ্ত হবে না। আল্লাহ পাক বলেন, 'আমি সেদিন (জাহান্নামিদের দিয়ে ভর্তি করার পর) জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি?'[৪]

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'জাহান্নামে জাহান্নামিদের অনবরত ফেলা হবে। আর জাহান্নাম বলতে থাকবে, আরও আছে কি? সমস্ত জাহান্নামিদের নিক্ষেপ করার পরও জাহান্নাম পরিতৃপ্ত হবে না। তখন আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামের মধ্যে তাঁর কুদরতি কদম রাখবেন। ফলে জাহান্নাম সংকোচিত হয়ে যাবে। আর বলতে থাকবে,

---

[১] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحريم: ٦]

[২] عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا ». صحيح مسلم - (٨ / ٩٤١)

[৩] تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى [المعارج: ٧١، ٨١]

[৪] يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ [ق: ٣٠]

ব্যস, ব্যস। আপনার ইজ্জত ও অনুগ্রহের শপথ করে বলছি। আমার আর প্রয়োজন নেই।[১]

## জাহান্নামিদের ভয়াবহ আজাব

পৃথিবীবাসীদের মতো এত সুন্দর আকৃতি জাহান্নামিদের থাকবে না। সেদিন তাদের চেহারা বিকৃত ও কুৎসিত করে দেওয়া হবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, '(জাহান্নামে) কাফেরের দাঁত হবে ওহুদ পাহাড় সমান এবং চামড়ার ঘনত্ব হবে তিনদিনের পথের দূরত্ব-সমান।'[২]

'তো (ফেরেশতাদের নির্দেশ দেওয়া হবে) ধরো এবং গলায় ফাঁস লাগিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। আর সত্তর হাত দীর্ঘ শেকল দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দাও।'[৩]

যখন তাদের গলায় শেকল ও জিঞ্জির থাকবে, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর আগুনে তাদের দগ্ধ করা হবে।'[৪]

প্রচন্ড শাস্তির কারণে জাহান্নামিদের মারাত্মক ক্ষুধা-পিপাসা হবে। তারা কেবল খেতে চাইবে। যা দেওয়া হবে তাই খাবে ও পান করবে। তাদেরকে জাক্কুম নামক ফল খেতে দেওয়া হবে। জাক্কুমের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যদি জাক্কুমের এক বিন্দু পৃথিবীতে পড়ে, তবে তা গোটা বিশ্বের আহার্য বস্তুকে বিকৃত করে ফেলবে।[৫]

আর তাদের টগবগ করা ফুটন্ত পানি, পুঁজ, রক্ত, রক্তমিশ্রিত পানি এবং এ ধরনের আরও অনেক জঘন্য পানীয় পান করতে দেওয়া হবে। আল্লাহ পাক জাহান্নামিদের আজাবের কথা বর্ণনা করে বলেন, 'তাদের (জাহান্নামিদের) মাথার ওপর তীব্র গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে, ফলে তাদের পেটের মধ্যে অবস্থিত সকল বস্তু ও চামড়া (সাথে সাথে) গলে যাবে এবং তাদের জন্য লোহার ডান্ডা থাকবে। যখনই তারা শ্বাসরুদ্ধ জাহান্নাম হতে বের হবার চেষ্টা করবে, তখনই তাদেরকে প্রতিহত করা হবে এবং বলা হবে,

---

১. عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « يُلْقَى فِى النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ . حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطِ قَطِ. صحيح البخاري - (٦١ / ٢٥١)

২. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِرْسُ الْكَافِرِ أَوْ نَابُ الْكَافِرِ مِثْلُ أُحُدٍ وَغِلَظُ جِلْدِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثٍ. صحيح مسلم - (٤١ / ٢)

৩. خُذُوهُ فَغُلُّوهُ () ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ () ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ. [الحاقة: ٣٠ - ٣٢]

৪. إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ () فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. [غافر: ١٧ ، ٢٧]

৫. وَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنَ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ ، لأَمَرَّتْ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ عَيْشَهُمْ ، فَكَيْفَ مَنْ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ الزَّقُّومُ. مسند احمد (١ / ٠٠٣)

দহনের শাস্তি ভোগ করতে থাক।[১] এতেই শেষ নয়; বরং জাহান্নামিদের আরও নানাপ্রকার শাস্তি দেওয়া হবে। আগুনের পোশাক পরিধান করানো হবে, গরম পানি ও লোহার হাতুড়ি দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, চামড়াসহ তা গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে, দহন শাস্তি ভোগ করো। এভাবেই শাস্তি চলতে থাকবে। আর যখন তাদের দেহের চামড়া আগুনে পুড়ে পুড়ে গলে যাবে, তখন (সাথে সাথে) সেখানে অন্য চামড়া গজিয়ে দেওয়া হবে। তাদের শুধু কষ্ট আর কষ্ট– না কিছু খেতে পাবে, আর না পাবে পান করার জন্য ভালো পানীয়। তখন 'জাহান্নামিরা জান্নাতিদের ডেকে বলবে, আমাদেরকে সামান্য পানি দাও কিংবা আল্লাহ তোমাদের যে রিজিক দিয়েছেন, তা হতে কিছু আমাদের দিকে নিক্ষেপ করে দাও। জবাবে জান্নাতিগণ বলবে, আল্লাহ তায়ালা এ দুটি বস্তুই কাফেরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।'[২]

## জাহান্নামিদের থাকবে অন্তহীন আফসোস

তারা আফসোস করে বলবে, 'হায় আফসোস! আমি যদি রাসুলের পথ অনুসরণ করতাম। হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পরই সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছে। শয়তান মানুষের জন্য মহাপ্রতারক।'[৩]

এতসব দুঃখে জাহান্নামবাসীরা কাঁদতে থাকবে। তাদের চোখের পানিতে জাহাজ ভাসাতে চাইলে ভাসানো যাবে। তাদের চোখ থেকে অশ্রুর বদলে রক্ত বের হবে।[৪]

---

১. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ .وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. [الحج: ١٩-٢٢]

২. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ [الأعراف: ٥٠]

৩. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا. [الفرقان: ٢٧-٢٩]

৪. হাকেম ৪/৬৪৮।

ফেরেশতাগণ জাহান্নামিদের যখন এক হাতে চুলের মুঠি এবং অন্য হাতে পা ধরে চ্যাংদোলা করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে নিয়ে যাবে, তখন জাহান্নামের পাহারাদারগণ জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনো সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী পৌঁছেনি? তখন কাফেররা বলবে, হ্যাঁ, পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতাম এবং মিথ্যা ভাবতাম। তখন আফসোস করবে এবং বলবে, 'হায়! আমরা যদি শুনতাম এবং অনুধ্যান (জ্ঞান দিয়ে চিন্তা ভাবনা) করতাম, তবে আমরা আজ প্রজ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম না।'[১]

## জাহান্নামীদের অধিকাংশই নারী

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি জান্নাতের গেটে দাঁড়িয়ে দেখলাম, এর অধিকাংশ অধিবাসী গরিব-মিসকিন। ধনীরা আটকে গেছে। জাহান্নামিদের জাহান্নামে প্রবেশ করানোর পর আমি গেটে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাদের অধিকাংশই নারী।[২] (বুখারি, ৩২৪১ ও মুসলিম, ২৭৩৭)

## শয়তান নিজেকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করবে

যখন জাহান্নামিরা আফসোস করে বলবে, 'হায় আফসোস! আমি যদি রাসুলের পথ অনুসরণ করতাম। হায়! আমি যদি অমুককে বন্ধু না বানাতাম। আমার কাছে উপদেশ আসার পরই সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে। শয়তান মানুষকে বিপদকালে ধোঁকা দেয়।'[৩]

এমন বলে বলে শয়তানকে দোষারোপ করবেঅ। তখন শয়তান জাহান্নামিদের বলবে, তোমাদের শাস্তির জন্য আমি দায়ী নই, তোমরাই দায়ী। কুরআন এ মর্মে আমাদের বলে, 'যখন সব কাজের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এটুকু ছিল যে, আমি তোমাদের ডেকেছি, তারপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। সুতরাং তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা কোরো না; বরং

---

[১] وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ [الملك: ١٠]

[২] عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ. صحيح البخاري - (٤ / ٢٤١)

[৩] وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا . يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا . [الفرقان: ٧٢-٩٢]

নিজেদেরই ভর্ৎসনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে আল্লাহ তায়ালার শরিক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১] আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন, আমিন।

[১] وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [ابراهيم: ٢٢]

# মুজাকারা/মাগরিব বাদ বয়ান

## মাগরিব বাদ বয়ান

আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর ফরজ হুকুম মাগরিবের তিন রাকাত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার তাওফিক দিয়েছেন। এরপর দীনের এক উঁচু ফিকির নিয়ে বসার তাওফিক দিয়েছেন। তাই আমরা দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক কুরআন কারিমে ইরশাদ করেন,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ .

তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদের অবশ্যই বাড়িয়ে দেব আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।[১]

যখন বান্দারা আল্লাহর জিকিরের জন্য জমায়েত হয়, তখন ফেরেশতাগণ তাদের বেষ্টন করে ফেলে, তাদেরকে (আল্লাহর) রহমত ঢেকে ফেলে এবং তাদের ওপর সকিনা নাজিল হতে থাকে, আর আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের নিকট তাদের আলোচনা করেন।[২]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ফেরেশতাদের একটা দল আল্লাহর স্মরণকারীদের খুঁজে বেড়ান। তারা এমন মজলিস খুঁজতে থাকেন, যেখানে আল্লাহর আলোচনা করা হচ্ছে। যখন তারা এমন মজলিস পেয়ে যান, তখন তারা একে অপরকে ডেকে বলেন, এসো! এখানে এসো! এখানে তোমাদের কাঙ্ক্ষিত মজলিস হচ্ছে। এরপর সবাই সেখানে একত্রিত হয়ে আসমান পর্যন্ত তাদের ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ পাক সবকিছু জানা সত্ত্বেও ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, আমরা বান্দারা কী বলছে? তারা উত্তরে বলেন, তারা আপনার প্রশংসা করছে, আপনার বড়ত্বের আলোচনা করছে। তখন আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা তারা কি আমাকে দেখেছে?

---

১. সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৭।

২. لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ. [صحيح مسلم ٢٠٧٢.٥٧٨٤ ]

ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর কসম তারা আপনাকে দেখেনি। তখন আল্লাহ বলেন, যদি তারা আমাকে দেখত তবে কী অবস্থা হত? ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তারা আপনাকে দেখত অবশ্যই আরও বেশি বেশি আপনার ইবাদত ও বড়ত্বের আলোচনা করত। তখন আল্লাহ পাক বলেন, তারা আমার কাছে কী চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা তারা কি জান্নাত দেখেছে? উত্তরে ফেরেশতাগণ বলেন, না আল্লাহ! তারা তো জান্নাত দেখেনি। আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা জান্নাত দেখত, তবে কী অবস্থা হত? ফেরেশতাগণ বলেন, যদি তারা জান্নাত দেখত তবে আরও বেশি বেশি জান্নাত পেতে চেষ্টা করত। অতঃপর আল্লাহ বলেন, তারা কী থেকে আশ্রয় চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহ! তারা তো জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ বলেন, আচ্ছা তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, না আল্লাহ! তারা তো জাহান্নাম দেখেনি। অতঃপর আল্লাহ আবার জিজ্ঞেস করেন, তারা যদি জাহান্নাম দেখত তবে কী করত? ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহর কসম! তারা যদি জাহান্নাম দেখত, তবে আরও বেশি বেশি জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করত। তখন আল্লাহ ইরশাদ করেন, তোমরা সবাই সাক্ষী থাকো, আমি সেই মজলিসের সবাইকে মাফ করে দিলাম। তখন এক ফেরেশতা বলে উঠে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তি তো আপনার আলোচনায় আসেনি; বরং সে নিজ প্রয়োজনে এসেছে। আল্লাহ বলেন, এটা এমন এক মজলিস, যারা এর সাথে বসে তারাও (আল্লাহর রহমত থেকে) বঞ্চিত হয় না।[১]

এবার আপনি ছয় নম্বর থেকে বয়ান করুন। এ ছাড়াও কেবল ঈমান নিয়ে আপনি আলোচনা করতে পারেন। এই বইয়ে জান্নাত, জাহান্নাম নিয়ে মুজাকারা হয়েছে। আপনি ঈমানের ফাজায়েল বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এর থেকেও সাহায্য নিতে পারেন।

## মাগরিব বাদ বয়ান নিয়ে কিছু কথা

এক. মাগরিব বাদ বয়ানে সাধারণত ছয় নম্বর থেকে আলোচনা করা হয়। কিন্তু পুরোনো সাথিদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, তার মুখ চালু হয়ে

---

[১] قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلهِ سيارَةً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُوْنَ حلقَ الذكرِ فإذا أتوْا عَلَيهم حَفُّوْا بِهِمْ ثم بعثوا رَائِدَهم إلى السماءِ إلى ربِّ العزَّةِ تبارك وتعالى فيقولون ربنا أتينا على عباد من عبادك يعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك صلي الله عليه وسلم ويسئلونك لآخرتهم ودينهم فيقول تبارك وتعالى: غشوهم رحمتي فيقولون يا رب إن فيهم فلانا الخطاء إنما أعتقناهم إعتاقا فيقول تبارك وتعالي: غشوهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقي بهم جليسهم. مسند البزار ٨١ (٣١/٦١١)

গেছে, শত মানুষের সামনেও বয়ান করতে সমস্যা হয় না। তখন গিয়ে ছয় নম্বর বয়ান করা তার জন্য আয়েব (দূষণীয়) হয়ে দাঁড়ায়! কারণ, ছয় নম্বর তো প্রসিদ্ধ বয়ান! সে পুরোনো সাথি! এত চিল্লা দিয়ে এখনো সেই বয়ান করবে, যে বয়ান সে এক চিল্লা দিয়েই শিখেছে? ফলে তখন সে শুরু করে অহেতুক কথাবার্তা। শুরু হয় তাবলিগের তাহরিফ। মাশাআল্লাহ! বেশ জমিয়ে ছন্দাকারে কথাবার্তা বলতে পারে। (যদি চাও বাঁচতে, চলে যাও গাশতে। আসার আগে আজরাইল, চলে যাও কাকরাইল– এ ধরনের।) ফলে লোকজনও তাকেই কামেল চিল্লাওয়ালা মনে করে। এভাবেই তার অধঃপতন শুরু হয়ে যায়। পরে যখন তাকে জামাতের আমির বানানো হয়, জামাতের ভেতর শয়তান ফেতনা ছড়ানোর সুযোগ পেয়ে যায়। তার মামুর সাথিও তার থেকে উল্টাপাল্টা বলতে শিখে যায়। সেও পালন করা শুরু করে তাহরিফের এই গুরুদায়িত্ব। সেই সাথি যখন কোনো ভালো আমির সাহেবের অধীনে তাবলিগে যায়, তার বয়ান শুনে সেই মুখলেস আমির সাহেব মুজাকারায় বলেন, 'মাগরিব বাদ বয়ানে ছয় নম্বরের আলোচনা করা, ইরান তুরানের আলোচনা না করা।' ইরান দ্বারা উদ্দেশ্য উল্টা, আর তুরান দ্বারা উদ্দেশ্য পাল্টা। মোদ্দাকথা, মাগরিব বাদ বয়ানে ছয় নম্বরের আলোচনা করা, ইরান (উল্টা) তুরানের (পাল্টা) আলোচনা না করা। এই ধরনের আমির সাহেবদের আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন। এই তাবলিগের কাজ অব্যাহত থাকার জন্য তারা উসিলাস্বরূপ। পক্ষান্তরে সেই আমির সাহেব, যার আলোচনা আগে করছিলাম, তার জামাতে যখন কোনো আলেম বা তালিবে ইলম মামুর হয়, আর সেই আলেম বা তালিবে ইলম মাগরিব বাদ বয়ানে ছয় নম্বর না বলে কুরআন-হাদিসের অন্য বিষয়াদি আলোচনা করেন, তখন তিনিও মুজাকারায় বলেন, 'মাগরিব বাদ বয়ানে ছয় নম্বরের আলোচনা করা, ইরান তুরানের আলোচনা না করা'। ওনার কথা নিয়ে আমরা তাই বলতে পারি, যা বলেছিলেন হজরত আলী রাযি.– 'কালিমাতু হাক্কিন উরিদা বিহাল বাতিল।' এর অর্থ হলো, কথা তো ঠিকই আছে, কিন্তু ব্যাটার মতলব খারাপ। উনার কথায় ইরান দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআন, আর তুরান দ্বারা উদ্দেশ্য হাদিস। তার কথার অর্থ দাঁড়ায়, মাগরিব বাদ বয়ানে ছয় নম্বরের আলোচনা করা, ইরান (কুরআন) তুরানের (হাদিসের) আলোচনা না করা! আল্লাহ আমাদের মাফ করুন।

দুই. আর যে তালিবে ইলম বা মাওলানা সাহেব ছয় নম্বর নিয়ে মাগরিব বাদ আলোচনা করেননি, তিনি যদি ছয় নম্বর শেখার আগ পর্যন্ত ছয়

নম্বরের যেকোনো পয়েন্ট নিয়ে কুরআন ও হাদিসের আলোকে আলোচনা করতেন, যেমন বুখারিসহ সকল কিতাবের শুরুতেই ঈমান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে, (এখতেলাফ ছাড়া) ওসব মিলিয়ে বয়ান করলেও সুন্দর একটা বয়ান হতো।

তবে নিশ্চয় সেই আমির সাহেব কিছু বলতে পারতেন না। আমির সাহেব আরও খুশি হতেন ছয় নম্বরের উপর কুরআন হাদিসের বয়ান শুনে। আর তখন কোনো উল্টা-পাল্টা বলার অভিযোগ আসতো না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে বুঝার তাওফিক দান করুন।

# আয়নায়ে হুরের বয়ান

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে জায়েদ রাযি. বলেন, তিনি একবার আল্লাহ রাস্তায় হিজরত করেছিলেন। তার সাথে এক যুবকও ছিল। তার বয়স ১৬। আল্লাহ তায়ালার কালাম উঁচু করার জন্য তারা রোম এলাকায় যখন উপস্থিত হন, তখন রোমীয় সৈন্যরা তাদের বাধা প্রদান করে। শত্রুসেনারা তাদের চতুর্দিক হতে বেষ্টন করে ফেলে। ঠিক সে মুহূর্তে উক্ত যুবক চিৎকার করে বলতে আরম্ভ করে, হায়! আমি তো আয়নার জন্য পাগল হয়ে গেছি। আমি তার জন্য অস্থির হয়ে পড়ছি। তার এ ধরনের কথা শুনে সবাই বলতে আরম্ভ করল, ছেলেটি সম্ভবত পাগল হয়ে গেছে। এরপর সে আবদুল ওয়াহেদ রাযি. এর নিকট হাজির হয়ে বলল, 'হে আবদুল ওয়াহেদ! আমি তো আয়নার জন্য পাগল হয়ে গেছি।' এ কথা শুনে আবদুল ওয়াহেদ রাযি. বললেন, হে বৎস! তোমার কী হয়েছে?

ছেলেটি বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, এক ব্যক্তি আমার হাত ধরে বলছে, 'চল, আমি তোমাকে আয়নার কাছে নিয়ে যাব।' অতঃপর সে আমার হাত ধরে আয়নার কাছে নিয়ে চলল। একটি পানির নহর দেখলাম। সেই নহরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা। তাদের পরিধানে এমন সুন্দর পোশাক! যা আমি কোনোদিন দেখিনি। তাদের রূপ দেখে আমি পাগল হয়ে গেলাম। সেই মেয়েগুলো আমাকে দেখে বলল, স্বাগতম! স্বাগতম! আয়নার স্বামী এসে পড়েছে। আমি প্রশ্ন করলাম, তোমাদের মধ্যে আয়না কে? তারা বলল আমরা তো আয়নার চাকরানি। আমাদের রানি রয়েছেন আরও সামনে। সেখানে গেলেই তাকে পাবেন। আমি আয়নার খোঁজে অগ্রসর হলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, এক দুধের ঝরনার পারে দাঁড়িয়ে আছে কতগুলো সুন্দরী। যাদের দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। তারা আমাকে দেখামাত্র বলতে আরম্ভ করল, আপনার আগমন শুভ হোক। আয়নার স্বামীর জন্য সুসংবাদ। আমি বললাম, প্রথমে বল দেখি আয়না কে? তারা আমাকে জানাল, আমরা তো আয়নার সেবিকা। আপনি আরও অগ্রসর হন, আয়নাকে পাবেন।

আমি ভাবতে লাগলাম, আয়নার বাঁদিদের সৌন্দর্য এত বেশি হলে আয়না কেমন হবে দেখতে? এই কথাগুলো আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল। আয়নার

সাথে আমার মোলাকাতের আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। আমি আরও অগ্রসর হলাম, দেখতে পেলাম, এক শরাবের ঝরনার ধারে দাঁড়িয়ে আছে অনিন্দ্য সুন্দরী কিছু যুবতী। তাদের রূপ-লাবণ্য পেছনের সকল সুন্দরীদের ছাড়িয়ে গেছে। তারা আমার আগমনে বলতে লাগল, আয়নার স্বামীর জন্য সুসংবাদ! আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দিগণ! প্রথমে তো বলো, আমার আয়না কোথায়? তারা জানাল, আমরা আয়নার সেবিকা। আপনি অগ্রসর হন, তাকে পাবেন। আমি অতি উৎসাহে সামনে অগ্রসর হলাম। একটি মধুর নহর দেখতে পেলাম। যার কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ যুবতীগণ। তাদের বর্ণনা দেওয়ার মতো ভাষা আমার নেই। তারা আমাকে দেখামাত্র বলতে শুরু করল, মারহাবা! মারহাবা! আয়নার স্বামী এসে পড়েছে। এমতাবস্থায় আয়নাকে দেখার জন্য আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। তাদের বললাম, হে আল্লাহর বান্দিগণ! আয়না কি আছে? তারা জবাব দিলো, হ্যাঁ তিনি আছেন, আপনি সামনে যান। সামনে অগ্রসর হয়ে দেখি একটি তাঁবু। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আপাদমস্তক অলংকার সজ্জিত অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীগণ। তারা আমাকে দেখামাত্রই তাঁবুর ভেতর গিয়ে আয়নাকে খবর দিল, হে আয়না! তোমার স্বামী এসে পড়েছে। আমি তাদের কথা শুনে আয়নার তাঁবুর দিকে দ্রুত অগ্রসর হলাম। তাঁবুর ভিতরে গিয়ে দেখি, স্বর্ণ ও ইয়াকুতের মুক্তা জড়ানো পালঙ্কের উপর আয়না বসে আছে।

এই আয়না সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, ৭০ হাজার চাকরানি তার ডানে আর ৭০ হাজার তার বামে থাকবে। তার পরনে থাকবে ৭০ জোড়া কাপড়। প্রতি জোড়া কাপড়ের রং হবে আলাদা। ৭০ প্রকার সুঘ্রাণ থাকবে তার শরীরে। মাথায় থাকবে মুকুট। সেই মুকুটে ৭০ টি ইয়াকুত পাথর থাকবে। একটি পাথর যদি দুনিয়ায় রাখা হয়, তবে গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে। তার মাথার চুল এত লম্বা যে, চলার সময় পা পর্যন্ত আসে। সেই চুলের একটি চুলও যদি দুনিয়ায় রাখা হয়, তবে গোটা দুনিয়া আলোকিত হয়ে যাবে। তার কাপড়ের ৭০ জোড়া ভেদ করে শরীর দেখা যাবে। তার চেহারায় দৃষ্টিপাত করলে নিজের চেহারা দেখা যাবে।

আয়না আমাকে দেখে বলল, 'হে আল্লাহর বন্ধু! আমাদের মিলন সন্নিকটে। তাকে দেখামাত্রই আমার ইচ্ছা হলো, তার সাথে আলিঙ্গন করে নিই। ইতিমধ্যে তার দিকে অগ্রসর হলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আয়না আমাকে বলল, মানুষ বড় অধৈর্য। এখন নয়, এখন তো তুমি জীবিত, ভয় পেয়ো

না। কিছুক্ষণ পর তুমি আর আমি নাশতা করব। স্বপ্নের বর্ণনা শেষে যুবকটি বলল, হে আবদুল ওয়াহেদ! আমি আর এক মুহূর্তও বাঁচতে চাই না। কারণ আমি আয়নাকে হাসিল করতে চাই। অতঃপর রোমীয়দের বিরুদ্ধে এ যুবক প্রথম আল্লাহ রাস্তায় জান কুরবান করে শহিদ হয়ে গেলেন।

# হেদায়েতি কথা

সূর্য আলোকিত। সে যখন এ আলো নিয়ে ঘুরতে থাকে, তখন পৃথিবীতে আলো ছড়িয়ে পড়ে। যদি সূর্যের নিজস্ব আলো না থাকত, তাহলে তা অন্ধকার ছড়িয়ে দিত। আপনারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বের হচ্ছেন। কাছের-দূরের বিভিন্ন জায়গায় আপনারা ঘুরে বেড়াবেন। যদি আপনাদের মধ্যে আলো থাকে, তাহলে আপনাদের মাধ্যমে চারিদিকে আলো ছড়াবে। আর যদি আপনাদের মধ্যে অন্ধকার থাকে, তাহলে চারিদিকে অন্ধকার ছড়াবে। এজন্য চেষ্টা করতে হবে, যেন আপনাদের মধ্যে নুর থাকে এবং আপনারা নুরানি হয়ে যান। সত্তাগতভাবে মানুষের মধ্যে নুর নেই; মানুষের মধ্যে নুর পয়দা হয় নুরানি আমলের দ্বারা। তাই আপনাদের নুরানি আমল করতে হবে। যেন আপনাদের দিলেও নুর আসে এবং আপনাদের মাধ্যমে চারদিকে নুর ছড়ায়। তেমনি যেসব কাজে জুলমত বা আঁধার আছে, তা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেন আপনারা অন্ধকার ছড়ানোর কারণ না হয়ে যান।

## নুরানি আমল

নুরানি আমল হচ্ছে ঐ নবুওয়তি আমল, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। এই আমলগুলো এত বেশি বেশি করা চাই এবং এত নিয়মিত ও একাগ্রতার সাথে করা চাই যে, যাতে আপনি ঐ আমলের নুরে নুরানি হতে পারেন।

নুরান্বিত আমলগুলো হলো-

১. ইখলাসের সাথে ঈমান-একিনের দাওয়াত দেওয়া, যা আম্বিয়া আ.-এর বিশেষ মিরাস ও সম্পদ এবং আল্লাহর মাখলুকের প্রতি সবচেয়ে বড় কল্যাণকামিতা।

২. নামাজ ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগি; অর্থাৎ জিকির, তিলাওয়াত, দোয়া-ইস্তিগফার ইত্যাদি।

৩. ইলম অর্জনে মশগুল থাকা। বিশেষ করে ঐ ইলম, যার দ্বারা আখেরাতের ফলাফল জানা যায়। অর্থাৎ নেক আমলের পুরস্কার ও বদ আমলের শাস্তি-সংক্রান্ত ইলম।

৪. উত্তম আখলাক। অর্থাৎ যা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক ছিল এবং যা তিনি মানবজাতিকে শিখিয়েছেন। যার সারকথা হচ্ছে, আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য মাখলুকের সেবা করা এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা। এগুলো হচ্ছে এমন কিছু আমল, যা নিয়মিত ও বেশি বেশি করার দ্বারা দিলের ভেতর নুর পয়দা হয়। জিন্দেগী নুরানি হয়। সুতরাং আপনাদের কর্তব্য, এই আমলগুলোতে মশগুল থেকে দাওয়াতের কাজে চলা।

## দুই শত্রু

মনে রাখবেন, আপনারা শুধু নিজেদের ঘরবাড়ি, পরিবার-পরিজন ও নিজস্ব পরিবেশ ছেড়ে বের হচ্ছেন। নফস ও শয়তান আপনাদের সাথেই আছে। এই দুই শত্রু দিবারাত্রি আপনার সাথেই থাকবে। আপনার দোষ ও মন্দ প্রবণতাগুলোও আপনার সাথেই যাচ্ছে। এই সবগুলো মিলে আপনাকে এমন কাজের দিকে নিতে চেষ্টা করবে, যার দ্বারা আপনার দিলের মধ্যে জুলমত বা অন্ধকার পয়দা হয় এবং আল্লাহ তায়ালা থেকে দূরে সরে যান, তাঁর সন্তুষ্টি থেকে মাহরুম হয়ে যান।

## এসব শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার উপায়

এসব শত্রুর অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হলো, আপনি দিবারাত্রি শুধু বিশ্রামের ৬/৭ ঘণ্টা ছাড়া নিজেকে পূর্বোক্ত আমলে ব্যস্ত রাখুন। কিংবা নামাজ, জিকির, তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল থাকুন, কিংবা ইলমচর্চায় নিমগ্ন থাকুন, কিংবা কোনো খেদমতে নিয়োজিত থাকুন। আপনাদের জন্য নফস ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার এটাই হলো একমাত্র উপায়। প্রবাদ আছে- 'খানায়ে খালি রা দেও মী গিরাদ' অর্থাৎ বিরান ঘর শয়তানের আস্তানা। আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি আর এই আমলগুলো থেকে নুর শুধু তখনই পয়দা হবে, যখন তা আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি ও আখেরাতের সওয়াবের উদ্দেশ্যে করা হবে। আল্লাহ না করুন! যদি নিয়ত খাঁটি ও খালেস না হয়, তাহলে এই আমলই হবে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।

হজরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর প্রসিদ্ধ হাদিস, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'কেয়ামতের দিন সবার আগে তিন ধরনের মানুষের জন্য জাহান্নামের ফায়সালা হবে এবং সবার আগে এদেরকেই

জাহান্নামে ফেলা হবে। এক. দীন ও কুরআনের ঐ আলিম, যে গোটা জীবন কুরআন শেখা ও শেখানোর কাজে ব্যস্ত ছিল। দুই. ঐ ধনী ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে অনেক ধন-সম্পদ দান করেছিলেন এবং সে এই ধন-সম্পদ মুক্ত হস্তে নেক কাজে খরচ করেছে। তিন. ঐ শহিদ, যে জিহাদের ময়দানে শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে শাহাদতবরণ করেছে। তাদের এজন্য জাহান্নামে ফেলা হবে যে, তারা এসব আমল ইখলাসের সাথে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দির জন্য করেনি। তারা এসব আমল করেছিল দুনিয়াতে নাম ও ইজ্জত-সম্মান অর্জনের জন্য।

আল্লাহ তায়ালার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেয়ামতের দিন যখন এই তিন শ্রেণির লোককে আল্লাহ তায়ালার সামনে হাজির করা হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি সবার মনের অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তোমরা এসব নেক ও নুরানি আমল আমার রেজামন্দির জন্য করনি; বরং দুনিয়ায় খ্যাতি অর্জনের জন্য করেছিলে। সে খ্যাতি তো তোমরা দুনিয়ায় পেয়েই গেছ। তাই এখানে তোমাদের জন্য কিছু নেই। এরপর তাদের টেনে-হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে।[১]

হাদিস শরিফে এ কথাও বলা হয়েছে, এরাই হবে সর্বপ্রথম জাহান্নামি। যাদের সম্পর্কে সবার আগে জাহান্নামের ফায়সালা করা হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

চিন্তা করে দেখুন, কত ভয়াবহ সংবাদ দিচ্ছে এই হাদিস। হজরত আবু

---

[১] قَالَ : حَدَّثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى العِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ ، فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ القُرْآنَ ، وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ المَالِ ، فَيَقُولُ اللهُ لِلْقَارِئِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ. قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ لَهُ المَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ اللهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ المَالِ فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ ، قَالَ : فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ لَهُ المَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ ، وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : فِي مَاذَا قُتِلْتَ ؟ فَيَقُولُ : أُمِرْتُ بِالجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ : كَذَبْتَ ، وَتَقُولُ لَهُ المَلَائِكَةُ : كَذَبْتَ ، وَيَقُولُ اللهُ : بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ : فُلَانٌ جَرِيءٌ , فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ ،ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَقَالَ الوَلِيدُ أَبُو عُثْمَانَ : فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ شُفَيًّا ، هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا قَالَ أَبُو عُثْمَانَ : وَحَدَّثَنِي العَلَاءُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ ، فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلَاءِ هَذَا فَكَيْفَ بِمَنْ بَقِيَ مِنَ النَّاسِ ؟ ثُمَّ بَكَى مُعَاوِيَةُ بُكَاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ ، وَقُلْنَا قَدْ جَاءَنَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرٍّ ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَقَالَ : صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}. [هود: ٥١ ، ٦١]. سنن الترمذي - (٤ / ٧١٠)

হুরায়রা রা. যখন এই হাদিস বর্ণনা করতেন, তখন কোনো কোনো সময় ভয়ে চিৎকার করে উঠতেন এবং বেহুঁশ হয়ে যেতেন।

জনৈক ব্যক্তি এই হাদিসটি মুয়াবিয়া রাযি.-এর নিকট বর্ণনা করলে হজরত মুয়াবিয়া রাযি. এত কাঁদলেন যে, আশপাশের লোকদের আশঙ্কা হলো, এখনই তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে। অনেকক্ষণ পর যখন তাঁর অবস্থা স্বাভাবিক হল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা সত্য বলেছেন এবং তাঁর রাসুল সঠিকভাবে তা জানিয়েছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করবে, আমি তার সকল কর্মের পূর্ণ বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দিব এবং তাদের সামান্যও কম দেওয়া হবে না। এদের জন্য আখেরাতে আগুন ছাড়া কিছু নেই এবং ব্যর্থ হবে তা থেকেও, যা তারা দুনিয়াতে করেছিল। যা তারা করত তা নিতান্তই পণ্ডশ্রম।[১]

মোটকথা, নুরানি আমল দ্বারা নুর তখনই পয়দা হবে, যখন তা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দির জন্য এবং আখেরাতের জন্য করা হবে। এজন্য আপনাকে যেমন পুরো সময় নেক আমলে মশগুল থাকতে হবে, তেমনি নিয়তকেও সহিহ ও খালেস রাখতে হবে। শয়তান যখন কাউকে নেক আমল থেকে বিরত রাখতে পারে না, তখন তার নিয়ত নষ্ট করার চেষ্টা করে। যে আমল আল্লাহ তায়ালার জন্য করা উচিত, তা যদি গায়রুল্লাহর জন্য করা হয়, তাহলে তার সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্পর্ক থাকে না। তেমনিভাবে যেসব আমলে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি নেই, তা যদি আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দির উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তাতে আল্লাহ তায়ালার নিসবত পয়দা হয় না এবং তার রেজামন্দি হাসিল হয় না। সুতরাং দুটি চেষ্টা করতে হবে- ১. যেসব কাজে আল্লাহ তায়ালা রাজি-খুশি হন তাতে মশগুল থাকা এবং এত বেশি মশগুল থাকা যে, ঐ আমলের রঙ আমার মাঝে চলে আসে। ২. নিয়ত সহিহ রাখার বিষয়ে সতর্ক থাকা। যার অর্থ হচ্ছে, সকল আমলের উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি। সকল কামিয়াবি ও সফলতা শুধু আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত। আর সকল ব্যর্থতা আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত।

## আসল কাজ হলো চারটি

আমি আগেই বলেছি, এ কাজে বের হওয়ার পর নিজেদের শুধু চারটি কাজে নিয়োজিত রাখুন।

---

১. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ [هود: ١٥، ١٦]

১. ঈমান-একিন ও ঈমানি আমলের দাওয়াত।

এই কাজের জন্য উমুমি গাশত হবে, খুসুসি গাশত হবে। যার উসুল ও আদাব গাশতে বের হওয়ার সময় বলা হবে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা চাই। এরপর যখন দাওয়াতের জন্য রাস্তায়, বাজারে, মহল্লার অলিতে গলিতে বের হবেন, তখন শয়তান আপনাকে সেখানকার অবস্থার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবে। এজন্য সর্বপ্রথম দোয়া করা চাই, আল্লাহ তায়ালা যেন নফস ও শয়তানের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করেন এবং তাঁর মর্জি মোতাবেক কাজ করার তাওফিক দান করেন। গাশতের পুরো সময় শুধু আল্লাহ তায়ালার প্রতাপ ও সৌন্দর্য এবং তাঁর গুণাবলির প্রতি ধ্যান রাখুন। দৃষ্টিকে অবনত রাখুন এবং নিজের মাকসাদ চোখের সামনে রাখুন। কোনো রোগীকে যখন হাসপাতালে নেওয়া হয়, তখন রোগী ও তার আত্মীয়-স্বজন হাসপাতালের ভবন বা কারুকার্যের প্রতি মনোযোগ দেয় না। তাদের চিন্তায় বিরাজ করে শুধু রোগীর চিকিৎসা। খুসুসি গাশতের সময় যদি দেখা যায়, যাকে দাওয়াত দিতে গিয়েছেন তিনি মনোযোগ দিয়ে কথা শুনতে প্রস্তুত নন, তাহলে মুনাসিব উপায়ে কথা শেষ করে চলে আসা উচিত এবং তার জন্য দোয়া করা উচিত। আর যদি দেখা যায়, তিনি মনোযোগ দিচ্ছেন তাহলে পুরো কথা তার সামনে উপস্থাপন করা চাই এবং কিছু সময় ফারেগ করার জন্যও দাওয়াত দেওয়া চাই। খুসুসি গাশতে কোনো দীনি আকাবিরের খেদমতে যাওয়া হলে, তার কাছে শুধু দোয়ার আবেদন করা উচিত। তাকে যদি আগ্রহী মনে হয়, তাহলে কাজের কিছু কথাও (কারগুজারি) বলা যেতে পারে।

উমুমি গাশতের মাধ্যমে লোকদের মসজিদে নিয়ে আসুন। তাদের সামনে ঈমান-একিন, নামাজ, আল্লাহ তায়ালার জিকির, দীনি ইলম, আখলাক ও দীনি মেহনতের কথা আলোচনা করুন এবং তাশকিল করুন। তবে শুধু তাশকিল করেই সন্তুষ্ট থাকা যাবে না। যারা ওয়াদা করেছে ও নাম লিখিয়েছে, তাদের আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় বের করার এবং ওয়াদাকে আমলে পরিণত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন এবং নিজেদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করুন, যেন তাদের সময়টুকু ভালোভাবে অতিবাহিত হয়। যারা এখন বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, তাদেরকে মাকামি গাশত, মাকামি ইজতেমায়ি তালিম, জিকির ও নামাজের পাবন্দির প্রতি উৎসাহিত করুন এবং এসব কাজের একটি নেজাম বানিয়ে দিন। যখন দাওয়াতের এ সকল মেহনত আপনি করলেন, এখন ঐ কৃষকের মতো, যে জমিতে বীজ বুনে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাত তোলে, আপনিও আকুতি-মিনতির সাথে দোয়া ও রোনাজারিতে মশগুল হোন।

আল্লাহ তায়ালাই অন্তরের পরিবর্তনকারী। যাকে চান ঈমান ও ঈমানওয়ালা আমল দান করেন, যাকে চান মাহরুম রাখেন।

২. দাওয়াতের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, তালিম। যখন তালিমের জন্য বসবেন, তো আদবের সাথে বসুন। রাসুলের আনীত ইলমের প্রতি অন্তর যেন বিনীত থাকে। ফাজায়েলের মুজাকারা করুন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো দোয়াসমূহ মুখস্থ করুন।

৩ ও ৪. যখন দাওয়াত ও তালিম থাকবে না এবং অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কাজও থাকবে না, তখন নফল নামাজ পড়ুন, কিংবা কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত করুন, জিকির-আজকারে মশগুল থাকুন। অথবা আল্লাহ তায়ালার কোনো বান্দার খেদমত করুন। মানুষ যেমন নামাজে হয়তো কিয়ামের হালতে কিংবা রুকু-সেজদার হালতে কিংবা কা'দাহ ও বৈঠকের হালতে থাকে–তেমনি দাওয়াতি সফরে বের হওয়ার পর হয়তো কোনো মাখলুকের খেদমতে মশগুল থাকতে হবে।

সফরের পুরো সময় এই কাজ আসল মাকসাদ বানিয়ে করা চাই এবং এত বেশি করা চাই, যাতে তা স্বভাবে পরিণত হয়।

এই আমলগুলো ইজতেমায়িভাবেও করুন, আবার ইনফিরাদিভাবেও করুন। ইজতেমায়িভাবে করার অর্থ হলো, জামাতের নিয়ম অনুযায়ী করা। যেমন: খুসুসি গাশত, উমুমি গাশত, জামাতের তালিমের সময় তালিম। জামাতের সাথে ফরজ নামাজ ও তার আগে পরের সুন্নাত। ইজতেমায়ি দায়িত্ব বণ্টন অনুসারে খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থাপনা। এই সবগুলো হলো ইজতেমায়ি আমল। ইনফিরাদি দাওয়াত, ইনফিরাদি তালিম, ইনফিরাদি ইবাদত ও ইনফিরাদি খিদমতের অর্থ হচ্ছে ঐসব আমল, যা ইজতেমায়ি প্রোগ্রাম ছাড়া কেউ তার অবসর সময়ে করে, যে সময় তার উপর কোনো ইজতেমায়ি দায়িত্ব থাকে না। যেমন, দুপুরে খাওয়ার পর যোহরের নামাজ পর্যন্ত কোনো ইজতেমায়ি আমল-দাওয়াত-তালিম ইত্যাদি থাকে না। এ সময় প্রত্যেকের জন্য আরাম করার অনুমতি থাকে। কোনো আল্লাহর বান্দা যদি নিজের আরামের এই সময়টুকুতে কারও সাথে ঈমানি দাওয়াতের কথা বলে বা কোনো আল্লাহর বান্দাকে দোয়া শেখায়, নামাজ সহিহ করে, কিংবা মসজিদের কোণায় নফল নামাজ পড়ে অথবা কোনো সাথির খেদমত করে–তাহলে এগুলো হবে ইনফিরাদি আমল।

মোটকথা, পুরো সফরে এই চারটি কাজ নিজের মাকসাদ ও মূল লক্ষ্য মনে করে করতে হবে এবং মানবিক প্রয়োজন পূরণ ছাড়া বাকি সময়

এসব কাজেই মশগুল থাকতে হবে। তাহলেই ইনশাআল্লাহ জীবনে নুর আসবে। এরপর ইনশাআল্লাহ নুর ছড়িয়ে পড়বে। উল্লিখিত চার কাজ ছাড়া শুধু চারটি কাজ অপরিহার্য প্রয়োজন হিসেবে করা হবে এবং শুধু প্রয়োজন পরিমাণ সময়ই তাতে ব্যয় করা যাবে।

কাজ চারটি হলো–

১. পানাহার ২. প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ ৩. ঘুম ও ৪. পরস্পর কথাবার্তা।

এগুলো হচ্ছে অপরিহার্য মানবিক প্রয়োজন। এগুলোতে শুধু এটুকু সময়ই ব্যয় করা উচিত, যা ব্যয় করা অপরিহার্য। ঘুমের জন্য দিনরাতে শুধু ৬ ঘণ্টাই যথেষ্ট।

চার কাজ থেকে বিরত থাকা : চারটি কাজ এমন আছে, যা থেকে সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকতে হবে।

১. কারও কাছে কিছু চাওয়া। এমনকি কারও সামনে নিজের কোনো প্রয়োজন প্রকাশ করাও উচিত নয়। কারণ এটিও এক ধরনের চাওয়া।

২. মুখে কিছু না চেয়ে মনে মনে কারও থেকে কিছু পাওয়ার লোভ করা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। এটা যেন মুখে না চাইলেও মনে মনে চাওয়া।

৩. অপচয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। অপচয় সর্বাবস্থায় দোষণীয় ও ক্ষতিকর। আর দীনের কাজে বের হওয়ার পর এটা নিজের জন্যও ক্ষতিকর, অন্য সাথিদের জন্যও ক্ষতিকর।

৪. বিনা অনুমতিতে কারও কিছু ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কখনো কখনো তো এর কারণে অন্য ব্যক্তি কষ্ট পায়। আর শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি সম্পূর্ণ হারাম। অবশ্য প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করা দোষের নয়। তো, এই হচ্ছে কিছু জরুরি কথা, যেগুলোর পাবন্দি করা এ পথের মুসাফিরদের জন্য অপরিহার্য। ২৪ ঘণ্টা সময় এই পাবন্দির মধ্যেই চলা উচিত। এই পাবন্দির সাথে আপনারা আল্লাহ তায়ালার জমিনে, আল্লাহ তায়ালার মাখলুকের মাঝে চলতে থাকুন এবং নিজের জন্য, পুরো মুসলিম উম্মতের জন্য এবং সাধারণ মুসলমানের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট হেদায়েতের দোয়া করতে থাকুন। এটাই আপনার কাজ, এটাই দায়িত্ব। আপনারা যদি তা করতে পারেন, তাহলে আল্লাহ আরহামুর রাহিমিন কখনো আপনাকে মাহরুম রাখবেন না।

# ফজর বাদ বয়ান

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া, যিনি আমাদের অর্ধমৃত্যু ঘুম থেকে জীবিত করে আল্লাহ তায়ালার হুকুম ফজরের দুই রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করার তাওফিক দিয়েছেন। এজন্য মন থেকে শুকরিয়া আদায় করি 'আলহামদুলিল্লাহ'। এশার নামাজের পর আমরা কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলাম। কিছু মানুষ রাতকে সুবর্ণ সুযোগ করে নিয়েছেন এবং রাতে তাহাজ্জুদ, জিকির আজকার, ইবাদতে মশগুল ছিলেন। আরেক দল রাতকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে চুরি ডাকাতি ও অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলেন। আর কারও নিদ্রা চিরনিদ্রায় পরিণত হয়েছে। আর কেউ হাসপাতালে অশান্তিতে কাটিয়েছে। আর যে ব্যক্তি আজান শুনে ওজু করে মসজিদের দিকে রওনা দিলো, সে যেন ইহরাম বেঁধে হজে রওনা হলো।[১] তার প্রতি কদমে একটি করে নেকি লেখা হয়, একটি করে গুনাহ মাফ হয়। আর যতক্ষণ নামাজের জন্য অপেক্ষা করে, ততক্ষণ নামাজের সাওয়াব লাভ করে। সে যতক্ষণ কথা না বলে নামাজের জায়গায় বসে থাকে, ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তার জন্য মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া করতে থাকেন।[২] নামাজি ব্যক্তি যতক্ষণ নামাজে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহ তায়ালার (রহমতের) দৃষ্টি তার ওপর থাকবে।[৩] ফজরের দুই রাকাত নামাজ দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।[৪] নামাজ সর্বশ্রেষ্ঠ

---

[১] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ- سنن ابي داود (١ / ٣٥١)

[২] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّي يَعْنِي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ. صحيح البخاري (٢ / ٦٨٢)

[৩]. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يَزَالُ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلاَتِهِ ، مَا لَمْ يُحْدِثْ ، أَوْ يَلْتَفِتْ. مصنف ابن أبي شيبة - (٢ / ٤٠)

[৪]. عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. مصنف ابن أبي شيبة - (٢ / ١٤٢) صحيح مسلم. (١ / ١٠٥)

জিহাদ।[১] যে সূর্যোদয়ের ১০-১৫ মিনিট পর ইশরাকের নামাজ পড়বে, সে একটি কবুল হজ ও একটি কবুল উমরার সাওয়াব পাবে।[২] তারপর আরও দুই রাকাত পড়লে আল্লাহ পাক তার পুরো দিনের জিম্মাদারি নিয়ে নিবেন।[৩] সুরা হাশরের শেষ আয়াত পাঠ করলে, ৭০ হাজার ফেরেশতা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য মাগফেরাতের দোয়া করবে। মাগরিবের পর পড়লে, সকাল পর্যন্ত মাগফেরাতের দোয়া করবেন।[৪] হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি ফেতনা ফাসাদের জমানায় আমার একটা সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে, সে একশো শহিদের সাওয়াব পাবে।[৫] যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ল, সে ৩,৩৫,৫৪,৪৩২ নেকি পাবে। আর যে ব্যক্তি তা ছেড়ে দিলো, সে ২৩,০৪০ বছর শাস্তি ভোগ করবে। অর্থাৎ ৮০ হোকবা। কাজা আদায় করলে ৭৯ হোকবা মাফ হয়ে যায়। বাকি এক হোকবা ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর শাস্তি ভোগ করা লাগবে। আর যারা নামাজে আসেনি, তারা কত বড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। তাদের ডেকে আনার দায়িত্ব আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিয়েছেন। তো ভাই দাওয়াতের জন্য কে কে তৈরি আছেন বলুন।

---

১. عَنْ أُمِّ أَنَسٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي.... فَقَالَ:أَقِيمِي الصَّلاةَ، فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ . المعجم الكبير للطبراني - (٨١ / ٧٠٣) المعجم الأوسط - (٧ / ١٢)

২. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ سنن الترمذى - (٣ / ٣)

৩. عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَأَبِي ذَرٍّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. سنن الترمذي - (١ / ٩٩٥)

৪. مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأَ ثَلاَثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ وَكَّلَ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي كَانَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.سنن الترمذى (١١ / ٠٢١)

৫. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:»الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ. المعجم الكبير للطبراني (٠٢ / ٠٥)

# মুজাকারা

## মুজাকারা কী?

মুজাকারা হলো– পরস্পর আলোচনা করা। তাবলিগের পরিভাষায় সকল সাথি ভাই বসে তাহারাত, ইস্তেঞ্জা, সুন্নাত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করাকে মুজাকারা বলে।

## ইনশাআল্লাহ এর ব্যবহার

নতুন তাবলিগ থেকে আসার পর কথাবার্তায় অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এটা ভালো, তবে না-জানার কারণে আমরা পরিভাষার ভুল ব্যবহার করে থাকি। এক ভাই জিজ্ঞেস করল, ভাই কেমন আছেন? উত্তরে অন্যজন বললেন, ইনশাআল্লাহ ভালো আছি!

ইনশাআল্লাহ; ভবিষ্যতে কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ ব্যবহার হবে। যেমন, ইনশাআল্লাহ ইজতেমা থেকে আমি তিন চিল্লায় বের হবো। ইনশাআল্লাহ, আমি ভাত খেয়েছি– এমন না; বরং ইনশাআল্লাহ আমি ভাত খাব।

## আলহামদুলিল্লাহ

অতীতে কোনো কাজ সম্পাদনের পর তার সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে আলহামদুলিল্লাহ ব্যবহার হয়। যেমন, আলহামদুলিল্লাহ ভাত খেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ আমার তিন চিল্লা হয়েছে।

## মাশাআল্লাহ

কোনো কাজে বা কিছু দেখে বিস্ময়বোধ হলে মাশাআল্লাহ বলতে হয়। যেমন, মাশাআল্লাহ কত সুন্দর! একইভাবে সুবহানাল্লাহও বিস্ময়বোধের জন্য ব্যবহার হয়, তবে সবক্ষেত্রে নয়।

**বিঃদ্রঃ** মানুষ যখন কোনো কিছুর প্রতি আশ্চর্য হয়ে, ঠাট্টা করে বা হিংসা করে দৃষ্টি দেয় এবং সে মাশাআল্লাহ/বারাকাল্লাহ ইত্যাদি দোয়া না করে মনে মনে বা মুখে তার গুণাগুণ বর্ণনা করে, তখন শয়তান বর্ণিত ব্যক্তির বা জিনিসের মধ্যে ডুকে পরে এবং তার বা সেটার ক্ষতি করে। যদিও শয়তানের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই, তবে আল্লাহ তাকে এসব ক্ষমতা দিয়েই দিয়েছেন।

সেজন্য সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালার নাম, দোয়া-দরুদ পড়ে কাজ করা উচিত, তাহলে শয়তানের ক্ষতি থেকে আমরা সর্বদায় নিরাপদ থাকব।

**যখন যা বলব**

১. ভালো কিছু খাওয়া বা পান করার সময়, কোনোকিছু লেখা বা পড়ার সময় অর্থাৎ যেকোনো ভালো কাজ শুরু করার সময় বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা।

২. ভালো কিছু খাওয়া বা পান করা শেষে, কোনো সুসংবাদ শোনা হলে, কেউ 'কেমন আছো' জিজ্ঞেস করলে- তার জবাবে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

৩. কারও হাঁচি আসলে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

৪. কোনো হাঁচিদাতাকে আলহামদুলিল্লাহ বলতে শুনলে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা।

৫. আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব বা বড়ত্বের কোনো নিদর্শন দেখলে কিংবা শুনলে আল্লাহু আকবার বলা।

৬. স্বাভাবিক থেকে ব্যতিক্রম দেখলে কিংবা আশ্চর্য ধরনের কোনো কথা শুনলে সুবহানাল্লাহ বলা।

৭. ভালো কিছু দেখলে মাশাআল্লাহ বলা।

৮. ভবিষ্যতে কিছু করার ইচ্ছাপোষণ করলে ইনশাআল্লাহ বলা।

৯. কোনো বাজে বা খারাপ তথা হারাম, কুফুরি, শিরকি কথা শুনলে বা কোনো বাজে বা খারাপ কাজ তথা হারাম, কুফরি, শিরকি কাজ দেখলে নাউযুবিল্লাহ বলা।

১০. কোনো বিপদের কথা শুনলে, খারাপ, অশুভ বা ক্ষয়-ক্ষতির সংবাদ শুনলে, কিছু হারিয়ে গেলে, কিছু চুরি হয়ে গেলে, দুঃখ-কষ্ট পেলে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন বা সংক্ষেপে ইন্নালিল্লাহ বলা।

১১. কথা প্রসঙ্গে কোনো গুনাহের কথা বলে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে আস্তাগফিরুল্লাহ বলা।

১২. উপরে ওঠার সময় আল্লাহু আকবার বলা এবং নিচে নামার সময় সুবহানাল্লাহ বলা।

১৩. নিশ্চিতভাবে না জেনে কিছু বললে কথা শেষে 'ওয়াল্লাহু আ'লাম' বলা।

১৪. কেউ কিছু দিলে কিংবা কারও মাধ্যমে কোনো কাজ সমাধা হলে বা কেউ কোনো উপকার করলে তাকে জাযাকাল্লাহু খাইরান বা জাযাকাল্লাহ বলা।

**মসজিদে প্রবেশের সুন্নাত ৫টি**

ক. ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা

খ. বিসমিল্লাহ বলা

গ. দরুদ শরিফ পড়া

ঘ. দোয়া পড়া (তিনটি একসাথে 'বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহি, আল্লাহুমাফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিকা'– এভাবে বলা যায়।)

ঙ. ইতেকাফের নিয়ত করা।

**মসজিদ হতে বের হবার সুন্নাত ৫টি**

ক. বিসমিল্লাহ বলা

খ. দরুদ শরিফ পড়া

গ. দোয়া পড়া (তিনটা একসাথে 'বিসমিল্লাহি ওয়াসসালাতু ওয়সসালামু আলা রাসুলিল্লাহি, আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিকা'– এভাবে বলা যায়।)

ঘ. বাম পা দিয়ে বের হওয়া

ঙ. ডান পায়ের জুতা আগে পরা।

**ইস্তেঞ্জার আদব ও সুন্নাত**

১. পাত্রে (ইস্তেঞ্জার জন্য পানি নেয়ার ক্ষেত্রে) হাত প্রবেশ করানোর পূর্বে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে নেয়া।[১]

২. ইস্তেঞ্জার জন্য পানি অথবা ঢিলা-কুলুখ সঙ্গে করে পায়খানায় নিয়ে যাওয়া। এবং তিনটি ঢিলা ব্যবহার মুস্তাহাব।[২]

৩. দোয়া পড়ে প্রবেশ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নোংরা জায়গাগুলো জিন ও শয়তানদের থাকার জায়গা। অতএব তোমাদের মধ্যে কেউ যখন প্রস্রাব-পায়খানায় যায়, সে যেন এই দোয়া বলে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

অর্থ, হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট পুরুষ জিন ও দুষ্ট নারী জিনের অনিষ্টতা থেকে।[৩]

৪. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা আর, পায়খানা হতে বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হওয়া।[৪]

---

১. সুনানে তিরমিযি।

২. সুনানে তিরমিযি।

৩. সহিহ বুখারি ও মুসলিম।

৪. সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে তিরমিযি।

৫. যথাসম্ভব নিচু হয়ে কাপড় খোলা।[১]

৬. পায়খানায় যাওয়ার পূর্বে আল্লাহ কিংবা কুরআনের আয়াত লিখিত রিং বা আংটি খুলে নেয়া।

৭. প্রস্রাব পায়খানারত অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে না বসা।[২]

৯. অতি প্রয়োজন ব্যতীত কথাবার্তা না বলা। তেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালার নাম মুখে উচ্চারণ না করা।[৩]

১০. ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করা; বরং বাম হাত দ্বারা পরিষ্কার করা।[৪]

১১. প্রস্রাবের ছিটা যেন শরীরে না পড়ে, সে ব্যাপারে অতি সতর্ক থাকা। কারণ হাদিস শরিফে আছে,

تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

'প্রস্রাবের ফোঁটা থেকে বেঁচে থাক, কেননা অধিকাংশ কবরের শাস্তি হয় প্রস্রাবের কারণে।'[৫]

১২. দাঁড়িয়ে প্রস্রাব না করা। নরম জায়গায় বসে প্রস্রাব করা। হজরত আয়েশা রাযি. বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ جَالِسًا.

যে তোমাকে এই কথা বলে– রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, তাহলে তুমি বিশ্বাস কোরো না, কারণ তিনি না বসে প্রস্রাব করতেন না।'[৬]

এবং উঁচু জায়গায় বসে নিচের দিকে করা। যেন শরীরে ছিটা না পড়ে।

১৩. টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া,

غُفْرَانَكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي

অর্থ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার, যিনি কষ্টকর বস্তু আমার থেকে বের করে দিয়েছেন এবং আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।

---

১. সুনানে তিরমিযি।
২. সহিহ মুসলিম ও আহমাদ।
৩. সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি।
৪. সহিহ মুসলিম, আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযি।
৫. সুনানে দারাকুতনী।
৬. সহিহ বুখারি ও মুসলিম।

১৪. প্রস্রাবের পর সন্দেহের উদ্রেক হলে : প্রস্রাব করার পর যদি মনে হয় প্রস্রাবের ফোঁটা বের হচ্ছে, তাহলে কাপড়ের ওপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া । কারণ হাদিসে বর্ণিত আছে,

ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.

অর্থাৎ 'লজ্জাস্থানের ওপরে পানি ছিটিয়ে দিতেন।'[১]

১৫. ইস্তেঞ্জার পর মাটিতে (অথবা সাবান দিয়ে) ভালোভাবে ঘষে পানি দিয়ে হাত ধোয়া।

১৬ ঢিলা-কুলুখ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনবার বা বেজোড় সংখ্যা ব্যবহার করা।

১৭. রাস্তায় বা কোনো ছায়াদার বৃক্ষের নিচে (যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়) প্রস্রাব-পায়খানা না করা।

১৮. কোনো গর্তে প্রস্রাব না করা।

১৯. আবদ্ধ পানি, যাতে গোসল বা ওজু করা হয়, তাতে প্রস্রাব না করা।

২০. শক্ত মাটিতে প্রস্রাব না করা। যেন প্রস্রাবের ছিটা কাপড়ে না লাগে।

২১. ডান হাত দিয়ে ইস্তেঞ্জা না করা।

২২. শুকনো গোবর, হাড় ও কয়লা দিয়ে ইস্তেঞ্জা না করা।

**যে স্থানে ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ**

১. মানুষ চলাচলের রাস্তায়
২. বাড়ি বা মসজিদের আঙিনায়
৩. ঈদগাহের মাঠে
৪. কবরস্থানে
৫. কিবলার দিকে মুখ/পিঠ করে
৬. চন্দ্র/সূর্যের দিকে মুখ করে
৭. ফলদায়ক/ছায়াঘেরা গাছের নিচে
৮. গর্তের ভিতরে
৯. নিচু স্থান থেকে উঁচু স্থানের দিকে
১০. ওজর ব্যতীত পানির ভিতরে
১১. ওজু/গোসলের স্থানে
১২. দাঁড়িয়ে, হেঁটে হেঁটে

[১]. সুনানে আবু দাউদ।

১৩. মানুষের সম্মুখে

১৪. ঘরে/বিছানায়

**যে জিনিস নিয়ে ইস্তেঞ্জায় যাওয়া নিষেধ**

১. আল্লাহ তায়ালার নাম

২. নবীগণের নাম

৩. ফেরেশতাদের নাম

৪. কুরআনের আয়াত

৫. হাদিসের টুকরা

৬. দোয়া ও কালাম

**যে জিনিস দিয়ে ঢিলা কুলুখ করা নিষেধ**

১. হাড্ডি

২. কয়লা

৩. কাগজ

৪. কাঁচ

৫. গাছের কাঁচা পাতা

৬. খাদ্যদ্রব্য

৭. শুকনো গোবর

৮. ডান হাত দ্বারা

৯. ব্যবহৃত ঢিলা পুনরায় ব্যবহার করা

**ইস্তেঞ্জায় ৮ কাজ করা সুন্নাত**

১. বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা

২. মাথা ঢেকে রাখা

৩. পায়ে স্যান্ডেল রাখা

৪. মনে মনে এস্তেগফার পড়া

৫. ঢিলা ব্যবহার করা

৬. পানি খরচ করা

৭. ডান পা দিয়ে বের হওয়া

৮. আগে পরে দোয়া পড়া

## তাহারাত/পবিত্রতা

### ওজুর ফরজ

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া
২. দুই হাতের কনুইসহ ধোয়া
৩. মাথা মাসেহ করা
৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ধোয়া

### ওজুর সুন্নাত

১. নিয়ত করা
২. শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া।
৩. দুই হাতের কব্জিসহ ৩ বার ধোয়া
৪. মিসওয়াক করা
৫. ৩ বার কুলি করা
৬. ৩ বার নাকে পানি দেওয়া
৭. সমস্ত মুখমণ্ডল ৩ বার ধোয়া
৮. ঘন দাড়ি খিলাল করা (মুস্তাহাব)
৯. দুই হাতের কনুইসহ ৩ বার ধোয়া
১০. দুই হাতের আঙুল খিলাল করা
১১. সমস্ত মাথা ১ বার মাসেহ করা
১২. দুই কান মাসেহ করা
১৩. গর্দান মাসেহ করা (মুস্তাহাব)
১৪. দুই পায়ের টাখনুসহ ৩ বার ধোয়া
১৫. দুই পায়ের আঙুল খিলাল করা
১৬. ওজুর শেষে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া (মুস্তাহাব)

### ওজু ভঙ্গের কারণ

১. প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে
২. যেসব কারণে গোসল ফরজ হয়, তা ঘটলে
৩. বমি হলে, থুথুর সঙ্গে রক্তের ভাগ সমান বা বেশি হলে
৪. ঘুমিয়ে পড়লে
৫. সঙ্গাহীন হয়ে পড়লে

৬. দেহের কোনো স্থান হতে রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি গড়িয়ে পড়লে

৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে

**তায়াম্মুমের ফরজ**

১. নিয়ত করা

২. মুখ মাসেহ করা

৩. দুই হাত মাসেহ করা

**গোসলের ফরজ**

১. রোজাদার না হলে গড়গড়ার সাথে কুলি করা

২. নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো

৩. সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছানো। মহিলাদের নাকের ও কানের ছিদ্রেও পানি পৌঁছাতে হবে।

**গোসল ফরজ হওয়ার কারণ**

যে কাজগুলোর জন্যে গোসল করা ফরজ

১. কোনো কারণে বীর্যপাত হলে

২. পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রী-অঙ্গে প্রবেশ করালে

৩. মহিলাদের হায়েজ হলে

৪. মহিলাদের নেফাস হলে

**গোসলের সুন্নাত**

১. ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

২. প্রথমে ওজু করা

৩. দুই হাতের কবজি পর্যন্ত ধোয়া

৪. শরীর থেকে নাপাকি ঘষে দূর করা

৫. মিসওয়াক করা

৬. সারা দেহে তিনবার পানি ঢালা

**গোসলের মুস্তাহাব**

১. উঁচু স্থানে বসে গোসল করা, যাতে পানি গড়িয়ে যায় ও গায়ে ছিটা না লাগে।

২. পানির অপচয় না করা।

৩. বসে গোসল করা।

৪. লোক-সমাগমস্থানে গোসল না করা।

৫. পবিত্র জায়গায় গোসল করা।

৬. ডান থেকে শুরু করা।

**ফরজ গোসলের মাসনুন পদ্ধতি**

১. মনে মনে জানাবাত (নাপাকি ) দূর করার নিয়ত করা।

২. শুরুতে লজ্জাস্থানে লেগে থাকা নাপাকি ধুয়ে ফেলা।

৩. তারপর সাবান বা অনুরূপ কিছু দিয়ে হস্তদ্বয় ধৌত করা।

৪. অতঃপর নামাজের ওজুর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ওজু করা।

৫. এরপর পানি দিয়ে তিনবার মাথা ভিজানো।

৬. তারপর প্রথমে শরীরের ডান অংশে এবং পরে বাম অংশে পানি ঢালা।

৭. অতঃপর সারাদেহে পানি ঢালা।

**মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা :** শরয়ী সফরের অবস্থায় তিনদিন তিনরাত পর্যন্ত এবং এরূপ সফর না হলে একদিন একরাত পর্যন্ত মাসেহ করা যায়। যে ওজু করে মোজা পরিধান করা হবে, সে ওজু ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে এই তিনদিন তিনরাত শুরু হবে।

**মোজার ওপর মাসেহ করার নিয়ম**

মোজার ওপর মাসেহ করার পদ্ধতি হলো, ভেজা হাতের আঙুলসমূহ মোজার সামনের দিকে টেনে নিয়ে একবার মাসেহ করে নিবে। ডান পায়ে ডান হাত দ্বারা এবং বাম পায়ে বাম হাত দ্বারা মাসেহ করবে।

**ওজু থাকা অবস্থায় যদি মোজা খুলে যায় তার হুকুম**

ওজু থাকাবস্থায় উভয় বা একটি মোজা খুলে গেলে ওজু ভাঙবে না; তবে এতে মাসেহ ভেঙে যাবে। এমন অবস্থায় শুধু পা ধুয়ে আবার মোজা পরিধান করে নিলেই চলবে। পুরো ওজু দোহরানোর প্রয়োজন হবে না।[১]

**মসজিদওয়ারি ৫ কাজ**

১. প্রতিদিন দুই তালিম– মসজিদে ও ঘরে।

২. সপ্তাহে ২ গাশত (একদিন নিজ মহল্লায় ও অন্যদিন অপর মহল্লায়)

৩. প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা ফিকির।

৪. মাসে ৩ দিন লাগানো।

৫. প্রতিদিন মাশওয়ারা মসজিদে ও ঘরে।

---

১. আল-বাহরুর রায়েক।

(সহজে মুখস্থ করার জন্য তাবলিগি ভাইয়েরা এভাবে বলেন, 'দুই দুই, আড়াই তিন, মাশওয়ারা প্রতিদিন'– দুই দুই মানে হলো দুই তালিম ও দুই গাশত, আড়াই তিন মানে হলো আড়াই ঘণ্টা মেহনত ও মাসে তিনদিন, আর মাশওয়ারা প্রতিদিন।)

**জরুরি বারো কাজ**

ক. চার কাজ বেশি করা : দাওয়াত, তালিম, ইবাদত/ নামাজ, খেদমত/ জিকির।

খ. চার কাজ কম করা : খাবারে সময় কম লাগানো, ঘুমে সময় কম লাগানো, মসজিদের বাইরে কম সময় দেওয়া, দুনিয়াবি কথা কম বলা।

গ. চার কাজ মোটেও না করা : সওয়াল না করা, সওয়ালের ভান না করা, বিনা ইজাজতে কারও মাল না নেওয়া, অপচয় না করা।

ঘ. জরুরি বারোটি কাজের সাথে আরও চারটি কাজ করা উচিত– চার দেয়ালের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখা, আমিরের কথা মান্য করা, ইনফিরাদি আমল নিজ উদ্দীপনায় আদায় করা, প্রতিটি ইজতেমায়ি আমলে তাকবিরে উলার সাথে যুক্ত হওয়া।

**খেদমত ৪ প্রকার**

১. আমিরের খেদমত ২. সাথিদের খেদমত ৩. দুর্বল ও রোগীদের খেদমত ৪. নিজের খেদমত।

**পুরুষের দায়েমি ফরজ ৩টি**

১. সব সময় ঈমানি হালতে থাকা ২. সতর ঢেকে রাখা, ৩. নিজের পরিবারকে পর্দার মধ্যে রাখা।

**মহিলাদের দায়েমি ফরজ ৫টি**

১. সবসময় ঈমানি হালতে থাকা ২. সতর ঢেকে রাখা ৩. পর্দা করা ৪. স্বামীর সম্পদ হেফাজত করা ৫. ছোট আওয়াজে কথা বলা।

**পুরুষের দায়েমি সুন্নাত**

পুরুষের দায়েমি সুন্নাত ১০ টি, যথা :

১. শুধু গোসল এবং ঘুম ব্যতীত ২৪ ঘণ্টা মাথায় টুপি রাখা।

২. চুল সুন্নাত তরিকায় কাটা, (চুল কাটার সুন্নাত তরিকা হল তিনটি)

ক. সমস্ত চুল ছেঁটে ফেলা খ. বাবরি রাখা গ. চারপাশ থেকে সমান মাপে চুল কাটা।

৩. গোঁফ খাটো করা।
৪. মিসওয়াক করা।
৫. দাড়ি লম্বা রাখা।
৬. সুন্নাতি পোশাক পড়া।
৭. প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একবার নখ কাটা।
৮. গুপ্তস্থানের লোম পরিষ্কার করা (৪১ দিনের মধ্যে কমপক্ষে একবার কাটতেই হবে)
৯. পায়খানার রাস্তায় ঢিলা ব্যবহার করা।
১০. প্রস্রাবের রাস্তায় কুলুখ ব্যবহার করা।

**মেয়েদের দায়েমি সুন্নাত**

১. মাথার চুল লম্বা রাখা
২. চুল সুন্দর করে রাখা
৩. মিসওয়াক করা
৪. হাত-পায়ের নখ কাটা
৫. গোপনাঙ্গের লোম পরিষ্কার করা
৬. ঢিলা ব্যবহার করা
৭. হাফেজ-নেফাসে পট্টি ব্যবহার করা।

**চার কাজ করলে তাবলিগের কাজ যথার্থভাবে করতে পারবে**

১. কথা বলবে নিজের জন্য
২. কথা শুনবে নিজের জন্য
৩. শোকর করবে নেক আমলের জন্য
৪. কুদরতের চিন্তা করবে শোয়ার সময়ে।

**সবার জন্য ৪ কাজ**

১. আল্লাহ তায়ালার দীন শেখা ও অন্যকে শেখানো
২. দীনের মেহনত শেখা ও অন্যকে শেখানো
৩. দীনের মেহনত করা ও অন্যকে করানো
৪. দীনের ওপর চলা ও অন্যকে চালানো।

**সাথিদের ৪ কাজ**

১. জিম্মাদারকে মহব্বত করা,
২. জিম্মাদারের মন রক্ষা করে চলা

৩. জিম্মাদারের মন বুঝে চলা

৪. ইজতেমায়ি আমলে জুড়ে থাকা।

**জিম্মাদারের ৪ কাজ**

১. সাথিদের মহব্বত করা

২. সাথিদের জন্য দোয়া করা

৩. সাথিদের বে-উসুলি না ধরা

৪. সাথিদের দায়ি বানানোর জন্য মেহনত করা।

**দায়ির সিফাত ১১টি**

১. ছোট হয়ে চলা

২. নত হয়ে চলা

৩. আকাশের মতো উদার হওয়া

৪. পাহাড়ের মতো অটল হওয়া

৫. মাটির মতো নরম হওয়া

৬. সূর্যের মতো দাতা হওয়া

৭. উটের মতো ধৈর্যশীল হওয়া

৮. ব্যবসায়ীদের মতো প্রজ্ঞাবান হওয়া

৯. কৃষকের মতো উদ্যমী হওয়া

১০. ইখলাসওয়ালা দাওয়াত দেওয়া

১১. ইস্তেকামাতের সাথে জমে থাকা।

**দায়ির গুণাবলি ৯টি**

১. সালাম দেওয়া

২. খানা খাওয়ানো

৩. ভালো ভালো কথা বলা

৪. সাথিদের সাথে রাগ না করা

৫. নিজ কর্মের জন্য তওবা-এস্তেগফার করা

৬. বেশি বেশি দান খয়রাত করা

৭. নিজেকে সর্বাবস্থায় ছোট জানা ও অপরকে বড় জানা

৮. নিজের ধন দৌলত, পদমর্যাদার ওপর কখনও অহংকার না করা,

৯. অপরাধীকে ক্ষমা করে দেওয়া । (সিফাত আর গুণ তো একই, তাবলিগি ভাইদের নিকট এই ভাষা প্রসিদ্ধ হওয়ায় এভাবেই উল্লেখ করলাম)

**সাথিদের ২টি সিফাত থাকা উচিত**

১. সবাইকে মাফ করা

২. সর্বদা সবর করা।

**আখলাক ও ইখলাস**

১. আখলাক হলো, অপরের দোষের মধ্য হতে গুণ খুঁজে বের করা।

২. ইখলাস হলো, নিজের গুণের মধ্যে দোষ খুঁজে বের করা।

**প্রতি সাথির অঙ্গীকার হওয়া উচিত**

১. আল্লাহ তায়ালার হুকুম অমান্য করব না

২. নবীর তরিকা ছাড়ব না

৩. মন-মতো চলব না

৪. আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি করব না।

**রিয়া থেকে বাঁচার ৩টি আমল**

১. দিলকে দুনিয়ার খেয়াল থেকে খালি করা

২. শরীরকে মাখলুক থেকে খালি করা

৩. সব কাজ নিজের হোক বা অপরের হোক, ভালো হোক, মন্দ হোক, দুনিয়ার হোক বা আখেরাতের হোক, সব কিছু আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হয় এ কথার একিন দিলে পয়দা করা।

**চারটি পাপ থেকে বাঁচা দরকার**

১. কুধারণা

২. কুদৃষ্টি,

৩. হিংসা-বিদ্বেষ,

৪. অহংকার ও আত্মগর্ব।

(বিঃদ্রঃ শুধু এই চারটি পাপ কাজ থেকে বাঁচার দরকার বিষয়টা এমন নয়; বরং সকল পাপ থেকেই বেঁচে থাকতে হবে। এই চারটা পাপের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, এগুলোকে মানুষ পাপ বলে মনে করে না। তা ছাড়া মানুষ এসব পাপে বেশি পরিমাণে লিপ্ত হয়।)

**তিনটি ব্যাধি মানুষের জন্য ধ্বংসাত্মক**

১. প্রবৃত্তির তাড়না

২. লোভ-লালসা,

৩. আত্মম্ভরিতা।

**দোয়া কবুলের শর্ত ৫টি**

১. আমিরের এতায়াত করা,
২. সকল ইজতেমায়ি আমলে অংশগ্রহণ করা
৩. জানতোর মেহনত করা
৪. তাহাজ্জুদের নামাজ পড়া
৫. নজরের হেফাজত করা

**পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়**

১. মজলুমের দোয়া
২. হাজিদের দোয়া
৩. মুজাহিদের দোয়া
৪. রোগীর দোয়া
৫. মুসলমান ভাইয়ের দোয়া

**আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করেছেন ৩টি জিনিস**

১. মানুষের জান
২. মানুষের মাল
৩. মানুষের সময়

**মৃত্যুর পর ৩টি আমল চালু থাকে**

১. সদকায়ে জারিয়া
২. ইলম ও আমল
৩. নেক সন্তানের দোয়া

**দুই প্রকারের চোখকে আগুন স্পর্শ করবে না**

১. যে চোখ আল্লাহ তায়ালার ভয়ে ক্রন্দন করে।
২. যে চোখ আল্লাহ তায়ালার রাস্তা পাহারা দেয়।

**দুই প্রকারের ফোঁটা আল্লাহ তায়ালার কাছে মূল্যবান**

১. আল্লাহ তায়ালার আজাবের ভয়ে চোখ হতে নির্গত অশ্রুফোঁটা।
২. আল্লাহ তায়ালার রাস্তার ঝরানো ঘাম/রক্তের ফোঁটা।

**চারটি বিষয়ের ওপর পরিপূর্ণ আমল করতে হবে**

ক. আমানিয়াত (দাওয়াতের কাজ করতে হবে)
খ. সাদাকাত (সত্য কথা বলতে হবে)

গ. মুয়ামালাত-মুয়াশারাত (লেনদেন ঠিক করতে হবে)
ঘ. আখলাকিয়াত (চরিত্র সুন্দর করতে হবে)

**আল্লাহ তায়ালার কাছে কান্নাকাটি করে রাতের দোয়ায় যা চাইতে হয়**

ক. হেদায়েত
খ. রেজামন্দি
গ. কবুলিয়াত

**কুরআন তেলাওয়াতের ফায়দা**

ক. অন্তরের মরিচা দূর হয়।
খ. আল্লাহ তায়ালার সাথে মহব্বত পয়দা হয়।
গ. প্রতি হরফে দশটি সাওয়াব পাওয়া যায়।
ঘ. চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পায়।

**নামাজ কোথায় পড়লে কত সওয়াব?**

ক. নিজ ঘরে পড়লে, এক নামাজের সাওয়াব।
খ. পাঞ্জেগানা মসজিদে পড়লে, পঁচিশ নামাজের সাওয়াব।
গ. জুম্মা মসজিদে পড়লে, পাঁচশত নামাজের সাওয়াব।
ঘ. মসজিদে নববীতে পড়লে, পঞ্চাশ হাজার নামাজের সাওয়াব।
ঙ. মসজিদে হারামে পড়লে, এক লক্ষ নামাজের সাওয়াব।

**চার জায়গায় চার জিনিসের হেফাজত করা**

ক. মজলিসে জবানের হেফাজত।
খ. গাশতে নজরের (চোখের) হেফাজত।
গ. নামাজে দিলের হেফাজত।
ঘ. দস্তরখানে পেটের হেফাজত।

**তাবলিগি ভাইদের ১২ কাজ**

ক. মারকাজের সাথে যোগাযোগ রাখা।
খ. মুরুব্বিদের সোহবতে থাকা।
গ. মুরুব্বিদের তাকাজা অনুযায়ী চলা।
ঘ. সাথিদের সাথে জোড়মিল রাখা।
ঙ. মুয়ামালা, মুয়াশারাত, আখলাক যথাযথভাবে পালন করা।
চ. কানায়াতের (অল্পতুষ্টি) সাথে চলা।
ছ. ঈমানের মূল কাজ দাওয়াতের সাথে চলা।
জ. দৈনিক মাশওয়ারা করা (মসজিদে ও ঘরে)।

ঝ. তালিম করা (মসজিদে ও ঘরে)।
ঞ. দৈনিক আড়াই ঘণ্টা মেহনত করা।
ট. সপ্তাহে দুই গাশত (নিজ মহল্লায় ও অপর মহল্লায়)।
ঠ. মাসে তিনদিন সময় লাগানো।

**মানুষের হক ১০টি**

ক. আল্লাহ তায়ালার হক
খ. রাসুলের হক
গ. পিতা-মাতার হক
ঘ. স্ত্রীর হক
ঙ. ছেলে-মেয়ের হক
চ. ভাই-বোনের হক
ছ. বন্ধু-বান্ধব/উম্মতের হক
জ. প্রতিবেশীর হক
ঝ. আত্মীয়তার হক
ঞ. মাখলুকের হক

**অন্তরের রোগ ১০ টি**

ক. অধিক খাওয়ার লোভ
খ. অধিক বলার লোভ
ঘ. হিংসা করা
ঙ. নিজেকে বড় মনে করা
চ. সুনাম অর্জনের কামনা করা
ছ. দুনিয়ার প্রতি মহব্বত
জ. অহংকার করা
ঝ. রিয়া/লৌকিকতা করা
ঞ. কৃপণতা ও অর্থের লোভ করা

**হাশরের দিন আল্লাহ তায়ালা ৪ ধরনের লোককে নুরের মিম্বারে বসাবেন**

ক. যে আল্লাহ তায়ালার জন্য অন্যকে মহব্বত করে।
খ. যে আল্লাহ তায়ালার জন্য অন্যের মঙ্গল কামনা করে।
গ. যে আল্লাহ তায়ালার জন্য অন্যের দেখাশোনা করে।
ঘ. যে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে।

**জিকিরের জন্য ৪টি বিষয় দরকার**

ক. কেবলামুখী হওয়া

খ. একই স্থানে শেষ পর্যন্ত বসা

গ. কারও সাথে কথা না বলা

ঘ. ওজু করা

**নামাজের জন্য ৫টি বিষয় দরকার**

ক. আল্লাহ তায়ালার প্রতি একিন করা

খ. প্রতি রোকনের মাসায়েল জানা

গ. পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া

ঘ. ইখলাসের সাথে নামাজ পড়া

ঙ. ফাজায়েলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা

**পাঁচ অন্ধকার ও পাঁচ আলো**

ক. দুনিয়া অন্ধকার, তার আলো পরহেজগারি।

খ. গুনাহ অন্ধকার, তার আলো তওবা।

গ. কবর অন্ধকার, তার আলো কালেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)।

ঘ. আখেরাত অন্ধকার, তার আলো নেক আমল।

ঙ. পুলসিরাত অন্ধকার, তার আলো একিন।

**পাঁচটি জিনিসের সমন্বয়ে দীন অর্জন হয়**

ক. ঈমানিয়াত (খাটি ঈমান দিলে পয়দা করা)।

খ. ইবাদত (নামাজ-রোজায় জান পয়দা করা)।

গ. মুয়ামালা (লেনদেন সঠিক হওয়া)।

ঘ. মুয়াশারা (কাজকর্ম সঠিক হওয়া)।

ঙ. আখলাক (চরিত্র সুন্দর হওয়া)।

**নিজের কলবকে পরিষ্কার করতে হলে ১০টি অভ্যাস দূর করতে হবে**

ক. লোভ

খ. দীর্ঘ আশা

গ. ক্রোধ

ঘ. গীবত

ঙ. মিথ্যা

চ. কৃপণতা
ছ. হিংসা
জ. রিয়া
ঝ. অহংকার
ঞ. মনোমালিন্যতা।

**আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য পেতে ৯টি অভ্যাস প্রয়োজন**

ক. সবর
খ. শোকর
গ. অল্পতুষ্টি
ঘ. ইলম
ঙ. একিন
চ. নিজেকে আল্লাহ তায়ালার নিকট অর্পণ করা
ছ. তাওয়াক্কুল
জ. আত্মসমর্পণ।

**কলবে যা হয়**

ক. কলবে আবরণ বা দাগ পড়ে
খ. কলবে সন্দেহ সৃষ্টি হয়
গ. কলবে রাগের সৃষ্টি হয়
ঘ. কলবে অবিশ্বাস জন্মায়
ঙ. কলবে মহব্বত সৃষ্টি হয়
চ. কলবে ভয়ের সৃষ্টি হয়
ছ. কলবে মুনাফিকি গোপন থাকে
জ. কলবে চিন্তার সৃষ্টি হয়
ঝ. কলবে ছাপ পড়ে, অবুঝ হয়ে যায়
ঞ. কলবে দাগ পড়ে, ফলে শুনতে পায় না
ট. কলবে একসময় তালা লেগে যায়।

**মূর্তিপূজা না করলেও শয়তান খুশি হয়, যদি মানুষ ৩টি কাজ করে**

ক. অন্যায়ভাবে ধন উপার্জন ও ভক্ষণ করলে
খ. অন্যায়ের পথে সম্পদ ব্যয় করলে
গ. ন্যায়সঙ্গত পথে উপার্জন ও ব্যয় থেকে বিরত থাকলে।

**৩টি ব্যাধি মানুষকে বিনাশ করে দেয়**

ক. অদম্য লোভ-লালসা
খ. বেপরোয়া প্রবৃত্তি
গ. আত্মপ্রশংসা।

**এক মুসলমানের ওপর অন্য মুসলমানের ৬টি হক**

ক. সাক্ষাতে সালাম করা
খ. হাঁচি দিলে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা
গ. দাওয়াত করলে গ্রহণ করা/ডাকলে সাড়া দেওয়া
ঘ. সব সময় তার কল্যাণ কামনা করা
ঙ. অসুস্থ হলে দেখতে যাওয়া/খোঁজখবর নেওয়া
চ. জানাজায় শরিক হওয়া

**পাঁচ জিনিসের কদর**

ক. বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনের কদর করা।
খ. রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্থতার কদর করা।
গ. দারিদ্রের পূর্বে সচ্ছলতার কদর করা।
ঘ. ব্যস্ততার পূর্বে অবসরতার কদর করা।
ঙ. মৃত্যুর পূর্বে হায়াতের কদর করা।

**মুনাফিকের ৪টি স্বভাব**

ক. কথায় মিথ্যা বলে
খ. ওয়াদা ভঙ্গ করে
গ. আমানতের খেয়ানত করে
ঘ. ঝগড়া করে, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে ।

**জোড় মিল মহব্বতের জন্য ৫টি ফিকির**

ক. সাথিদের সালাম দেওয়া
খ. সাথিদের একরাম করা
গ. সাথিদের হাদিয়া দেওয়া
ঘ. সাথিদের নাম নিয়ে দোয়া করা
ঙ. সাথিদের অগোচরে তার প্রশংসা করা।

**আলেমদের নিকট যাওয়া**

ক. জিয়ারতের উদ্দেশ্যে
খ. সওয়াবের আশায়

গ. দোয়ার উদ্দেশ্যে

ঘ. ইলম শেখার উদ্দেশ্যে

**সাহাবিদের সাহায্য ছিল দুই ধরনের**

ক. সাধারণ সাহায্য, দুনিয়ার প্রয়োজনে কাপড়, পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, দান-খায়রাত ইত্যাদি।

খ. দাওয়াতের কাজের মাধ্যমে কোটি কোটি বৎসর জাহান্নামের আগুন থেকে মানুষকে কীভাবে বাঁচানো যায়।

**মানুষের ৪টি দুশমন**

দাল, শীন, মিম, নুন

ক. দালে, দুনিয়া

খ. শীনে, শয়তান

গ. মিমে, মাল(সম্পদ)/মহল(পরিবেশ)

ঘ. নুনে, নফস ।

দুশমন = দুনিয়া, শয়তান, মাল, নফস।

**মুসলমানের সিফাত ৫টি**

মুসলমান– মিম, সিন, লাম, মিম, নুন।

ক. মিমে, যদি মুসলমান হও, তবে মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।

খ. সিনে, যদি মুসলমান হও, তবে সিনা থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দুর কর।

গ. লামে, যদি মুসলমান হও, তবে লা-শরিক আল্লাহ তায়ালার ইবাদত কর।

ঘ. মিমে, যদি মুসলমান হও, তবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকায় জীবনযাপন করো।

ঙ নুনে, যদি মুসলমান হও তবে নফসানি খাহেশাত দমন কর।

**কীসে কী সৃষ্টি হবে?**

ক. কালিমাওয়ালা একিন হবে দাওয়াতের দ্বারা।

খ. মাসায়েলওয়ালা ইলম আলেম উলামাদের সোহবতে।

গ. ফাজায়েলওয়ালা ইলম তালিমের হালকায় বসলে।

ঘ. আল্লাহওয়ালা ধ্যান জিকিরের মাধ্যমে।

ঙ. ইখলাস পয়দা হবে একরামের মাধ্যমে।

### ৫টি কাজ করা যাবে না

ক. অন্যের ব্যাপারে বদগুমানি করা যাবে না।
খ. অন্যের দোষ তালাশ করা যাবে না।
গ. কোনো হালতে গিবত করা যাবে না।
ঘ. কারও সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যাবে না।
ঙ. কেউ জুলুম করলে তার সাথে জুলুম করা যাবে না।

### নিজের ইসলাহের জন্য ৮টি জিনিসের ওপর মেহনত করতে হবে

ক. কালেমার মেহনত দ্বারা শিরক দূর হবে।
খ. নামাজের মেহনত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নাফরমানি হতে হেফাজত থাকবে।
গ. ইলমের মেহনত দ্বারা অজ্ঞতা দূর হবে।
ঘ. জিকিরের মেহনত দ্বারা গাফলতি দূর করতে হবে।
ঙ. একরামের মেহনত দ্বারা আল্লাহ তায়ালা আখলাককে দুরস্ত করবেন।
চ. নিয়তের মেহনতের দ্বারা রিয়া দূর হবে।
ছ. সুন্নাতের মেহনত (আমল) দ্বারা বিদআত হতে হেফাজত থাকবে।

### দাওয়াতের কাজ করলে ৫টি উপকার হবে

ক. আল্লাহ পাক তাকে মহব্বত করবেন।
খ. আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করবেন।
গ. আল্লাহ পাক তাকে মাফ করে দেবেন।
ঘ. আল্লাহ পাক তাকে সম্মানের রিজিক দেবেন।
ঙ. আল্লাহ পাক ফাসেক ফুজ্জারের দিলে ভয় পয়দা করে দেবেন।

## মাসনুন দোয়া

### আয়াতুল কুরসি ও তার ফাজায়েল

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়বে, তার মাঝে আর জান্নাতের মাঝে কেবল মৃত্যু বাধা থাকবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরপরই সে জান্নাতে যাবে।[১]

---

১.عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ .السنن الكبرى للنسائي - (٩ / ٤٤)

**আয়াতুল কুরসি :**

اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করতে পারে না, নিদ্রাও নয়। আসমান ও জমিনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে, তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর কুরসি আসমানসমূহ ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে, এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।

**আজান শুনে পাঠ করার দোয়া**

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَهُ ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ،

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব্ব! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)কে উসিলা তথা জান্নাতের একটি স্তর এবং ফজিলত তথা সকল সৃষ্টির ওপর অতিরিক্ত মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছে দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

**ফজিলত**

হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে (উপরে উল্লিখিত দোয়া পড়ে), তার জন্য কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।[১]

**পায়খানায় প্রবেশকালীন দোয়া**

হজরত আনাস ইরনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানায় প্রবেশের সময় বলতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

---

১. সুনানে তিরমিযি, বুখারি, আবু-দাউদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ।

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিকৃষ্ট পুরুষ ও স্ত্রী জিন বা শয়তানের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।[১]

**পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় পাঠ করার দোয়া**

হজরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন, غُفْرَانَكَ (হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।[২]

অন্য বর্ণনায় হজরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন,

الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وَعَافَانِي.[৩]

দুটি দোয়া একত্রে মিলিয়ে পাঠ করলে উভয় হাদিসের আমল করা হয়।

**ওজুর শুরুতে দোয়া**

ওজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) পড়া।

**ওজুর শেষে পাঠ করার দোয়া**

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ,اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ : ১. আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন।

**ফজিলত**

হজরত ওমর ইবন খাত্তাব রাযি. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালো করে ওজু করে এবং ওজুর পর কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে তখন যেটি দিয়ে খুশি সেটি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৪]

---

১. সহিহ বুখারি, মুসলিম, সুনানে তিরমিযি,আবু দাউদ ও নাসায়ি।

২. সুনানে তিরমিযি।

৩. ইবনে মাজাহ।

৪. সহিহ বুখারি ও মুসলিম।

## বাড়িতে প্রবেশের দোয়া

হজরত আবু মালেক আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

(হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট ঘর এবং বাইরের কল্যাণ চাই। আমরা আল্লাহ তায়ালার নামে বাড়িতে প্রবেশ করলাম, আল্লাহ তায়ালার নামে বাড়ি হতে বের হয়েছিলাম আর আমরা আমাদের রব আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখি) এরপর ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করবে।[১]

## বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পড়ার দোয়া

হজরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় বলে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

(আল্লাহর নামে বের হলাম এবং আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া অকল্যাণ রোধ বা কল্যাণ হাসিল করার শক্তি কারও নেই) তাকে বলা হয়, তোমাকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে, যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।[২]

আবু দাউদ আরও বৃদ্ধি করে লিখেছেন– শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি এর উপর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে, যাকে হেদায়েত দান করা হয়েছে, যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং হেফাজতের ব্যবস্থা করা হয়েছে?

## ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার আদব

বের হওয়ার সময় ঘরের সবাইকে সালাম করা, দোয়া পড়া, বাম পা দিয়ে বের হওয়া, বাহিরে থাকাকালীন আল্লাহকে স্মরণ রাখা, রাস্তায় চলাকালীন পথের হক আদায় করা, চোখ ও জিহ্বার হেফাজত করা, বাহিরের কাজে সততা রক্ষা করা, সংশ্লিষ্ট সবার হক আদায় করা, সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা, ফিরে এসে ঘরে প্রবেশকালীন ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করা, অনুমতি গ্রহণ করা, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা ও দোয়া পড়া।

---

১. আবু দাউদ।

২. সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ ও নাসায়ি।

## মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া

হজরত আবু সাঈদ খুদরি রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও)। আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে, তখন সে যেন বলে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি।[১]

## মসজিদে প্রবেশের আদব

প্রবেশকালে বিসমিল্লাহ পাঠ করা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দরুদ পাঠ করা, প্রবেশের দোয়া পাঠ করা, ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা, নফল ইতিকাফের নিয়ত করা, কাউকে জায়গা থেকে না সরিয়ে খালি জায়গায় বসে পড়া, ইবাদত ও জিকিরে রত থাকা, তর্ক-বিতর্ক বা শোরগোল না করা, উচ্চস্বরে কথাবার্তা না বলা, অন্যকে বসার সুযোগ করে দেওয়া, দোয়া পাঠ করে বের হওয়া, বাম পা দিয়ে বের হওয়া, ঢুকতে ও বের হতে ধাক্কাধাক্কি না করা।

## বাজারে প্রবেশের দোয়া :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

অর্থ : একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসামাত্রই তাঁর। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুবরণ করবেন না। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে নিহিত। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

## ফজিলত

হজরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে লোক বাজারে গিয়ে বলে– (উপরোল্লিখিত দোয়া পড়ে) আল্লাহ তার জন্য এক লক্ষ নেকি লিখেন, এক লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরি করেন।[২]

---

১. মুসলিম, সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবনে মাজাহ।

২. সুনানে তিরমিযি।

## বাজারের আদব

বাজারে গিয়ে দোয়া পাঠ করা, সালাম দেওয়া ও সালামের জবাব দেওয়া, সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করা, বেচাকেনার মধ্যে সততা বজায় রাখা, মাপে কম-বেশি না করা, অন্যের দাম-দস্তুর করা অবস্থায় বাড়িয়ে দাম না বলা, মালামালে কোনো ত্রুটি থাকলে গোপন না করে তা প্রকাশ করে দেওয়া, মূল্য ঠিক হয়ে যাওয়ার পর ১/২ টাকা কমবেশি না করা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজার থেকে ফিরে আসা।

## নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া

হজরত মুয়াজ ইবনে আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে সে যেন বলে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى كَسَانِى هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّى وَلاَ قُوَّةٍ

(যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমাকে এই পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি সামর্থ্য ব্যতীতই তিনি তা আমাকে দান করেছেন), তাহলে তার পূর্বাপরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[১]

## স্থলপথে বাহনে আরোহণকালে পাঠ করার দোয়া

হজরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরকালে বাহনে আরোহণ করে তিনবার তাকবির বলতেন। অতঃপর বলতেন,

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

অর্থ : প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

## জলপথে বাহনে আরোহণকালে দোয়া

হজরত নুহ আ. মহাপ্লাবনের সময় জাহাজে আরোহণকালে এই দোয়া পড়েছিলেন,

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِىهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

(আল্লাহ তায়ালার নামেই এর গতি ও স্থিতি, নিশ্চয়ই আমার প্রভু ক্ষমাশীল ও দয়াময়)

১. সুনানে তিরমিযি ও আবু দাউদ।

## দোয়া ইউনুস এবং এর ফজিলত

হজরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার নবী যুননুন (ইউনুস আলাইহিস সালাম) মাছের পেটে অবস্থানকালে যে দোয়া পাঠ করেছিলেন তা হল,

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত)। কোনো মুসলিম ব্যক্তি কোনো বিষয়ে এ দোয়া করলে আল্লাহ অবশ্যই তা কবুল করেন।[১]

## মজলিস শেষে পাঠ করার দোয়া

হজরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মজলিসে বসে অনেক অনর্থক কথাবার্তা বলেছে, অতঃপর মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বে এই দোয়া পড়ে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

(হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিই যে, তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তওবা করি)- তাহলে উক্ত মজলিসে সে যা কিছু বলেছে, তা মাফ করে দেওয়া হবে।[২]

## দীনের ওপর অবিচল থাকার দোয়া

হজরত শাহর ইবনে হাওশাব রহ. থেকে বর্ণিত, আমি উম্মে সালমা রাযি.-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে উম্মুল মুমিনিন! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আপনার কাছে অবস্থান করতেন, তখন অধিকাংশ সময়ে তিনি কী দোয়া করতেন? তিনি বলেন, বেশিরভাগ সময়ে তিনি এই দোয়া করতেন,

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكَ

(অর্থাৎ- হে অন্তরের বিক্ষিপ্তকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের ওপর অবিচল রাখুন)[৩]

---

১. সুনানে তিরমিযি, নাসায়ি।

২. সুনানে তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি, বায়হাকি ও হাকেম।

৩. সুনানে তিরমিযি।

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

(অর্থাৎ: হে আল্লাহ! হৃদয় পরিবর্তনকারী, আমাদের হৃদয়গুলোকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন)[১]

**তওবা ও ইস্তিগফারের দোয়া**

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বলে–

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

(অর্থাৎ, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আল্লাহ তায়ালার কাছে, যিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী এবং আমি তার কাছে তওবা করছি)- তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়, এমনকি তা জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করার মত গুনাহ হলেও।[২]

**ইসমে আজম**

হজরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার মহান নাম (ইসমে আজম) এই দুই আয়াতের মধ্যে নিহিত আছে।

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

আর তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ, তিনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, তিনি দয়াময় অতি দয়ালু।[৩]

ও আলে ইমরানের শুরুর আয়াত,

الم اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

আলিফ লাম মীম। তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।[৪]

---

১. মুসলিম।

২. সুনানে তিরমিযি।

৩. সুরা বাকারা, আয়াত : ১৬৩।

৪. আলে ইমরান, আয়াত : ১-২ (সুনানে তিরমিযি)।

## হিদায়াত কামনা করে দোয়া

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দোয়া করতেন,

اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

(হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হিদায়াত, তাকওয়া, চরিত্রের নির্মলতা ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রার্থনা করি)[১]

১. সুনানে তিরমিযি, মুসলিম ও ইবনে মাজাহ।

## বইটির বৈশিষ্ট্য

- কোরআন হাদিসের আলোকে দাওয়াত, তাবলিগ, ও দাওয়াতের শর্তসমূহ।
- দলিল সহ তাবলিগের নতুন পুরাতন ছয় নাম্বার।
- তাবলিগি ছয় গুণের উপর আলাদা চল্লিশ হাদিস।
- দলিল সহ এজতেমায়ি আট কাজের পূর্ণ বিবরণ।
- খুসুসী, তালিমী ও উমুমী গাশতের একাধিক দাওয়াত।
- গাশতের আদব, তারুফি কথা, ঈমান একিনের কথা, ফজর বাদ ও মাগরিব বাদ বয়ান।
- কোরআন হাদিসের আলোকে জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ।
- দলিলাকারে ফজিলত সহ তাহাজ্জুদ, এশরাক, চাশত, আউয়াবিন, এস্তেখারা ও সালাতুত তাসবিহ নামাজের বিবরণ।
- বার কাজ, দায়ীর সিফাত এমন আরো সাধারণ জ্ঞান।
- জরুরি মাসনুন দোয়া।
- এক কথায়, প্রচলিত তাবলিগের সকল কার্যক্রম দলিল ভিত্তিক আলোচনা রয়েছে এই বইয়ে।




The Bright Design Zone
Ph:01715675540

ইত্তিহাদ
পাবলিকেশন
কওমি মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯৭৯-৭৬৪৯২৬
০১৮৪৩-৯৮৪৯৮৪
মাদ্রাসা মার্কেট, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০১৭০৫-২২১২১৭
০১৭০৯-২৩০৮৩৫